মিলন।

মিলনান্ত সামাজিক নাটক

শ্রীসতীশচন্দ্র দেবশর্ম্মা চৌধুরী
প্রণীত ও প্রকাশিত।

ঢাকা।
বাঙ্গালাবাজার কাশী প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীরাইমোহন সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২০।

মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

উৎসর্গ

একদিকে

নাট্যগগণের জ্বলন্ত ভাস্কর

অন্যদিকে

সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ

আবার

কৃতী সুধী গুণী

বরেণ্য ও শ্রদ্ধেয়

[illegible]

ভয়ে ভয়ে কম্পিত হৃদয়ে

এই ক্ষুদ্র পুস্তক

"মিলন"

উৎসর্গ করিলাম

একান্ত বশংবদ

শ্রীসতীশচন্দ্র দেবশর্ম্মা।

নিবেদন।

এই নাটক লিখিবার বিশেষ কোন সন্তোষ জনক কারণ বা কৈফিয়ৎ আমি দিতে অক্ষম সেজন্য দয়া করিয়া পাঠক, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি ক্ষমতাহীন সে কথা সত্য, যদি বলেন, যে ক্ষমতাহীন তার আবার লিখিবার প্রয়াস কেন? তদুত্তরে এই বলিব যে বিগত কৈশোর কাল হইতে এই বর্ত্তমান যৌবন কালে পদার্পন করিয়াছি অবধি আমি কবিতা কাব্যাদি পড়িতে ভালবাসি, সেই জন্যই এবং নাটক লিখিবার স্পৃহা বলবতী হওয়ায় এই চেষ্টা। যদিও ভাব বা ভাষাজ্ঞান আমার নাই তাই বলিয়া কি ভাষাজ্ঞানহীন সন্তানের বাণীর পূজায় নিষেধ আছে? যদি না থাকে তবে সে তাঁহাকে পূজা না করিবে কেন? যে মন্ত্রাদি জানে না সেযদি শুধু 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকে তবে কি তার মায়ের অর্চ্চনা হয় না? তবে বড়ই ক্ষোভ রহিল যে, 'মা'কে কাব্যরসে না পূজিয়া নাট্যরসে পূজিলাম, জানি কাব্যরস মায়ের আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, কিন্তু কি করিব? সে ক্ষমতা যে নাই তবে বলিতে পারেন, নাটক কি আর ভাল বিষয় লইয়া লিখা যায় না? তা যায়। সে চেষ্টাও না করিয়াছি এমন নয়, নইলে ইচ্ছা ছিল মহাভারত রূপ স্বর্গের নন্দন কানন হইতে বাছিয়া একটী পুষ্প লইব তদ্বারা মায়ের পূজা করিব, কিন্তু হায় স্বর্গের দ্বারদেশে যাইয়া দেখি, সশস্ত্র প্রহরী। তাহারা কুটীল কটাক্ষে ব্যঙ্গহাসি হাসিয়া বলিল, "তোমার জন্য স্বর্গ নয়।" কি আর করিব, পাপী আমি ব্যথিত মনে ফিরিয়া আসিলাম, অবশেষে মর্ত্ত্যের সংসার কাননে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু হায় আমার এমনই দুরদৃষ্ট যে পরে আসিয়াছি তাই ভাল

ভাল ফুল সব ফুরাইয়া গিয়াছে, তাই যাহা ম্লান গন্ধহীন যে দুই চারিটী ফুল পাইলাম তাহাই গ্রহণ করিলাম; তদ্বারা, দরিদ্র আমি সূতা কোথায় পাইব? তাই বিনা সূতায় মাল্য রচনা করিয়া বাগ্দেবীর চরণে অর্পন করিয়াছি।

যাহোক পরিশিষ্টে এখন এই নিবেদন, পুস্তক লিখিলাম তাহা মাত্র নামে, কার্য্যতায় ইহা কিরূপ সফলতা লাভ করিল তাহা ৺ ভগবানই জানেন। এতদ্বারায় যে পাঠকের মনরঞ্জন হইবে সে আশা সুদুর পরাহত, তবে যদি একজন পাঠক ও দয়ার চক্ষে এই পুস্তকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেন তবে আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিবে এবং বহু দিনব্যাপী শ্রমসার্থক বোধ হইবে সন্দেহ নাই।

আর একটী কথা এই পুস্তকে ভুল থাকিবার খুবই সম্ভাবনা, সম্ভাবনা কি আছেও। দয়াল পাঠক! সে ত্রুটী নিজগুণে উপেক্ষা করিলে অনুগৃহীত হইব। নিঃ ইতি

হেমনগর।
ময়মনসিংহ।
রথদ্বিতীয়া। ১৩২০ বং

বিনীত—
লেখক।

"নাটকীয় চরিত্রাবলী"

পুরুষ।

চন্দ্রমাধব	...	...	জমীদার।
ইন্দ্রনাথ	...	...	ঐ পুত্র।
গৌরীশঙ্কর	...	...	ঐ প্রতিবেসী।
সত্যপ্রিয়	...	...	ঐ ঐ পুত্র।
বামাচরণ	...	...	ঐ ঐ বড় জামাতা।
করালী	...	...	ইন্দ্রনাথের সহচর।
শিবনাথ	...	...	ঐ কর্ম্মচারী।
যতীন্দ্র	...	...	সত্যপ্রিয়ের বন্ধু।
সুরেন্দ্র ভূপেন্দ্র জিতেন্দ্র	...	...	ঐ সহাধ্যায়ী।

দৌবারিক।

স্ত্রী।

সুহাসিনী	...	...	ইন্দ্রনাথের স্ত্রী।
অমিয়া	...	...	ঐ ভগ্নী।
ইন্দুমতী	...		গৌরীশঙ্করের কনিষ্ঠা কন্যা।

মিলন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

(কলিকাতা হেদোপুকুর—যতীন্দ্র ও সত্যপ্রিয়ের প্রবেশ)

সত্য। যতীন্, চল ঐ বেঞ্চের উপর গিয়ে বসি। আর ঘুড়ে ঘুড়ে বেড়ান ভাল লাগে না।

যতী। চল্ তোর যেখানে খুসী।

(উভয়ের উপবেশন)

সত্য। দেখ্ যতীন্, Examine এবার যেরূপ দিয়েছি, তা'তে এবার বোধ হ'চ্ছে নাম থাক্‌বে না। কি হয় বল্‌তে পারিনে। আমার English এ doubt আছে।

যতী। দেখ্ সত্য, তোর সব নাই কথা। তোরও যদি doubt থাকে তবে আমরা যাব কোথায় বল্ দেখি? তবে হ'াঁ, আমার বিষয় doubt থাকতে পারে, plucked করাই খুব সম্ভব তবে যদি পাশ করি তাহ'লে খুব বরাত জোর বল্‌তে হবে। তোর তো জল-পাণির ব্যবস্থা

ঠিক হ'য়েই আছে। দেখ্, এই বেলা একটা কথা ব'লে রাখি শোন্ কাজের বেলায় যেন তোর যতীন ভায়াকে ভুলে থাকিস্‌নে। এক আদটুকু সন্দেশের টুক্‌রো যেন পাই।

সত্য। (কৃত্রিম রাগের সহিত) যা-তুই ক্ষেঁপা না পগল। তুই ওসব কি ব'ল্‌ছিস। জল-পাণি তো দূরের কথা, মা কালীর কৃপায় first division এ যদি পাশ করি সেই ঢে'র।

যতী। কিন্তু দেখ্ সত্য, আমার বিষয় আমি মাইরি ব'ল্‌তে পারি আমি plucked ক'র্ব্ব।

সত্য। যা ছুঁচো! আর নেকামো করিস নে ব'লছি। ভাল হবে না কিন্তু।

যতী। আচ্ছা সত্য, আজের দিনে এমন নীরস গল্প কেন্ ক'চ্ছিস্ বল্ দেখি? না আমায় দিয়ে বুঝি কথাটা পার্‌বার মতলবে আছিস্? ভাল চালাকিই শিখেছিলে বাবা। ন'ইলে আজ বাদে দশদিনের ভিতর তোর বিয়ে হবে, সে সব কথা না ব'লে, সেই ঘুনেধরা, বস্তাপচা, পুরোণ সেই Examine দিয়েছিস্ তাই আরম্ভ ক'ল্লি; কোথায় আজ বাড়ী থেকে চিঠি এল 'বিয়ের সব ঠিক তোর বাড়ী যেতে হবে' সে সব কথা না ব'লে ওকি আবল তাবল বক্‌ছিস?

সত্য। দেখ্ যতীন্, আমি তোকে পূর্ব্বাপরই ব'লে আস্‌ছি আমার বিয়ে ক'র্ব্বার আদৌ ইচ্ছা নেই। আমার সে কথায় মোটেই স্ফূর্ত্তি হয় না তার চেয়ে এই বেশ আছি, কোন চিন্তা নেই ভাবনা নেই, স্বাধীন ভাবে র'য়েছি তা ফেলে কিনা সংসারী হ'য়ে ব'সবো।

যতী। ব'লি সত্য, বড়ই সাধুতা জাহির করা হ'চ্ছে যে? যেন কচি খোকা কিছুই বোঝেন না। আরে ওসব কাজের কথা নয়, ওসব চালাকি রেখে দেও। আমি সব বুঝি। প্রথম সবাই ঐ রকম ব'লে থাকে বটে, তারপর যে তিঁমিরে সেই তিমিরে।

সত্য। ভাই যতীন, তুমি আমার প্রাণের সখা। একাল পর্য্যন্ত তোমায় ছাড়া আমি দ্বিতীয় প্রাণের বন্ধু পাইনি। পাবও না। তুমি আমায় প্রাণ দিয়ে ভালবেসে থাক। তোর কাছে লুকিয়ে কথা ব'লবো এই তোর বিশ্বাস? কোন দিন ব'লেছি? ভাই আমি দিব্যি ক'রে ব'ল্‌তে পারি আমায় বিয়ে ক'র্ব্বার আদৌ ইচ্ছা নেই। আমার বোধ হয় তা'তে কোন সুখ হবে না। ভাই! আমার মনে হয় বিয়ে ক'ল্লে আমার সুখ শান্তি সব বিনষ্ট হবে। আমি যদি একবার সেই মায়ায় জড়িয়ে পড়ি তবে আর আমার এ সরলতা থাকবে না। তখন আর আমি কাউকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পার্ব্বো ব'লে বোধ হয় না। যতীন, আচ্ছা বল্‌ দেখি? যতদূর তোর মনে হয়, মনে করে বল্‌ দেখি? আমার এই বাইশ বৎসর বয়েস হ'লো আমি কোন দিন তোর কাছে ভ্রমেও বিয়ের প্রসঙ্গ করেছি কিনা।

যতী। না তবে কি ক'র্ব্বে স্থির করেছ। বিয়ে কর্ব্বে না? তোমার বাবাকে তুমি অপ্রস্তুত ক'র্ব্বে? এত বড় বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ হ'য়েছে তুমি বিয়ে না কল্লে যে তোমার বাবাকে অপমানী হ'তে হবে তা একবার ভেবে দেখেছ কি?

সত্য। কেন আমার পিতা আমার জন্য অপমানী হবেন? আমি তো বিয়ে কর্ব্বো না একথা তোমায় একবারও বলিনি। তবে পিতামাতা আমার বিয়ে দিয়ে আমার সুখশান্তির পথ নিষ্কণ্টক ক'র্ব্বেন ভাব্‌ছেন; ফলে, আমার মনে হয় সে পথ নিষ্কণ্টক না হয়ে কণ্টকিত হবে।

যতী। সত্য, তোমার এ ভাব আমি বুঝতে পাচ্ছি না। তুমি যুগ উল্‌টাবে দেখ্‌ছি, যে প্রনয়িনীকে পাবার জন্য ত্রিসংসার ব্যাকুল, যার জন্য এই সংসার, যে প্রথা বৈদিক যুগ হ'তে আজ পর্য্যন্ত অটল ভাবে চ'লে আস্‌ছে, যে দম্পতির প্রণয় স্বর্গীয়, পবিত্র, অটুট, তা তুমি অশান্তিময়

ভাবছ ? সত্য, তোঁকে বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিবেচক ব'লে জানতেম এখন দেখ্‌ছি তুই একটা আস্ত fool. নইলে যাকে নিয়ে তোমার সংসার কত্তে হবে, যার প্রণয়ে, যার ভালবাসায়, যার ভক্তিতে তোমায় ডুবে থাকৃতে হবে, যে তোমায় অশান্তিময় সংসারে শান্তিধারা ঢেলে দিবে, যে পবিত্র মিলনে তোমার ভবিষ্যৎ জীবন পুণ্যময় জ্যোতির্ম্ময় হবে তা কিনা তুমি এক কথায় উড়িয়ে দিচ্ছ ? তোমায় কি বলব। ছাড় পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ এই প্রণয়াবদ্ধ তারা আর কিছু না জানুক এই পবিত্র স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ সম্যক উপলব্ধি ক'ত্তে জানে, কি ব'লব তুমি এতই অধম যে তাদের চেয়েও হেয়।

সত্য। কি ক'র্ব্ব ভাই আমার দুরদৃষ্ট। কিন্তু যতীন, তুই তো বেশ Act ক'রে গেলি, আমিও তোকে কিঞ্চিৎ না বলে থাকতে পাচ্ছিনে। দেখ্‌ছি তুই এবিষয় বেশ পটু। আর কিছু জানিস না জানিস্ দাম্পত্য প্রণয়টাকে বেশ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিস্। বিয়ে না হ'তেই এত ? বিয়ে ক'ল্লে তো দেখ্‌ছি তুই আমাদের কথা মনেই ক'র্ব্বি না।

যতী। আরে যা হতচ্ছাড়া, কি আর ব'লবো। তোর কথায় আমার হাসি রাগ দুইই হ'চ্ছে। আচ্ছা যাক্ সে কথা। আচ্ছা তোর যদি বিয়ে না ক'র্ব্বারই ইচ্ছা ছিল, তবে তোর বাবাকে তুই আগু হ'তে নিষেধ ক'ল্লি না কেন ?

সত্য। কেন নিষেধ ক'র্ব্ব ? পিতার আজ্ঞা তো আমি কোন দিন অমান্য করিনি। তিনি আমায় যখন যা ব'লেছেন আমি নতশিরে তাই পালন ক'রেছি। তিনি আজ আমায় বিয়ে করিয়ে সুখী হ'তে চান বেশ ! তাই হোক্। কিন্তু ভাই ! আমার একই কথা, আমার তাতে মনের সুখ হবে না একথা ঠিক জেনো।

যতী। তুমি এক হতভাগা। যাক্ তোমার সঙ্গে আমি বৃথা ব'ক্তে পার্ব্বো না। এখন একটী কথা; তুমি তো আর ছেলে মানুষটী নও! তুমি যে স্থধু পিতার কথা মত একটী অবলা ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিয়ে ক'রে মজাবে, এতে কি তোমার কর্ত্তব্য পালন হবে? তার মনের সুখ বিধান না ক'ল্লে তোমার তা'তে অধর্ম্ম হবে না? পাপ হবে না?

সত্য। আহাহা! কি ধর্ম্মই আমাকে জানান হ'চ্ছে। যত সব অধর্ম্ম এইখানে না? এই যে নিত্য নিত্য কত পাপ করা হ'চ্ছে তা'তে অধর্ম্ম হয় না? কত অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার, করা হচ্ছে তা'তে অধর্ম্ম হয় না? এইযে পৈতে ছিড়ে ফেলে সাত্বিক সাজা হয়, দেব দেবীর পূজো, ধর্ম্মে বিশ্বাস প্রভৃতি ওসব গাঁজাখোরি ব'লে নাস্তিকতা অভ্যাস করা হয় তা'তে পাপ হয় না? পাপ হয় যত এই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রণয়ের বিপর্য্যয় হ'লে না? এই সব বিধানদাতাদের যদি একবার পেতুম তবে দেখ্‌তুম তারা কেমন?

যতী। বুঝেছি, বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। তোমার খুব বুদ্ধি বোঝা গেল। কি আমার জিতেন্দ্রিয় রে? (উঠিয়া) ওঠ! ওঠ! এখন একবার ওঠ! আজ কি এখানেই মৌরশী পাট্টা নিয়েছ, না, বাসার দিকেও যেতে হবে? হতভাগা!

সত্য। হাঁ! হাঁ! যেতে হবে বৈ কি? চল—চল—ওঃ! গল্পে গল্পে বড্ড রাত হ'য়ে গেছে।

যতী। (মুখভঙ্গী করিয়া) হাঁঃ! গল্পে গল্পে বড্ড রাত হ'য়ে গেছে। Rascal.

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(চন্দ্রমাধব বাবুর বাড়ী। চন্দ্রমাধব ও ইন্দ্রনাথ আসীন)

ইন্দ্র। আপনি বলেন তো আমি এখনও এ সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিতে পারি।

চন্দ্র। দেখ্ ইন্দ্র, তুই বড় বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রে দিয়েছিস্। আমি নিজে দেখে শুনে সম্বন্ধ ক'ল্লুম, তুই তা ভেঙ্গে দিতে চাস্ কোন্ হিসেবে? তোর কাছে জিজ্ঞাসা করাই আমার বোকামি হ'য়েছে।

ইন্দ্র। বাবা, আপ্নি বুদ্ধিমান হ'য়ে, আপনার একমাত্র কন্যা, আমার একমাত্র আদরের ভগ্নীকে;—রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী সম ভগ্নীকে; যে ভগ্নী ছেলে বেলা হ'তে মায়ের আদর পায়নি, স্নুধু আপ্নার ও আমার ভালবাসায় যে লালিত, তাকে দেখে শুনে একটা ভাল ঘড়ে, আপ্নার মত ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিলে ভাল হ'ত তাই বল্ছিলেম।

চন্দ্র। কেন? এ সম্বন্ধটা মন্দ হ'য়েছে কি? ছেলেটী লেখা পড়ায় বেশ উন্নতি করেছে, স্বভাব চরিত্র খুব ভালই। ওর ভগ্নীপতি M. A. B. L. High court এ ওকালতি practice ক'চ্ছে। কুলে শীলে ভাল। ছেলেটী রূপেও কার্ত্তিকের মত সুন্দর। আর চাই কি? তবে ওর একটা জমিদারী নাই। এই তো? টাকা দিয়ে কি হবে ইন্দ্র? বড় লোকের ছেলের সঙ্গে অমিয়ার বিয়ে হ'লে তাকে কি যখন তখন আন্তে পার্ব্বে? না, তা'তে আমাদের সুখ হবে? আর সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'লে কত ভাল হয় দেখ দেখি? ও আমার জামাই হ'লে, ওকে তুমি নিজের ভাইটীর মত তোমার বাড়ীতে এক পরিবারভুক্ত ক'রে রাখ্তে পার্ব্বে। তা'তে সেও কোন আপত্তি ক'র্ব্বে না। গরিবকে

দিয়ে যতটা মনের সুখ হয়, গরিব যত অল্পে পোষ মানে; বড় লোক কি তাই? তা নয় ইন্দ্রনাথ তা নয়? তুমি কি মনে কর এই বিয়ের জন্য আমি কম ভেবেছি? আমার রাত্রে ঘুম হয় নি। অনেক ভেবে তবে এই বিয়ের মত ক'রেছি, নইলে আমার কি এই ইচ্ছা, আমার একটা মাত্র মেয়ে, তাকে দরিদ্রের সঙ্গে বিয়ে দি। আমার কি বড়লোক জামাই ক'ত্তে সাধ হয় না।

ইন্দ্র। তা, আপ্‌নি যা-ই বুঝে থাকেন, কিন্তু আমার যেন কেমন ওকে দেখে ঘৃণা বোধ হয়। ছেলে বেলা থেকে যাকে দেখে আসছি, যাকে কত ঘৃণা ক'রেছি, এখনও করি; যে হত দরিদ্র, যার সঙ্গে আমাদের তুলনাই হয় না,—তার সঙ্গে কিনা আমাদের একমাত্র আদরের ধন অমিয়ার বিয়ে হবে? বাবা, তারচেয়ে অমিয়ার বিয়ে না দিলে হয় না? আমার মত জিজ্ঞাসা ক'ল্লে, প্রাণ থাক্‌তে এ প্রস্তাবে মত দিতে পার্ব্বো না। এতে আপ্‌নি দুঃখীই হোন্ আর যাই হোন।

চন্দ্র। (ঘৃণার ভাবে) ওঃ! তুই একেবারে অধঃপাতে গিয়েছিস্, আমি ভাবতুম তোর বুদ্ধিসুদ্ধি আছে? এখন দেখ্‌ছি তোর বুদ্ধি মোটেই নেই। এখনই তোর ঐশ্বর্য্যের এত অহঙ্কার। এর পরে দেখ্‌ছি তুই মানুষকে মানুষ ব'লেই গণ্য ক'র্ব্বি না। আমি যে এই এতদিন হয় টাকার স্তূপের উপর ব'সে আছি, দিন রাত বিষয় কর্ম্মেই ব্যস্ত আছি। কত লোকে আমায় 'মহারাজ' 'কর্ত্তা' 'ধর্ম্মাবতার' ব'লে আমার মান বাড়াচ্ছে;—কৈ'রে? আমার মনে একদিনও তো অহঙ্কার এলো না। দেখ্ আমিও তোরই মত এক বাপের এক ছেলে। তুই যে এখনই অহঙ্কারে ফেটে পড়্‌ছিস্? দেখ ইন্দ্রনাথ বাবু! এই বেলা একটা কথা ব'লে রাখি শোন; ঐশ্বর্য্যের গৌরবটা বড় ক'রো না? বুঝ্‌লে? ও কিছু নয়। বড়ই চঞ্চল। আজ তোমার আছে, কাল আবার ও পাড়ার হরি

নাপতেরও হ'তে পারে। কি আশ্চর্য্য! তুমি বড়লোকের ছেলে ব'লে একটা গুণী লোক্‌কে মুখের কথায় উড়িয়ে দিলে? আচ্ছা তোমার ঐশ্বর্য্য বাদ দেও দেখি? তারপর তুমি দেখতো, কোন্ অংশে সত্যপ্রিয় অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ? না, সবাই তোমায় মান্য করে, 'কর্ত্তা' 'কর্ত্তা' করে, যখন তখন দেখ্‌লেই সেলাম করে, তাই বুঝি তুমি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জীব। না? এ কথা ঠিক জেনো? ও কিছু নয়। সব দুদিনের জন্য। যতদিন মধু ততদিন মাছি। আজ তুমি ধনী আছ, কাল ভিখারী হ'লে, কেউ তোমার ছায়াও মাড়াতে আস্‌বে না।

ইন্দ্র। যাক্! আপ্‌নি যা ভাল বুঝেছেন, তাই ক'র্ব্বেন। আমার মত জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন তাই ব'লেছিলাম; এই বিয়ে দেওয়ার চেয়ে অমিয়াকে জলে ডুবিয়ে দিলেও ভাল হ'ত।

চন্দ্র। যাঃ হতভাগা, আমি আর তোর মত চাই না। তোর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, সব বদমাইসদের সঙ্গে মিশে তুই জাহান্নামে গিয়েছিস্। যা, তোর পরকাল তুই নষ্ট ক'র্‌বি, আমার কি? যাক্ আমিও আর বেশী দিন ব'ল্‌তে আস্‌বো না। ছুঁড়ীর বিয়েটা হ'লেই একদিকে চ'লে যাবো। তারপর তোর—যা খুসী তাই ক'রিস্। আমিত জানিই যে আমি ম'রে গেলে এ জমীদারী আর বেশী দিন ব'সে খেতে হবে না। সব বারভুতের পেটে যাবে। যাক্ ও ভেবে আর কি ক'র্ব্ব। ঢের ভেবেছি, ঢের ব'লেছি। এখন এই দায় থেকে খালাস পেলে বাঁচি।

(যাইতে যাইতে ইন্দ্রনাথের প্রতি)

"হাবা কোথাকার"!

(প্রস্থান)

ইন্দ্র। ওঃ! রাগে আমার গা জ্ব'লে যাচ্ছে কি ব'লবো যে সাক্ষাৎ বাপ,—নইলে—

(সহসা করালীর প্রবেশ)

করা। (হাসিতে হাসিতে) নইলে মাথা ভেঙ্গে দিতে নাকি হে? ব'লি কিহে?—কর্ত্তা দেখি ভারি চ'টে গেছেন। ব্যাপারখানা কি?

ইন্দ্র। ওঁর ঐ রকম আলগা রাগ। ব'য়ে গেল। আমার প্রাণ থাক্‌তে কখনই ঐ মুখ পোড়ার সঙ্গে অমিয়ার বিয়ের মত দিতে পার্ব্বো না।

করা। তাইত! তোমার বাবার একটু আক্কেল পছন্দ নেই। এমন সুন্দরী মেয়েকে কিনা এক দীন দরিদ্র হতভাগ্যের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন। ইন্দ্রনাথ! তোমার বাবার একি দুর্ম্মতি হ'ল?

ইন্দ্র। ব'লোনা! ব'লোনা! ওসব ব'লোনা! ওহে জাননা আম্‌রা যে সব হাবা। যাক্ উনি যা খুসী ক'রুন। দেখ করালি! আমি কিন্তু এ বিয়েতে মন খুলে স্ফূর্ত্তি ক'র্ত্তে পার্ব্বোনা। হায়! যে আমার এক মাত্র ভগ্নী, যাকে প্রাণের মত আমি ভালবাসি, যাকে কি দিয়ে ভাল-বাসার প্রতিদান দিব তা খুঁজে পাইনা, এমন যে রত্ন, এমন যে স্নেহের প্রতিমা, তাকে কিনা অতল জলে ডুবাবো একি প্রাণে সহ্য হয়?

করা। তা কি হয়!

ইন্দ্র। আচ্ছা! তোমার যখন বাই চ'ড়েছে ভিখারীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিবে, আচ্ছা দেও। তা, আর কি দেশে পাত্র ছিল না। ঐ ঘড়ের কাছের মদন মোহনটী না হ'লে হ'ত না। যাকে ছোটবেলা থেকে ঘৃণার চক্ষে দেখে আস্‌ছি, এমন যে দীনদরিদ্র, যার দুবেলার অন্নের সংস্থান নাই, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না দিলেই নয়? কি ব'ল্‌ব! আমার ক্ষোভে ম'র্ত্তে ইচ্ছা ক'চ্ছে। আজ যদি মা বেঁচে থাক্‌তো, তবে দেখ্‌তুম কেমন এ বিয়ে হয়। যাক্! মুখে খুব কালি প'র্ব্বে আর কি? তা কি ক'র্ব্ব!

করা। তোমার বাবা নিশ্চয় ক্ষেপেছেন। ন'ইলে এমন হতভাগোর সঙ্গেও মেয়ের বিয়ে দেয়? যার নিত্য-ভিক্ষা তণু রক্ষা সেই দীনহীন কি না, রাজ জামাতা হ'য়ে ব'স্‌বে। একি প্রাণে সয়? তাই তো ব'লি তোমার বাবার কেন এ দুর্ম্মতি হ'লো?

(সহসা চন্দ্রমাধব বাবুর পুন প্রবেশ)

চন্দ্র। কেন দুর্ম্মতি হ'ল তা ওকে জিজ্ঞাসা কর কেন? আমাকে জিজ্ঞাসা কর না?

(ইন্দ্রনাথ ও করালীর সহসা চমকিত হওয়া ও নিরুত্তর)

চন্দ্র। কৈ, চুপ ক'ল্লে যে? এই না কথার ফোয়ারা তুল্‌ছিলে? এখন যে একেবারে গঙ্গাজল। ব'লি করালি বাবু! এই রকম ক'রে মধু আহরণ আর কতদিন ক'র্ব্বে? ওর মাথাটী'ত একরকম পাকিয়ে এনেছ। এখন নূতন রকমের অন্য একটীর চেষ্টা দেখ? ওকে একেবারে পথে ব'সিও না।

করা। (করজোরে) কর্ত্তা বাবু! আপ্‌নি একি ব'ল্‌ছেন? ইন্দ্রনাথ যে আমার ভাই!

চন্দ্র। হাঁ গো হাঁ! সময় সময় জায়গা বুঝে ও রকম ভাই অনেকেই হয়। কিন্তু বিপদের বেলায় আর সে ভাইকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কেমন করালি! এ ঠিক ব'লেছি না?

করা। একথা আপ্‌নি ব'ল্‌লে আর কি ক'র্ব্ব। যদি——

ইন্দ্র। (উত্তেজিতভাবে) চুপ কর না। উনি যা খুসী ব'লুন, তুমি কোন কথা ব'লো না।

চন্দ্র। (রাগিয়া) ইন্দ্রনাথ! অধম সন্তান! ভাল চাও তো তোমার এই সম্পদের ভাইটীর সঙ্গ ত্যাগ কর। ন'ইলে আমি তোমার মুখ দর্শন ক'র্ব্ব না।

ইন্দ্র। আপনার যা খুসী ক'রুন। এস করালি!

(উভয়ের প্রস্থান)

চন্দ্র। (বিস্মিত হইয়া)

বাহবা ইন্দ্রনাথ বাবু! বাহবা !!

তৃতীয় দৃশ্য।

(কলিকাতা মেস্। যতীন্দ্র ও সত্যপ্রিয়)

সত্য। না, তা হ'চ্ছে না। তুই না গেলে আমার বিয়ে'ই হবে না। তোকে না নিয়ে কি যেতে পারি?

যতী। সত্য, তোর বিয়েতে যাব না কার বিয়েতে যাব বল দেখি? আমার কি আর যেতে সাধ হয় না? তবে কি জানিস, এই বাড়ী থেকে মা'র চিঠি খানা পেয়ে অব্ধি বড় বৌদিদির অসুখের কথা শুনে মনটা খারাপ হ'য়েছে। তোর ওখানে গিয়েই তো আর আসা যাবে না। দু'চার দিনতো থাক্‌তে হবে? আমি কি আর যেতে নারাজ? আমি তো এই মুহূর্ত্তে প্রস্তুত। তবে ঐ বায়রামের কথায় মনটা যেন কেমন কেমন ক'চ্ছে।

সত্য। আরে নেঃ, ও সামান্য জ্বর বৈ তো নয়? ও সেরে যাবে। তা তুই এক কাজ কর। আমাদের যখন কালই Morning train এ রওনা হ'তে হবে, তখন তুই এই বেলা বাড়ীতে একখানা wire ক'রে দে, লিখে দে যে, "আমি আমার বন্ধুর আহ্বানে তার বিয়েতে যাচ্ছি, শীঘ্রই ফির্‌বো, খুব সাবধান মত থেকো"।

যতী। আচ্ছা, তাই ক'রে দিচ্ছি। আর কি কর্ব্ব? তোর ভগ্নীপতি না তোকে এসে নিয়ে যাবে? সে কখন্ আস্‌বে?

সত্য। তিনি খুব ভোরের বেলায় বাসা থেকে গাড়ী ক'রে এখানে এসে আমাদের নিয়ে যাবেন।

(সুরেন্দ্র, ভূপেন্দ্র ও জিতেন্দ্রের প্রবেশ)

সুরে। কিহে সত্য! roommate এর সঙ্গে বিয়ের কথা দেখ্‌ছি ভারি নিরিবিলি হ'চ্ছে। বলি ব্যাপার খানা কি? আম্‌রা কি আর শুন্‌তে পাই না।

যতী। না।

ভূপে। কেন বল দেখি?

সত্য। না, না, ও কিছু নয়। এই তোমাদের ও ঘড়ে আমি যাবো ব'লে ভাব্‌ছি। তা, এসেছ ভালই। তোমরা কে কে যাবে কিছুই তো ব'ল্লে না। এদিকে যে সব এখনই ঠিক ক'ত্তে হয়? কাল ভোরের train এ যে রওনা হ'তে হবে?

জিতে। ভোরের train এ রওনা হ'তে হবে? বল কি হে?

যতী। হাঁ গো হাঁ ভোরের train এ।

ভূপে। ব'লি ওহে সত্য! আমাদের কি এ সংবাদটা আগে দিতে হয় না? যাও! আম্‌রা যাবই না।

সত্য। কি ক'র্ব্ব ভাই! আমার ভগ্নীপতি এই কতক্ষণ হয় ব'লে গেলেন, 'কালই ভোরে যেতে হবে। সব ঠিক ক'রে ফেল'।

সুরে। তা, বেশ! বেশ! শুভস্য শীঘ্রং। আমাদের তবে সত্যি যেতে হবে নাকি?

সত্য। যাও, এখনও তোমাদের তামাসা গেল না। ভাল, চাও তো যাও এই বেলা সব গুছিয়ে নেও গে।

ভূপে। আমাদের আর সব কি বল? এই হাত, পা আর মাংস পিণ্ডই যা।

জিতে। ভাল কথা? যতীন, তুমি না সত্যের বিয়ের প্রীতি উপহার আজ অমোদের শুনাতে চেয়েছিলে? পড় তো। এই বেলা শুনি।

যতী। হাঁ, হাঁ, শুনাব বৈকি? এই এখনি শুনাচ্ছি, তোমরা সব ভাল হ'য়ে বস।

সত্য। যতীন, তুই ক্ষেপলি নাকি? কি ছাইই লিখেছেন এখনি না শুনালে হ'ল না।

ভূপে। তুমি বাধা দিচ্ছ কেন? রস বুঝি তুমি একাই গ্রহন ক'র্বে আমরা বুঝি আর ভাগ পেতে পারি না। পড় পড় যতীন তুমি পড়!

সুরে। এখনকার দিনে "প্রীতি উপহার টা" একটা রোগের ভিতর দাড়িয়েছে, বিয়ে হ'লেই তার একটা প্রীতি উপহার চাই ইচাই

জিতে। নাও—নাও—তোমার বক্তৃতা রাখ। যতীন, তুমি পড় না হে।

যতী। আচ্ছা! (প্রীতি উপহার পাঠ)

১

কেন এ আনন্দ আজি কিসের কারণ?
কেন মাতি মনানন্দে, ধায় অলি মৃদু মন্দে,
নব প্রেমে মাতি মধু খায় কিকারণ?
হাসে কেন ব্যোমে রবি ছড়ায়ে কিরণ?

২

বসিয়া আপন মনে, বিহগ বিহগী সনে
গায় গীতি প্রেমানন্দে হইয়ে মগন।
মাতাইয়ে বিশ্বপ্রাণ, তুলিয়ে মোহন তান,
দোয়েল গাইছে ঐ সুমধুর গান।

৩

কেন গায় কল্লোলিনী কুলু কুলু স্বরে ?
কেনরে কমলকলি. সলাজে পড়িছে ঢলি,
কেন হাসে শশী তাহা করে নিরিক্ষণ ?
মিটি মিটি তারা রাজি হাসে কি কারণ ?

৪

কেন হাসে দশদিশি কিসের কারণ ?
কেন নাগরিক গন, পুলকে পুড়িয়ে মন,
মাতিছে সব মনানন্দে আনন্দে মগন।
কেন সাজে নব সাজে পুরনারী গন ?

৫

নব সাজে কেন সাজে কেগো ওরমনী ?
কেযুবা সানন্দমনে, সাজিছ নব ভূষণে ?
কেন বল দোহে কর দোহে নিরিক্ষণ ?
বল বল বল মোরে হাস কিকারণ ?

৬

জানকি ? জানকি ? কেহ হাসে কিকারণ ?
আমি জানি ওরাসবে হাসে কিকারণ ?
ক্ষুদ্র এক নদী আসি, ভাসিয়ে মিলিবে আসি
সাগরের সনে তার হইবে মিলন।

৭

সুন্দরী সুবর্ণ লতা, হবে আজি পরিণীতা,
আজি এই শুভদিনে সহকার সনে।
তাই হাসে দশদিশি, তাই হাসে তারাশশী,
তাই সবে হাসে আজি আনন্দে মগন।

৮

আমিও হাসিব আজি উহাদের সনে।

হাস তবে জগজন, মাতাও জগত প্রাণ,

হাস বিধু ঢাল মধু বিতর কিরণ।

হাস প্রেমময়ী হাস প্রেমিক সুজন।

সথে। ৯

বিধি ক্রমে আজি তব শুভ পরিনয়।

মিলিবে যাহার সনে, সদা তারে রেখ মনে,

শিখায়ো যতনে তারে কর্ত্তব্য পালন।

তুমি মাত্র তার গতি রাখিও স্মরণ।

১০

কর জোরে বিভুপদে করি এ মিনতি;

সদা যেন তার পদে থাকে তব মতি।

মিলিয়ে সঙ্গিনী সনে, কর খেলা ফুল্ল মনে,

নিতি নিতি নব প্রেমে হও নিমগন।

পুলকে মাতিবে সবে হাসিবে ভুবণ।

সকলে। বেশ! বেশ!

সুরে। (বিদ্রূপচ্ছলে) আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে কবিতার মধুর আস্বাদ আমরা গ্রহণ ক'ত্তে অক্ষম। নইলে আমরা কি আর লিখ্‌তে ছাড়্‌তুম।

যতী। তোমাদের দুর্ভাগ্য? আচ্ছা বেশ। আমি তো প্রীতি উপহার প'ল্লুম; এই বার ভূপেন, তোমার পালা একে রাত্রিকাল, তায় আবার জ্যোৎস্নাময়ী, তার উপর তুমি হেন গায়ক! মধুর কণ্ঠের একটী গান শুনিয়ে দেও উজ্জ্বলে মধুর হ'য়ে যাক্।

ভূপে। (হাসিয়া) আরে আমি যাবো কোথায় ? যতীন্ যে আমায় গান ক'ত্তে বলেরে। আমি গান ধল্লে কি রক্ষা আছে, কুকুর শেয়াল দৌড়ে আসবে যে রে তুমি কবিতা পড়ে বাহাদুরি নিয়েছ, এখন বুঝি সবাইর সাম্‌নে আমায় জব্দ কত্তে চাও না।

যতী। আচ্ছা বেশ না গাইলে! থাক। আমি দুইবার বল্‌ছিনে। ছোটলোক কোথাকার ? দেখ্ সত্য, এ তোরই মত আর এক জাতীয় আহাম্মক।

সত্য। (ভূপেনের প্রতি) আরে ভূপেন। গাওনা। কাল তো চলেই যাব। আজ একটু আমোদ কর ?

ভূপে। হুঁ। তা কর্ব্ব বৈকি ? তোমার বিয়ে আমোদ কর্ব্ব না ? আর বিশেষ শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র নাথ রায় বাহাদুর যখন রাগ করেছেন তখন গান না গেয়ে পারি ? হাঁ; ভাল কথা অনেক ক্ষণ হয় সিগারেট খাইনি। একটু খেয়ে নিতে হয় (সিগারেট খাইতে খাইতে) এই এখন গাব। কিমজাই হবে।

সুরে। নাও এই আবার সিগারেট টান্‌তে সুরু কল্লে ? এই সিগারেট খেয়ে খেয়ে এখনকার ছেলেগুলোর মাথা পেকে গেছে। পেট থেকে না পত্তে আগেই ঐটা অভ্যাস করা চাই। এই করে যুবক দল উৎসন্ন যাচ্ছে।

ভূপে। আরে stupid এর মর্ম্ম তুই বুঝবি কি ? জানিস্‌নে ও আজকাল etiquette দেখিস্‌নে সাহেবেরা সবখায়। যাক্ যতীন, এখন তুমি সুনতে সুরু কর। আমি গাইতে সুরু করি, কেমন ?

যতী। (রোগতঃ স্বরে) নাও আর গাইতে হবে না।

ভূপে। তবে না হ'লো। ভাই সব আমার কিন্তু দোষ নেই।

সত্য। ভূপেন, তুমিও ক্ষেপ্‌লে নাকি ? ও একটা মানুষ ওর কথায় রাগ কত্তে আছে ?

ভূপে। (হাসিয়া) ও ওর কথায় রাগ ক'র্ত্তে নাই নাকি? তবে গাই।

সুরে। হাঁ, হাঁ, যা হয় একটা কর।

ভূপে। ওহে এত ব্যস্ত হলে চল্‌বে কেন ধৈর্য্য ধর। যা তা একটা গেলেই তো চ'লবে না। চিন্তা কর্‌তে দেও।

জিতে। তোম্‌রা সব ধৈর্য্য ধর ভূপেন গান গাইবে, শুন এইবার চুপটী ক'রে ব'সো নইলে মজা জম্‌বে না।

ভূপে। (গুণ গুণ করিয়া সুর টানিয়া গান ধরিল)

গীত।

প্রেম পূরিতা লতিকা।
এসলো কাছে, এস বিরহী পাশে।
এস মাধুরী নিয়ে এস সুষমা নিয়ে
এস কনক প্রতিমা এস মোহিনী বেশে॥
এস রসিকা বেশে এস অমিয় হেসে
এসলো এসলো ধনি দীন সকাশে।
এস চপলা সম এস চমকি ঘন
আছে তৃষিত চাতক বসে বারি পিয়াসে॥
এস গরিমা ভুলে এসলো এল চুলে
মেঘ মালা কোলে যথা শশী বিকাশে।
এস লহর তুলে এসলো হেলে দুলে
মাতাও তাপিত চিত নব উল্লাসে॥

সকলে। Bravo! Bravo! Bravo!

জিতে। বেশ আচ্ছা সত্য, তোমাদের ওখানে এবার রাণাপ্রতাপ play হ'চ্ছে না।

সত্য। হাঁ।

ভূপে। তুমি কিসের part play কর্ব্বেহে? (হাসিয়া) যোশী বাইএর নাকি।

সত্য। তা, বড় মিছে কথা কওনি, তবে এবার কার মত female part এর দায় থেকে বেচেছি।

জিতে। কেন বিয়ে হবে ব'লে নাকি।

সত্য। সত্যকথা ব'লতে গেলে তাই বটে।

যতী। আমার মতে ওর female part নেওয়াই উচিত। ও তো আর পুরুষ নয়। ভগবান ভুলে ওকে পুরুষ ক'রেছেন।

সত্য। আর তোকে বুঝি ভুলে ভগবান female করেছেন।

সকলে। (হাস্যকরা)

জিতে। নাও রহস্য ছাড়। এখন কি part নিয়েছ তাই বল!

সত্য। মানসিংহের part,

যতী। আ! কি আমার বিরপুরুষ রে? মানসিংহের part নিয়েছেন। আচ্ছা, বল্ তো মানসিংহ কে?

সত্য। কেন তোর ভগ্নীপতি।

সকলে। (হাস্য)

ভূপে। যতীন, তুমি যেম্নি দুষ্ট, তোমায় তেম্নি জব্দ ক'রেছে। (সত্যের প্রতি) বেশ! আচ্ছা যাক্। হা—তোমাদের play কবে হবে?

সত্য। এই এরই মধ্যে। তোমাদের শুনিয়ে দিব চিন্তা নেই।

সুবে। আজ কাল থিয়েটার——

(সহসা নেপথ্যে হইতে বাদ্যাচরণ)

সত্য! সত্য!

সত্য। (সচকিতে) আজ্ঞে! এই—এই—উপরে আসুন।

ভূপে। ও—কেহে?

সত্য। আমার brother-in-law.

ভূপে। কে? সেই উকিল বাবু।

সত্য। হাঁ। (বামাচরণের প্রবেশ)

সত্য। আসুন! বসুন! এত ক্লান্ত হ'য়ে রাত ক'রে কোথেকে আসছেন।

বামা। এই ধর্ম্মতলা চিনেবাজার, হ'য়ে আসছি, বিয়ের সব জিনিষ পত্র নিয়ে এলুম। নীচে মুটেরা সব দাঁড়িয়ে আছে। আমি এখনই যাব। তবে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাব আর একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্ব ব'লে এসেছি।

সত্য। কি বলুন।

বামা। তোমরা সব ঠিক আছত? ভোরের trainএ কিন্তু যেতে হবে। বুঝলে! তোমার friend কজন যাবে বল দেখি?

সত্য। এই তো চার জন।

বামা। আচ্ছা বেশ। তোমরা সব ঠিক হ'য়ে থেকো। আমি খুব ভোরে গাড়ী নিয়ে আসবো। আচ্ছা আমি এখন আসি। আমার আবার ওদিকে অনেক কাজ আছে।

সত্য। একটা কথা ব'লতে চাই।

বামা। কি?

(নেপথ্যে) বাবু জলদি কর।

বামা। কি ব'লবে বল না? ঐ শোন, বেটারা চেঁচাতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

সত্য। ব'লি কি,—জিনিষ পত্র সব এখানে রেখে মুটেদের বিদায় ক'রে দিলে হ'ত না!

বামা। কেন বল দেখি?

সত্য। না, এই আজ আমাদের মেসে feast ছিল, যদি—

বামা। বুঝেছি, আর ব'লতে হবে না। আমার খেতে হবে তাই ব'লতে চাও তো? তা কি হয়? তা হ'লে বড্ড দেরি হ'য়ে যাবে। আমি এখন আসি।

(বামাচরণের প্রস্থান, পশ্চাতে ২ সত্যপ্রিয়েরও প্রস্থান)

জিতে। লোকটা যেন ঘোড়ায় চ'ড়ে এসেছিল।

যতী। বোঝ না। ওঁরা যে pleader হাঁ—হাঁ! তার পর সুরেন! তুমি না থিয়েটার সম্বন্ধে কি ব'লছিলে। উকিল বাবুর আগমনে থেমে গেলে।

সুরে। না, ব'লেছিলেম কি? আজ কাল থিয়েটারটাও একটা সংক্রামক ব্যাধি—বিশেষ হ'য়ে উঠেছে।

ভূপে। এ বেটা ছোট লোক বলে কি? দূর মুখপোড়া এ হতভাগাটার মুখে নিন্দা লেগেই আছে। কোন কথাই ওর কাছে বাদ নেই। একটা একটা সমালোচনা ও ক'র্ব্বেই।

সুরে। আরে তোমরা তো বোঝ না। দেশটা যে অধঃপাতে যেতে ব'সেছে।

ভূপে। আহা হা! উনি কিবুদ্ধির জাহাজ গো! কি আমার স্বদেশ হিতৈষীরে?

(চতুর্থ দৃশ্য)

(বহির্ব্বাটী। চণ্ডীমণ্ডব। গৌরী-শঙ্কর ও সত্যপ্রিয়।)

গৌরী। কোথায় লেখাপড়া শিখে দিন দিন মানুষ হবে। তা নয়, তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি আরো লোপ পাচ্ছে। "বিয়েরপণ" একটা দোষের কি? যার মেয়ে সেই দিচ্ছে, এতে একটা অন্যায় কি? আর যিনি দিচ্ছেন তিনি তো অসমর্থ লোক নন। এক রকম রাজ রাজেশ্বর ব'ল্লেই হয়। তিনি পাঁচ দশ হাজার দিলেই দোষ কি? তিনি দিবেন না তো কে দিবেন?

সত্য। বাবা, তা জানি তিনি খুব বড় লোক। জানি তিনি রাজরাজেশ্বর। তিনি রাজরাজেশ্বর ব'লেই আমি একথা ব'ল্‌ছি, ন'ইলে বোধ হয় একথা, বলতুম না। তাঁর দৃষ্টান্তই তো দশজ অনুকরণ কর্ব্বে? বাবা! একবার দেশের প্রতি সমাজের প্রতি চেয়ে দেখুন দেখি? তার কি ভয়ানক অবস্থা পণে পণে যে আমাদের দেশটাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে, এ যেন সংক্রামক ব্যাধিবিশেষ হ'য়ে উঠেছে। একজনের ছেলে হবামাত্রই তিনি আগেই তার বিয়ের কথা কল্পনা করেন, বিয়েতে কত পণ মার্ব্বেন তাই ভাব্‌তে থাকেন। বাবা! দেখুন দেখি এতে আমাদের দেশের কত বড় সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাচ্ছে। সত্য বটে, আপ্‌নি যার মেয়ের সঙ্গে আপ্‌নার পুত্রের বিয়ে দিচ্ছেন তাঁর স্বচ্ছল অবস্থা,. তাঁর এতে কিছু যাবে আস্‌বে না, কিন্তু তাই ব'লে কি একটা ধর্ম্ম নেই। টাকাই কি সংসারের এত বড় সার বস্তু যে,তার জন্য একটা যা তা হ'য়ে যাবে?

গৌরী। আচ্ছা, তা তো বুঝ্‌লুম। এখন তুমি কি ক'র্ত্তে বল ?

সত্য। বাবা, আপনি বুদ্ধিমান, বিবেচক, আপনাকে আমি বুঝাই এ ক্ষমতা আমার নাই। একবার ভেবে দেখুন দেখি এই বল্লালী অনলে আমাদের দেশটাকে কেমন পুড়িয়ে অঙ্গার ক'চ্ছে ? হায়! এ প্রথা কি দেশ থেকে উঠবে না ? দেখুন দেখি, এই বল্লালী অনলে কত কুলীনের মেয়ে অনাদরে শুকিয়ে যাচ্ছে। কত কন্যার পিতা কেঁদে এসে পাত্রের পিতার পা জড়িয়ে ধচ্ছে, তবু তাদের পাষাণ প্রাণ গল্‌ছে না। হায় রে পণ! বাবা এর নাম কেমন ধর্ম্ম ? এই যে যাদের এই পাপ পণের জন্য বিয়ে হচ্ছে না, যারা আজীবন কুমারী ব্রত নিয়েছে, শেষ এমনও অনেক হ'চ্ছে যে ক্ষোভে দুঃখে গলায় ফাঁসী দিয়ে, না হয় জলে ডুবে ম'চ্ছে। এতে কি পাপ হয় না ? তাদের করুণ ক্রন্দন, মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিশ্বাস, অব্যর্থ অভিশাপ কি দয়াময় ভগবানের কাণে পৌঁছে না ? তিনি কি এ অন্যায় নীরবে সহ্য করেন ? এতে কি তাঁর আসন একবারও কেঁপে উঠে না ?

গৌরী। আচ্ছা! আমি যেন পণ না নিলেম, তা'তে কি হবে ? তাতে কি দেশ মেতে উঠবে ?

সত্য। বাবা, অন্যায় কথা কেন ব'ল্‌ছেন ? জানি তা'তে কিছুই হবে না। জানি তা'তে দেশের অর্থলোলুপ স্বার্থপর বরকর্ত্তাদের স্বার্থের কিছুই ব্যাঘাত হবে না। তারা কিছুতেই তাদের পাপ প্রবৃত্তি ছাড়্‌বে না, কিন্তু বাবা! তা'তে আমাদের কি ? আম্‌রা তো পবিত্র থাক্‌ব, আমাদের তো কেউ কিছু ব'লতে পার্ব্বে না ? আর বাবা! এতে আর কিছু না হোক্‌ এতে যদি একটী লোক্‌ও আমাদের এই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে, তাহ'লে আমাদের জীবন ধন্য ব'লে মনে হবে ?

গৌরী। তবে কি তুমি আমায় পণ গ্রহণ ক'র্ত্তে নিষেধ কর ?

সত্য। হঁা, করি বৈ কি বাবা! আমি ত কোনদিন আপ্নার চরণে কিছুই প্রার্থনা ক'রিনি, আজ বাবা! আপনার পায় ধরে আপনার কাছে এই ভিক্ষা চাচ্ছি।

গৌরী। আচ্ছা বা! আর পায় ধ'ত্তে হবে না। আচ্ছা, আমি পণ নেব না, তাহ'লেই তো হ'ল? কিন্তু বেয়াইর সঙ্গে যে সব কথাবার্ত্তা ঠিক হয়ে গেছে।

সত্য। তা'তে কি হ'য়েছে বাবা? এতে তিনি কি দুঃখিত হবেন? বরং আনন্দিত হবেন। আর বাবা! আপ্নার কিসের অভাব? আম্রা সব থাক্তে আপ্নার কিসের দুঃখ? যদি আপনার এমনই টাকার দরকার হয় আমি বিয়ের পরে কি টাকা চেয়ে আন্তে পার্ব্বো না? তিনি কি প্রয়োজন হ'লে আমাদের টাকা দিবেন না?

গৌরী। দিলেই বা তুমি সেভাবে তাঁর কাছে টাকা ভিক্ষা চাইতে যাবে কেন? তা'তে লজ্জা ক'র্ব্বে না? দশ জনে যে দেখে হাসাহাসি কাণাকাণি ক'র্ব্বে তা বুঝি ভাল হবে?

সত্য। আচ্ছা তা না হ'লো। টাকা ধার ক'রে আন্তে তো পার্ব্বো? তা'তো তিনি দিবেন? পণ গ্রহণ করার চেয়ে ধার গ্রহণ যে শতগুণে শ্রেয় বাবা।

গৌরী। ধার ক'ল্লে তো শোধ দিতে হবে?

সত্য। তা, শোধ ক'র্ব্ব বৈ কি? আমরা কি ঐ টাকা শোধ ক'র্ত্তে পার্ব্ব না?

গৌরী। আচ্ছা এখন থাম। বুঝেচি।

(নেপথ্যে) সত্য! সত্য!!

সত্য। এই যাই।

গৌরী। ঐ বুঝি তোমার বন্ধুরা তোমায় ডাকছে। যাও! খাওয়ার সময় হ'য়েছে। ওদের নিয়ে বাড়ীর ভিতর থেকে বসগে, যাও।

সত্য। আপনি যাবেন না।

গৌরী। না, তোমরা যাও। আমি পরে আসছি ওপাড়ার করালীকে খেতে ব'লেছি, সে আসুক, আর বামাচরণ নদীতে নাইতে গেছে আসুক ; আমরা পরে গিয়ে খাব এখন।

(সত্যপ্রিয়ের প্রস্থান)

লেখাপড়া শিখে আজ কালের ছেলে গুলোর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।

(করালীর প্রবেশ)

করা। খুড়ো মশায়, এই আমি এসেছি।

গৌরী। কে? করালি, এস বাবা! বোস, বোস, এই তোমার জন্যই আমি অপেক্ষা ক'চ্ছি।

করা। খুড়ো মশাই! কাল না গায় হলুদ?

গৌরী। হাঁ।

করা। দেখুন্ খুড়ো! এ বিয়েতে যে আমার কতস্ফূর্ত্তি তা কি বল্‌ব? আমার বুক ফেটে হাসি পাচ্ছে। আমার সত্য ভাইএর বিয়ে, আনন্দ তো হবেই? এ বিয়েতে সবাই বেশ সুখী। কর্ত্তামশাই ত্রিভুবন খুঁজ্‌লেও সত্য ভায়ার মত এমন সুন্দর জামাই পেতেন না। যেম্‌নি সুন্দরী মেয়ে, তেম্‌নি কার্ত্তিকের মত সুন্দর জামাই হবে। দেখুন খুড়ো, এবার কিন্তু ছাড়াছাড়ি নেই, এবার কিন্তু আমাদের পাকা ফলার করাতে হবে।

গৌরী। বাপুহে! তোমাদের বাড়ী তোমাদের ঘড় নিজেরা এসে ক'রে ক'ম্মে নিবে। দেখ্‌ছইতো ; আমি বুড়ো হয়ে গেছি! আমার কি আর সামর্থ্য আছে?

করা। তা, আর ক'র্ব্ব না? আমাদের বাড়ী আমদেরই ঘর আমরা ক'র্ব্ব না তো কে ক'র্ব্বে? (ইন্দুমতীর প্রবেশ)

ইন্দু। বাবা, খেতে আসুন। জায়গা হ'য়েছে।

গৌরী। জায়গা হয়েছে? আচ্ছা। হাঁারে খুকি! দেখ্ আজ রাঁধতে গেছে কেরে?

ইন্দু। দিদি।

গৌরী। কে? যশোদা।

ইন্দু। হঁ্যা।

গৌরী। তোর মুখুয্যে মশায় নেয়ে এসেছে?

ইন্দু। হঁ্যা। তিনি বাড়ীর ভিতর জল খাচ্ছেন।

করা। (ইন্দুর প্রতি) আর দিদি আমায় বুঝি ডাকৃতে হয় না। না?

ইন্দু। আমি কি আপনাকে আস্তে বারণ ক'রেছি?

(সহসা হাসিতে হাসিতে চন্দ্রমাধব বাবুর প্রবেশ)

চন্দ্র। কৈ মা! আমায় তো কিছুই বল্লে না?

(করালীর প্রস্থান)

গৌরী। (আশ্চর্য্য হইয়া) "আরে বেহাই যে!" আপনার এখনও আহার হয়নি?

চন্দ্র। চল না। এখনই দেখ্তে পাবে। হ'য়েছে কিনা?

গৌরী। এ্যকি, তামসা ক'চ্ছেন? সত্যই কি তবে আমার কুটীরে অনাহুত রাজ অতিথি।

চন্দ্র। সত্য না কি মিথ্যা? এখন চল।

(ইন্দুমতীর প্রস্থান)

চন্দ্র। (চুপে চুপে) দেখ বেহাই, এই করালী শর্ম্মা তোমাদের কাঁধে চেপেছেন কত দিন?

গৌরী। কেন? করালী তো বেশ ভাল ছেলে।

চন্দ্র। হাঁ, বাইরে দেখতে ভালই বটে। কিন্তু ওর ভিতরকার্ খবর রাখ কি?

গৌরী। না।

চন্দ্র। একটু একটু রেখো। অত সরল হ'য়োনা। তাহ'লে ভায়া আমার দশায় প'ড়্তে হবে। বুঝ্লে? এখন চল।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(অমিয়ার শয়ন কক্ষ। পুস্তকপাঠ, নিরত সত্যপ্রিয়)
আপন মনে গীত গাইতে গাইতে অমিয়ার প্রবেশ।

গীত।

কেন কেন কেন নাথ প্রাণে মোর ব্যথা দেও।
কেন দেখিলে আমারে সরে যাও দূরে—
ভাল ক'রে কথা নাহি কও।

আমি পড়ি যবে পায় লুটিয়া,
তুমি ভ্রমেও চাওনা ফিরিয়া;
মোর নয়নের বারি নয়নে শুকায়—
তুমি মানভরে সদা চলে যাও।

আমি দুটো কথা সুধাইতে যাই,
তুমি তখন সদা কর যাই যাই;
আমার নামটী শুনিলে চমকিয়া উঠ—
পার তো তখনি ছুটে পালাও।

বল মোর ভবে আর কেবা আছে,
যাব আর বল কোথা কার কাছে;
অবলা কাঁদায়ে বল নাথ বল—
তবে কিবা সুখ পাও।

অমি। (অগ্রসর হইয়া) ও, কি বই পড়ছ?

সত্য। ইংরেজী বই।

অমি। নাম কি।

সত্য। নাম ব'ল্লে কি হবে? তুমি তো বুঝ্‌তে পার্ব্বে না।

অমি। আচ্ছা সে কথা যাক্। তুমি নাকি কালই কল্‌কাতা যাবে?

সত্য। হাঁ।

অমি। দুদিন থেকে গেলে হয় না!

সত্য। এ তো আর ছেলে খেলা নয় যে যা ইচ্ছা তাই ক'র্ব্ব। এ ডাক্তারী পড়া, মাত্র বার দিন কলেজ বন্ধ। কালই বন্ধ শেষ। পরশু কলেজে উপস্থিত হ'তেই হবে।

অমি। আচ্ছা, যাবে যেও। একটা কথা ব'ল্‌তে চাই, যদি রাগ না কর তবে ব'ল্‌তে পারি।

সত্য। আমাদের কি তোমাদের উপর রাগ করা সাজে? কি ব'ল্‌তে চাও বল?

অমি। ব'লি কি? তোমার কি ডাক্তারী না প'ল্লে চলে না?

সত্য। কেমন ক'রে চ'ল্‌বে? একটা কিছু ক'রে তো খেতে হবে?

অমি। কেন? আমার বাবার যে বিষয় আছে তা'তে তোমার চ'ল্‌বে না?

সত্য। তোমার বাবার আছে, তা'তে আমার কি? আমার কি হাত পা থাকৃতে পুরুষত্ব থাকৃতে তোমাদের অন্নের কাঙ্গাল হ'য়ে থাকৃতে হবে।

অমি। কেন অন্নের কাঙ্গাল হ'য়ে থাকবে? তুমি কি আমাদের

বাড়ীর কেউ নও? আর আমার বাবা যাবার সময় আমায় যে তাঁর বিষয় চার আনা লিখে দিয়ে গেছেন; তা কি তুমি জান না।

সত্য। তা জেনে আমার দরকার কি? তোমার ধন তোমারই আছে, তোমারই থাক্‌বে।

অমি। কেন? আমার ধন কার জন্য? আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব? তুমি যদি বল আমি এই মুহূর্ত্তে তোমায় সব লিখে দিতে পারি।

সত্য। থাক্, আর লিখে দিতে হবে না। এখন ঘুমাবে তো ঘুমাও।

অমি। কাল তুমি যাবে, আর আমি আজ এখনই ঘুমিয়ে প'র্ব্ব?

সত্য। তা, যা ক'র্ব্বে কর। আমায় জ্বালাতন ক'রো না।

অমি। আমার আর একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বার আছে।

সত্য। বল।

অমি। তুমি এখানে এসেছ অবধি আমার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে আসনি কেন?

সত্য। কেন আসিনি তা কি তুমি জান না? তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেই পাত্তে কেন আসিনি। তোমার গুণধর দাদার জন্য কি তোমাদের বাড়ীতে আস্‌বার জো আছে? সে যে আমায় কি ক'র্ব্বে তা ভেবে পায় না। তোমার বাবা এক বৎসর হয় দেশত্যাগী হ'য়েছেন এরই মধ্যে তোমার দাদা সব গুণে গুণী হ'য়ে উঠেছেন। উচ্ছৃঙ্খল, দুশ্চরিত্র, মদ্যপায়ী, হিংসুক, পরশ্রীকাতর, কোন গুণেই সে বঞ্চিত নয়। তারপর আবার তার এই কার্য্যের সহকারী জুটেছেন স্বয়ং করালী বাবু। লোকটা এমন চালাক! বাইরে দেখে কিছুই বুঝবার জো নেই, যেন কত সাধু। কত মিষ্টভাষী। ওর হাড়ে হাড়ে লোমে লোমে কুটবুদ্ধি। ও আর ঐরকম কিছুদিন প্রশ্রয় পেলে তোমার দাদাকে ইতি ক'রে

ছাড়বে। আমায় দেখ্‌লে তোমার দাদার সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুন ছুটতে থাকে। আমি দীন হীন ব'লে তিনি আমার নামও শুনতে পারেন না। জো পেলে যখন তখন অপমানও ক'রে থাকেন। বল, কোন্ আশায় আর তোমাদের বাড়ী আসবো? কেন বৃথা অপমানী হ'তে আস্‌বো? আর কি সুখেই বা আসবো? আমি আজও আস্‌তেম না তবে মা'র অনুরোধে তোমার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে এসেছি, এই মাত্র।

অমি। তা, আমি বুঝতে পেরেছি। দাদার গুণের কথা আজ তুমি নূতন ক'রে কি ব'ল্‌বে। আমিই বা কি ক'র্ব্ব বল? সে আমার বড় ভাই। তবু সে আমায় একটু স্নেহ করে ব'লে সময় সময় ব'লি, কিন্তু দাদা তাতে একেবারে জ্বলে উঠে, যা তা ব'লে আমায় অপমান করে। তোমার নাম ধরে কত কিছু বলে। কি কর্ব্ব মনের দুঃখ মনেই চেপে থাকি। কিন্তু হায়! বৌদিদির কষ্ট দেখে আমার বড়ই ব্যথা লাগে। দাদা তো চিরদিন এমন ছিলেন না, এই বিয়ের পর থেকেই ঐ রকম হ'য়েছে। আমার উপর কত স্নেহ ছিল, বিয়ের পর থেকে তাও গেছে। আমার আর এ বাড়ীতে থাকৃতে ইচ্ছা নেই। আমায় হয় কল্‌কাতায় একটা বাসা করে নিয়ে রাখ; নইলে তোমাদের বাড়ীতে আমায় রেখে যাও। দুইএর একটী কর।

সত্য। তা কি ক'রে হয়। তা হ'লে কি আমার রক্ষা থাকৃবে? তোমরা যে আগুণের গোলা, তোমাদের নিয়ে কি আমরা সামাল দিতে পারি। সে কথা শুনলে ইন্দ্রবাবু কি আমাদের প্রাণে বাঁচাবে? আমি তা কিছুতেই পার্ব্ব না। আর তুমি যাবেই বা কেমন করে? তোমার বৌ-দিদিকে কে দেখ্‌বে? তা একবার ভেবে দেখেছ কি?

। তাইত! বৌ-দিদির কি গতি হবে? সে যে আমা কৈ

জানে না? দাদা তাকে কত যন্ত্রনা দেয়, কত সাজা দেয়, সে নীরবে সহ্য করে। এমন লক্ষ্মী বৌ দেখিনি।

সত্য। তোমার দাদা বুঝি বাড়ীর ভেতর মোটেই আসেন না।

অমি। না ব'ল্লেই হয়। তবে বাবা থাক্‌তে প্রায়ই আস্‌ত; এখন ইচ্ছা হ'লে কোনদিন আসে ন'ইলে আসেই না। তুমি কি তবে কালই যাবে।

সত্য। যাব না কি তোমার সঙ্গে তামাসা ক'চ্ছি?

অমি। কখন যাবে?

সত্য। কাল খাওয়া দাওয়া ক'রে দুটার ট্রেণে যাব ইচ্ছা আছে।

অমি। গিয়ে তো আমায় মনে রাখবে, চিঠি লিখবে।

সত্য। তা বল্‌তে পারি না, যদি সময় পাই লিখ্‌তেও পারি।

অমি। তুমিই আগে লিখ্‌বে না আমায় লিখ্‌তে হবে?

সত্য। সে তোমার খুসী।

অমি। না, তুমি গিয়েই কিন্তু আমায় পৌঁছ সংবাদ দিবে। তোমার পায়ে পড়ি, আমার মাথা খাও এ কথা যেন ভুলো না।

সত্য। সে দেখা যাবে।

অমি। তোমার বাড়ীর নম্বর না কত?

সত্য। ১নং রাজার লেন।

অমি। আচ্ছা অনেক রাত হ'য়েছে এখন ঘুমাও। বাকী কথা কাল সকালে হবে।

(সহসা দ্বারে শব্দ হওয়া)

সত্য। (সচকিতে) কে?

(নীরবে দরজা ঠেলিয়া হাসিতে হাসিতে সুহাসিনীর প্রবেশ)

সত্য। একি? বৌ-দিদি স্বয়ং। আসুন! আসুন কি মনে ক'রে?

(অমিয়ার অবগুণ্ঠিত হওয়া)

সুহা। আপনি কালই নাকি ক'ল্‌কাতায় যাবেন।

সত্য। (ঈষৎ হাস্যে) আপ্‌নাকে সে কথা কে ব'ল্লে?

সুহা। আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি।

সত্য। তবে তো সবই শুনেছেন, আবার জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন যে?

সুহা। না, তাই বলি, কালই, যাবেন নাকি?

সত্য। ঐ রকমই ইচ্ছা।

সুহা। গিয়ে তো আমাদের কথা ভুলে যাবেন না।

সত্য। (হাসিয়া) আপ্‌নারা কি ভুলবার জিনিষ বৌ-দিদি?

সুহা। কি জানি পুরুষের মনতো?

সত্য। পুরুষকে কি আপ্‌নি অবিশ্বাস করেন?

সুহা। খুব করি।

সত্য। কেন?

সুহা। ঠাকুরঝীকে আপ্‌নি এতদিন ভুলে ছিলেন কেন?

সত্য। সাধে তো আর ছিলেম না।

সুহা। যাক্‌। সেখানে গেলে দু-এক খানা চিঠি পত্র যেন পাই।

সত্য। তা ঠিক বলতে পারি না।

সুহা। কারণ?

সত্য। কারণ বিশেষ কিছুই নয়। তবে আমার চিঠি লেখা অভ্যাসটা কিছু কম। বাড়ীতেও আমি মোটেই চিঠি লিখি না।

সুহা। কেন? অবসর পান না নাকি?

সত্য। হাঁ, যা ব'লেছেন তাও কতকটা, তার পর চিঠি পত্র লেখাটাকে আমি অলস কার্য্য বলে মনে করি।

সুহা। কেন? আপনি কি এতই কর্ম্ম-বীর? একেবারে অবসরই পান না।

সত্য। কর্ম্ম বীর না হলেও কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রেছি তো?

সুহা। আসল কথা অভ্যাস নাই বল্লেই তো হয়।

সত্য। তবে তো বুঝতেই পেরেছেন?

সুহা। আচ্ছা, আমার বলা বল্লুম। এখন আপনার, যা খুসী। এখন তবে আসি।

সত্য। কোথা যাচ্ছেন? একটু বসুন।

সুহা। না, রাত হ'য়ে গেছে এখন যাই।

সত্য। গিয়ে তো আর কোন লাভ নেই? কেন তবে মিছেমিছি যাবেন বলুন?

সুহা। এখানে থেকেই বা কি লাভ?

সত্য। (মুচকি হাসিয়া) তা—তা হ'লে আর কি ক'র্ব্ব? আপনি না থাকলে আমার কি ক্ষমতা আছে আপনাদের রাখতে পারি? তবে যাবেনই যদি একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যান। কি জানি কবে দেখা হয়!

(উঠিয়া প্রণাম।

কৈ বৌদিদি! প্রণাম কল্লুম আশীর্ব্বাদ তো ক'ল্লেন না?

সুহা। আশীর্ব্বাদ কল্লুম শীঘ্রই যেন একটী টুকটুকে ছেলে হয়।

(বলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান)

সত্য। (নিজমনে) এত দুঃখেও এত হাসি আশ্চর্য্য! বৌদিদি! তোমার সুহাসিনী নাম সার্থক!!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(কলিকাতা, মেস। যতীন্দ্র হাড় লইয়া Anatomy পড়িতেছে)

(ক্ষণপরে সত্যপ্রিয়ের প্রবেশ)

সত্য। কিরে, ভারী দেখি মনযোগ দেখছি? দেখিস্ আমাদের কথা ভুলে যাসনে। অত পড়্‌লে মাথা খারাপ হয়ে যাবে যে?

যতী। না পড়্‌ব না, তোমার মত গোঁফে তা দিয়ে বেড়াব।

সত্য। আমি কি বিনা কাজে বেড়াই।

যতী। তা তো হ'ল, তুই ঝাঁ ক'রে উঠে গেলি কেনরে? একটা কথা জিজ্ঞাসা কল্লুম, শেষ কর্‌ত্তেই দে; তারপর না হয় যেতিস। সাধে কি তোর উপরে আমি চটা।

সত্য। না যাবে না, দিন রাত্রি তোমার মুখের পাণে তাঁকিয়ে বসে থাকবে আর কি।

যতী। তুই তো বাজে কথায় খুব পটু দেখ্‌ছি আচ্ছা, তুই এতদিন হ'ল বিয়ে ক'রেছিস, কৈ? একদিনও বৌদির কথা তো বল্লি না। তুই কেমন লোক আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

সত্য। ও সব নীরস কথা শুনে কি ক'র্ব্বে বল? আর তোরই বা ও কথা শুনে লাভ কি? সত্য কথা বল্‌তে কি আমার ও সব কথা বলে কোন সুখ হয় না।

যতী। কেন, হয় না কেন?

সত্য। কেন হয় না, তা তোরে এখন কি ক'রে বুঝাব?

। আরে ইষ্টুপিড়্, তোর মতিগতি দেখ্‌ছি আগেকার মতই

আছে, আমি ভেবেছিলুম বুঝি ব'দ্‌লেছে। তা তুমি সেই আছ। মর তুমি আজই মরে যাও ?

সত্য। তা হ'লে তো বাঁচতুম, আপদ চুকে যেতো ; যে ভিখারী যার টাকা নেই, তার বেঁচে থাকা না থাকা সমান।

যতী। কেন রে ? বৌদি তোকে কিছু ব'লেছে নাকি ?

সত্য। না।

যতী। তবে কি ?

সত্য। কি, আমার মাথা ! যেন কিছুই জানেন না, আকাশ থেকে প'ল্লেন।

যতী। ও, তোর সেই সম্বন্ধী যে বলে সেই কথা ? তা'তে তোর এত দুঃখ কেন ? তোর স্ত্রী কিছু না ব'ল্লেই হ'ল। সে বলে বলুক গে। সে বড় লোকের ছেলে, যা বলে তাই সাজে। তার বলায় তোর কি আসে যায় বল্ ? তুই তো তার help এর প্রত্যাশী নস্ ?

সত্য। তা নই বটে। কথাটাশুনে বড় দুঃখ হয়। দরিদ্র কি আর মানুষ নয় ? তার কি বাপ মা নাই ! সংসারে যার টাকা আছে সে কি এতই পূজ্য, আর যে নির্ধন সে কি কিছুই নয় ?

যতী। আরে যা। তুই ক্ষেপ্‌লি নাকি ! ওসব কথা এখন রেখে দে। দেখ্, শোন্ বৌদি যে চিঠি লিখেছিল, তার জবাব দিয়েছিস ?

সত্য। হাঁ। কিন্তু তুমি যাই বল ভাই ! আমার মনে একই কথা জাগ্‌ছে। বল দেখি এই কথায় আমার পিতামাতার মনে কতদূর কষ্ট হ'তে পারে ? আমার আর কষ্ট কি ? আমি ও কথা মনেই করি না বাপ মার কষ্টই আমার কষ্ট।

যতী। না, তুই বড় দুষ্ট হ'য়েছিস্, এই না তুই খুব সরল লোক

ব'লে গর্ব্ব করিস্? সরলতা বজায় রাখবার জন্য বিয়ে পর্য্যন্ত ক'র্ব্বি না? তবে ঐ এক কথা মনে ক'রে মন খারাপ কচ্ছিস্ কেন?

সত্য। আমি সরল একথা বলি না, তবে সরলতা ভালবাসি। তাই ব'লে একজন জুতো মেরে যাবে তবু সরলই থাক্‌ব? আর আমি তো ব'লেইছি, আমার নিজের কোন মানাপমান নাই। পিতামাতার দুঃখই আমার দুঃখ।

যতী। তা তো বুঝলুম! (স্বগত) নাঃ!—বড়ই বিপদে পড়্‌লুম্ দেখছি। এ হতভাগাটাকে যতই ভুলিয়ে অন্য কথায় নিয়ে যেতে চাই; ততই ও ঘুরে ফিরে এক কথাই বলে। আচ্ছা! এবার মজাটা দেখাচ্ছি (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আর একটী কথা!

সত্য। বল।

যতী। তুই না ব'ল্লি সরলতা খুব ভাল বাসিস্?

সত্য। হাঁ—একশ বার!

যতী। আচ্ছা—যে সরল তাকেও অবশ্যই ভাল বাস?

সত্য। নিশ্চয়ই।

যতী। তবে যাদু! তোমার 'তিনি' কি অসরল? তাঁকে তুমি ভাল বাস না কেন?

সত্য। আমার ইচ্ছা।

যতী। না বাছাধন! ইচ্ছা ব'ল্লেই হবে না আমাকে এর জবাব দিতে হবে ন'ইলে ছাড়ছি নে।

সত্য। সে জবাব তো কতদিন দিয়েছি।

যতী। ওসব কথা শুন্‌তে চাই না। এখন ভাল মানুষটীর মত বল তোমার এ দুর্ম্মতি কেন হ'ল?

সত্য। কেন, তা আমি ব'ল্‌তে পার্ব্বোনা।

যতী। তোমার ব'লতে হবে!

সত্য। তবে শোন।

যতী। হ্যাঁ বল—

সত্য। আমার শরীর খারাপ খারাপ বোধ হ'চ্ছে। বিরক্ত ক'রিস্ নে। ভাল জ্বালায় প'ড়েছি।

যতী। ওঃ—তোমার সব চালাকী। আচ্ছা, চালাকী বে'র ক'চ্ছি, আমার কাছে উচিত শিক্ষা পাবে। থাক। তখন বুঝ্‌বে যতীন্দ্র নাথ শর্ম্মা কি চিজ। আচ্ছা—তুই যে বৌদিকে চিঠি লিখেছিস্ তা দেখাবি ব'ল্‌ছিলি? দেখি চিঠি?—

সত্য। লিখিই নাই, তার দেখাব কি?

যতী। হারে liar, এখনই না তুই ব'ল্লি লিখেছিস্?

সত্য। লিখি নাই তবে লিখ্‌বো লিখ্‌বো ভাব্‌ছি।

যতী। হা অদৃষ্ট। তোর সঙ্গে আমার ব'নে না কেন, জানিস? এইজন্যই ব'নে না। তোর কাণ্ডজ্ঞান বোধ একটুও নাই। তুই লেখা পড়া শিখেছিলি কেন? হারে মূর্খ, তোর এটুকু বোধ নাই যে তোর এই জবাবের প্রতীক্ষায় সে ব'সে আছে, সে কত ব্যাকুল চিত্তে তোর এই পত্রের আশা পথে চেয়ে আছে। তোর সে দিকে দৃকপাত নেই। তুমি সদাশিবের মত বসে আছ। একটা অবলা স্ত্রীর বোঝা মাথায় নিয়েছ তা ব'লে তোমার একটু চিন্তানেই? তুমি আছ তোমার ভাবে? ছিঃ ছিঃ তোর সঙ্গে আমার কথা ব'ল্‌তে ইচ্ছা হয় না। আমি নেহাৎ নির্লজ্জ তাই বলি।

সত্য। কথা না ব'লে সুখ পাও, না ব'ল্লেই হয়। কে সাধতে যায়।

যতী। বেশ! আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কথা বন্ধ। দেখি তোমার রকম একবার।

(নেপথ্যে) ওহে যতীন! সত্য! বেড়াতে যাবে নাকি হে?

যতী। (উঠিয়া) দাঁড়াও হে আসছি। (যাইতে যাইতে সত্যের প্রতি তাঁকাইয়া) হতভাগা!—

সত্য। (উঠিয়া যতীনকে ধরা) ব'লি, কোথা যাও? দাড়াও—

যতী। (সবলে হাত ছাড়াইয়া) ছাড়! ছাড়! অত পিবিতে দরকার নেই। পাজি!—

সত্য। বড্ড রাগ দেখ্‌ছি? কতক্ষণ!

তৃতীয় দৃশ্য।

(বহির্ব্বাটী কক্ষ ইন্দ্রনাথ ও করালী।

ইন্দ্র। করালি, শুনেছ? ঐ হতভাগা নাকি আবার এসেছে।

করা। কোন্ হতভাগা?

ইন্দ্র। আঃ, জান না কোন্ হতভাগা! আরে সত্য বাবু।

করা। ও, জামাই বাবু! তিনি তো এ মুখো বড় পায়াই দেন না। কাল আমি ওদের ওখানে গিয়েছিলেম, আমার সঙ্গে একটা কথাও ক'ইলে না। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে। অনেক সাধাসাধির পর শেষে ব'ল্লে কিনা দুষ্ট লোকের সঙ্গে আমি কথা বল্‌তে ইচ্ছা করি না। তারপর তোমার যে কত নিন্দা ক'ল্লে, কত কুৎসা গাইলে তা আমি একমুখে কত বল্‌বো? বেটা এমন ছোট লোক! কি বল্‌বো তোমার ভগ্নীপতি—

ইন্দ্র। (উত্তেজিত ভাবে) কি? এতদূর কথা! আমরা দুষ্ট, আর তিনি সাধু। আচ্ছা তোমার সাধুগিরি বে'রকচ্ছি। ছোট লোক কোথাকার? চামার কোথাকার? আসুক একবার,—আমার

এখানে আস্‌তে হবেই ;—ন'ইলে পেট চ'ল্‌বে কোথা থেকে ? তখন চাঁদ মজাটা দেখাব ? আমার অপমান! করালি! তুমি এতক্ষণ আমায় একথা বলনি কেন ?

করা। কি ব'ল্‌ব ? আমি ঐকথা মনে ক'রে ব'সে র'ইনি তো ? আমি সরল মানুষ দীন দরিদ্র। আমার বড়লোকের কথায় দরকার কি ? তবে হঠাৎ কথাটা মনে প'ড়ে গেল তাই তোমার কাছে ব'ল্লেম।

ইন্দ্র। আচ্ছা, আমি দেখে নেবো। চালাকী সব বে'র ক'র্ব্ব।

করা। (স্বগত) কেমন খট্‌কা লাগিয়েছি। করালী শর্ম্মার হাতে প'ড়েছ। আমার আর কি ? সত্যমিথ্যা ব'লে খালাস। এখন দূরে দাঁড়িয়ে লড়াই দেখ্‌বো। কি মজা। (দূরে দেখিয়া প্রকাশ্যে) এঁ্যাঃ! একি রে! ঐ দেখি জামাইবাবুর শুভাগমন হ'চ্ছে। আগচ্ছতু। আগচ্ছতু!!

ইন্দ্র। আরে ওকি! কা'কে কি ব'লছ ?

করা। আরে দেখ্‌তে পাচ্ছ না, জামাই বাবু মন্থর গতিতে এইদিকে আস্‌ছে।

ইন্দ্র। এঁ্যা! বল কি! সত্যি নাকি ? তাই তো রে ? আচ্ছা এস একবার।

(সত্যপ্রিয়ের প্রবেশ)

করা। আসুন! আসুন! জামাইবাবু! ভাল আছেন তো ?

সত্য। (ইন্দ্রনাথের প্রতি) নমস্কার।

ইন্দ্র। (অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল)

সত্য। ভাল আছেন ইন্দ্রনাথ বাবু ?

ইন্দ্র। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমাদের আর ভালমন্দ কি ? পাপী তাপী মানুষ আমরা। মশায় ভাল থাক্‌লেই ভাল।

সত্য। আমার সঙ্গে তামাসা ক'চ্ছেন নাকি?

ইন্দ্র। মশায়ের এখানে আসার কারণ জান্‌তে পারি কি?

সত্য। কেন? বিনা কারণে কি আস্‌তে পারি না?

ইন্দ্র। বিনা কারণে সত্য বাবুর আমাদের পর্ণকুটীরে আগমন, বিশ্বাস হয় না! অতলজ্জা কেন? খুলে ব'ল্লেই তো হয় চাল ডাল নেই, নয় দুএক জোড়া কাপড় চাই নয় কিছু টাকার সাহায্য চাই। পেটের দায় না এসে কি ক'র্ব্বে?

সত্য। ইন্দ্র বাবু! যথেষ্ট হ'য়েছে। আর ব'ল্‌তে হবে না। এ আপ্‌নি মনে রাখবেন কোন দিন পাত পার্‌তেও আপ্‌নার দোড়ে আসবো না, বা অন্নবস্ত্র বা অর্থের প্রার্থী হ'য়েও আস্‌বো না। ভগবান আমাদের যা দিয়েছেন তাতেই আমাদের বেশ চ'ল্‌বে। ইন্দ্রবাবু! আপনার কি ব'ল্‌বো;—আপ্‌নি তো ঘোর মাতাল! একটী কথা ব'লি, শুনুন!—আপ্‌নি যদি ভাল চান,—মঙ্গল চান,—আপ্‌নি আপ্‌নার ঐ পাপ সহচরটীকে ত্যাগ ক'রুন।

ইন্দ্র। তোমার যে আজকাল বড়ই তেজ দেখ্‌ছি, সাবধান;—মুখ সাম্‌লে কথা ব'লো। জান আমি কে?

সত্য। খুব জানি।

ইন্দ্র। জান, আমি ইচ্ছা ক'ল্লে তোমায় যা ইচ্ছা তাই ক'র্ত্তে পারি?

সত্য। দেখুন ইন্দ্র বাবু, আপনাকে স্বার্থের খাতিরে সবাই বড় লোক ব'ল্‌তে অথবা চাটুকারগণ বড়লোক ব'লে আপনার মান বাড়াতে পারে।—কিন্তু আমি আপনাকে বড়লোক ব'লে স্বীকার করি না। যার অর্থে দুঃখীর দুঃখ মোচন হয় না, প্রজার হিতসাধন হয় না, দেশের শান্তি স্থাপন হয় না। যার রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা, হাহাকার। সে রাজ্য রক্ষা

ক'ত্তে অক্ষম, সে কিসের রাজা? তার কিসের রাজ্য? তার কিসের অর্থের গৌরব? আর কি ব'ল্লেন,—আমায় আপ্‌নি যা ইচ্ছা তাই ক'ত্তে পারেন? হাঃ হাঃ (হাস্য) দেখুন,—এই কথাটা লোক বুঝে ব্যবহার ক'র্ব্বেন? আমি আপ্‌নার কর্ম্মচারী, ভৃত্য, প্রজা বা চাটুকার নই। এসব কথা দরকার হ'লে তাদের প্রতি ব্যবহার ক'র্ব্বেন। আমি আপনার কোন ধার ধারি না বা আপনাকে ভয়ও করিনা। আমরা স্বাধীন পুরুষ,—আমাদের অর্থবল, লোকবল নাই বটে, কিন্তু এই হাত আর এই মুখের জোরে ততোধিক হৃদয়ের বলে আমরা একটা কিছু ক'রে আস্‌তে পারি। বুঝলেন?—

ইন্দ্র। আবার ব'লছি সাবধান।

সত্য। কেন মেরে ফেল্‌বেন নাকি? কি ব'ল্‌বো যে—

কন্না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ব'ল্‌বেন বসুন না। এ'ত আপ্‌নারই বাড়ী।

সত্য। আজ্ঞে, তা আমি জানি। আপ্‌নার ব'লে কষ্ট পেতে হবে না। আর আমায় বসাবার জন্য আপনার এত মাথা ব্যথা কেন? যার বাড়ী তার সে বিষয় মনোযোগ নেই। আপ্‌নি শুধু শুধু বলেন কেন?

কন্না। ক্ষমা করুন। না বুঝে ব'লেছি।

ইন্দ্র।—আহাঃ!—তুমি চুপ করনা। ওকে বক্তৃতা ক'ত্তে দেও।

সত্য।—(ইন্দ্রে নাথের প্রতি) কি ব'ল্‌ব যে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য তাকে বলা না বলা সমান, যে পাপ প্রবৃত্তি পূর্ণ ক'ত্তে দিন রাত্রি লোলুপ যার ঘরে লক্ষ্মীর মত স্ত্রী থাকতে যে পরস্ত্রী লোলুপ। ওঃ, কি লজ্জার কথা। কি ঘৃণার কথা! ইন্দ্র বাবু! একবার ভেবে দেখুন দেখি? কি ছিলেন আর কি হ'য়েছেন? কর্ত্তা গেছেন আজ দুই বৎসরও হয় নি, এরই মধ্যে আপ্‌নার এই অধঃপতন। ভেবে দেখুন তো আপনি কার

পুত্র ? আপনার ধমনীতে কার পবিত্র রক্ত প্রবাহিত। ওঃ আপনার কথা ভাব্তে, আপনার পারিণাম ভাব্তে, আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হয়, আর আপ্নি এমনই অসার, আপ্নার সে কথা একবারও মনে উদয় হয় না ? চিন্তা হয় না! আপ্নি একবার গ্রামখানি ঘুড়ে দেখুন দেখি ? কে আপ্নার সুখ্যাতি ক'চ্ছে ? সব আপনার নিন্দা ক'চ্ছে। আপ্নার নামে সবাই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে! ব'ল্ছে, কি পিতার কি সন্তান হ'য়েছে ! ছিঃ—ছিঃ—এ কথায় আপ্নার লজ্জা হয় না ? ঘৃণা হয় না? আপ্নি দিন রাত্রি বিলাসেই মেতে আছেন ? এত বড় একটা কর্ত্তব্যের ভার আপ্নার উপর। এতগুলো লোকের সুখ শান্তির বিধান দাতা আপ্নি ! তা ব'লে আপনার একটু চিন্তা নাই ! কি আর ব'ল্বো ? আপ্নি আপ্নার পিতার অযোগ্য সন্তান ! ধিক্ আপ্নাকে।

ইন্দ্র। তুমি কি সুধু আমায় বক্তৃতা শুনাতে এসেছ নাকি ? কেন এসেছ, ব'লে মান নিয়ে পালাও ব'ল্ছি ? ন'ইলে
ভাল হবে না কিন্তু—

সত্য। ভয় নেই ! আমি এখানে থাকৃতে আসিনি। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার সে মতি না হয়। আপ্নাকে বিরক্ত করা আমার ইচ্ছা ছিল না, তবে আপ্নিই কথা তুল্লেন, আমারও জবাব এসে প'ড়লো তাই কর্ত্তব্য জ্ঞানে দুএকটী কথা ব'ল্লেম। আশা করি দুঃখিত হবেন না।

ইন্দ্র। হ'য়েছে, হ'য়েছে, সাধুগিরি এখন রেখে দেও। বাবুর কেন আসা হ'য়েছে শুন্তে পারি কি ?

সত্য। তবে শুনুন কেন এসেছি—আমি স্বইচ্ছায় আসিনি। এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আপ্নার কাছে আস্বার আমার ইচ্ছা ছিল না তবে বৃদ্ধ বাপ মা'র অনুরোধে আস্তে বাধ্য হ'য়েছি। শুনুন কেন এসেছি ; আপ্নার ভগ্নীকে, তার শ্বশুরালয় নিয়ে যাব মনে ক'রে এসেছি।

ইন্দ্র। (উত্তেজিত কণ্ঠে) ধূর্ত্ত! একথা ব'লতে তোমার লজ্জা হ'লো না? তোমার জিহ্বা খ'সে প'ড়্লো না? তোমার সাহসকে ধন্যবাদ দেই। যে দীন হীন, যার দুবেলা অন্নের সংস্থান নেই, যাদের দেনায় মাথা বিকিয়েছে, তাদের মুখে একথা শোভা পায় না। আমার ভগ্নীর এত দন্য দশা হয়নি যে, সে তোমার বাড়ী ধান ভেঙ্গে বাসন মেজে খেতে যাবে! ওঃ। সে কথা মনে হ'লে ম'রতে ইচ্ছা হয়। বাবার কি মতিই হ'য়েছিল। মেয়েটাকে একেবারে জলে ডুবিয়ে গেছে।

সত্য। বেশ! খাসা বক্তৃতা ক'রেছেন। সে জন্য এখন আপ্সোস্ ক'ল্লে কি হবে? আগে সে কথা বিবেচনা ক'ল্লেই হ'ত। দেখুন;— আবার ব'ল্ছি শুনুন্। আমি দীন হীন হই আর যাই হ'য়ে থাকি একথা আপ্নার স্মরণ রাখা উচিত আপ্নার ভগ্নী আমার স্ত্রী। আমার যেখানে খুসী তাকে নিয়ে যেতে আমার অধিকার আছে। আমি যে অবস্থায় থাকি ন্যায়তঃ সেও সেই অবস্থায় থাক্তে বাধ্য।

ইন্দ্র। না। তোমার সঙ্গে সে করারে বিয়ে দেওয়া হয়নি। কি! ছোট মুখে বড় কথা। বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে। বে'র হও ব'লছি? ছোটলোক কোথাকার। অপমান না হ'লে বুঝি যাবে না। না!

সত্য। আচ্ছা বেশ্! আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন চ'লে যাচ্ছি, কিন্তু শেষ্টা অনুতাপ ক'র্ত্তে হবে, এও ব'লে যাচ্ছি। এ মনে রাখ্বেন, এ কর্ম্মচারী বা চাকরকে তাড়াচ্ছেন না; তাদের তাড়িয়ে তার স্থান পূর্ণ ক'র্ত্তে বেশী সময় লাগে না। কিন্তু আজ যাকে তাড়াচ্ছেন, সে ভিন্ন সে স্থান পূর্ণ, এ জীবনে হওয়ার আশা নাই। বেশ্তো! আপ্নি আপনার ভগ্নীকে নিয়ে থাকুন। আমাদেরও এই শেষ আপ্নার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। আমি চ'ল্লেম—

ইন্দ্র। কোথায় যাবে? দাঁড়াও! কি ব'ল্লে তুমি আর আমার ভগ্নীকে গ্রহণ ক'র্ব্বে না? ওঃ! তা'তে আমার ভগ্নী পথে দাড়াবে আর কি? এতদূর কথা! হতভাগা—তুমি জান না? আমার ভগ্নীকে স্ত্রীরূপে পেয়েছ ব'লে তোমার জন্ম সার্থক হ'য়েছে। কুল উজ্জ্বল হ'য়েছে। তুমি জান না কি? আমার ভগ্নী তোমায় কৃপা ক'রে স্বামীরূপে গ্রহণ ক'রেছে ব'লে তোমাদের জন সমাজে পরিচয় হ'য়েছে, নইলে তোমাদের কে চিন্‌ত? কে জান্‌ত?—

সত্য। ইন্দ্র বাবু! কিসের এত গৌরব? টাকার তো? তাই তো আপ্‌নি বড়? কিন্তু এ মনে রাখ্‌বেন সমাজে আপ্‌নার চেয়ে আমার আদর ঢের বেশী। যেথানে গেলে আমাকে উচ্চাসন দিবে, আপ্‌নি সেখানে যাওয়ার আশাও ক'র্ত্তে পারেন না। আমাতে আপ্‌নাতে এই তফাৎ। তবে আপ্‌নি বড় লোক আর আমি ভিখারী। ন'ইলে এ কথা যেন আপ্‌নি জানেন, আপ্‌নার মত এমন কত বড় লোকের বোন আমাদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিজকে ধন্য এবং সমাজে পরিচিত হ'চ্ছেন।

ইন্দ্র। করালি! দেখেছ স্পর্দ্ধা। আমার বাড়ীতে আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কেমন তেজ দেখেছ! কি ব'ল্‌ব কুকুরকে লাই দিলে ঐ রকমই হয়। বাবাই লাই দিয়ে ওদের স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে গেছেন।

সত্য। ইন্দ্র বাবু, মিছামিছি আর পিতৃনিন্দা ক'রে ফল কি হবে বলুন? যাক্‌ আর বৃথা তর্ক ক'র্ব্বেন না। আমারই অপরাধ হ'য়েছে! আমি চল্লুম। তবে যাওয়ার পূর্ব্বে একটা কথা ব'লে যাই। ইন্দ্রনাথ বাবু! শুনুন—এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এর শেষ আছে। দর্পহারী ভগবান উপরে আছেন তিনি অত সইবেন না, আপনি এ ঠিক জান্‌বেন। আপ্‌নার সর্ব্বনাশ সন্নিকট। আপনার পতন অবশ্যম্ভাবী।

(দ্রুতপদে প্রস্থান)

ইন্দ্র। যাও! তুমি দূর হও।—

করা। দেখ্‌লে চোটের কথা। অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না। কিসে যে অহঙ্কার আসে তাও বুঝিনে। আমি ত দেখে শুনে একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেছি।

ইন্দ্র। আরে হতভাগা! আমার পতন না তোর? তা এখন থে'ক দেখ্‌বি। পিপ্‌ড়ের মর্‌বার আগে পাখ হ'য়ে থাকে, তোরও দেখ্‌ছি তাই? আগুণে হাত দিয়েছ চাঁদ তোমার রক্ষা নাই।

করা। বেটার কি তেজ দেখেছ? ও আমার কেউ হলে ওকে মেরে এতক্ষণ হাড় ভেঙ্গে দিতেম। আর দেখেছ বেটার সখ্ বাড়ীতে পরিবার না খেতে পেয়ে মরে, ওর রকম দেখেছ একবার? বড় পেরে ফরাস ডাঙ্গার ধুতি পরণে, আবার সঙ্গে সঙ্গে চাকর একটী লাগাই থাকে, কাপড়খানাও নিজে কেচে নিতে পারেন না, তাও চাকরে কেচে দেয়। বেটার ঢং দেখে আমার গা জ্বলে। কি কর্‌বো আমি সরল লোক তাই স'য়ে আছি।

ইন্দ্র। নাও! ওসব্ নাই কথা রেখে দেও। এখন চল ওর মুণ্ড পাতের ব্যবস্থা করিগে। কি আস্পর্দ্ধা!—

করা। নিশ্চয়! নিশ্চয়! কিন্তু দেখ,—ও অম্‌নি অমনি চ'লে গেল। কিছুই ব'ল্লে না? আঃ এত অপমান ক'রে নিরাপদে বাড়ী গেল? কয়েক ঘা লাগিয়ে দিলেইত হ'ত!

ইন্দ্র। কেন লাগালুম না, তা তোমার মোটা বুদ্ধিতে বুঝ্‌তে ঢের দেরি। এখন চল।

চতুর্থ দৃশ্য :

(অন্দরবাটী) ইন্দ্রনাথের শয়নকক্ষ। সুহাসিনী)

গীত।

যাহার ভাবনা ভাবি নিশিদিন করি সদা সুখ কামনা।
সে তো'রে আমায়, ভুলে নাহি চায় চোখের দেখাটি দেয়না
যার আশা পথ পানে রহি সদা চেয়ে,
আসে না তো সে দাসীকে ভাবিয়ে,
মিছে তার আশা, মিছে ভালবাসা মিছে তার ধ্যান ধারনা।
যার তরে কাঁদি ভাসি অশ্রুজলে,
নাই সুখ শান্তি এ ছাড়্ কপালে,
সে এত নিরদয় তবু কেন হায় তাহারে ভুলিতে পাইনা।

(গীত গাইতে গাইতে অমিয়ার প্রবেশ)

করুণ রাগে বিরহ গীতিকা কে তুমি রমণী কেনগো গাও।
কাহার পানে তৃষিত নয়নে কে তুমি মানিনী চকিতে চাও।
চারুঅঙ্গে পড়েছে কালিমা, কেনরে বদন বিষাদে মলিনা,—
কেন সুহাসিনী জোর করি পাণি কারে তব প্রাণ ব্যথা জানাও।
ভাবিছ সদা কার ভাবনা, যাচিছ ধনি কার করুণা।
কার চরণে ব্যাকুল পরাণে প্রাণ মন তব সঁপিয়ে দেও।

অমি। বৌ দিদি, তুমি না ব'ল্‌ছিলে দাদা কিছুতেই আস্‌বে না? কেমন আস্‌ছে তো? আমার কথা ঠিক হ'লো ত।

সুহা। না আস্‌লে বিশ্বাস নেই।

অমি। (অদূরে দেখিয়া) ঐ দেখ নাম ক'ত্তে ক'ত্তে এসে প'ড়েছে। আমি যাই। (প্রস্থান)

(ধীরে ধীরে ইন্দ্রনাথের প্রবেশ)

ইন্দ্র। (গম্ভীর ভাবে) আমায় কেন ডেকেছ ?

সুহা। তুমি যে এসেছ এই আমার যথেষ্ট এত ডেকে ডেকে যে তোমার দেখা পেয়েছি সেই ঢে'র।

ইন্দ্র। বল ? আমায় কেন ডেকেছ ?

সুহা। কেন ? এতে কি অপরাধ হ'য়েছে। তোমায় কি ডাক্‌তে নেই। বলি তুমি কি হ'লে বল দেখি ? তোমার সে সরল ভাব নেই। হাসি হাসি মুখ নেই। আমার উপর রাগ কেন ক'রেছ শুন্‌তে পাই কি ?

ইন্দ্র। রাগ কর্ব্বার কি হ'য়েছে।

সুহা। কি হ'য়েছে তুমিই জান। যাক্‌, তোমায় আমি বিরক্ত ক'র্ত্তে চাই না। জানি, তুমি আমায় আর ভাল বাস না, বহুদিন তুমি আমায় ত্যাগ ক'রেছ।

ইন্দ্র। বেশ ক'রেছি। যাও। আমায় বিরক্ত ক'রো না ব'লছি।

সুহা। আর তোমায় বিরক্ত ক'র্ব্ব না। আর তোমার চক্ষের শূল হ'য়েও থাক্‌বো না আমি বাপের বাড়ী যাব তাই তোমার মত নিতে তোমায় ডেকেছি।

ইন্দ্র। বেশ! বাপের বাড়ী যাও ;—যমের বাড়ী যাও ;—চুলোয় যাও, যেখানে খুসী চ'লে যাও। আমি সে কথা শুন্‌তে চাই না।

সুহা। তা তুমি শুন্‌বে কেন ? না শুন্‌লে। এখন আমায় যেতে বল তো যেতে পারি।

ইন্দ্র। এই মুহূর্ত্তে! এখন হ'য়েছে তো ? না আর কিছু বাড়্‌বে ?

সুহা। যাবে ? এখনই যাবে ? হাঁ যাবেই তো। আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে যে তুমি দুদণ্ড থাক্‌বে। তা হ'লে যে

তোমার সুখের সময় ব'য়ে যাবে। ছাই মাটি খাওয়া বন্ধ হবে। তুমি কি আর থাকৃতে পার। যাও।—কিন্তু দাসীকে মনে রাখ্‌বে তো?

ইন্দ্র। কি আপদ! দূর হ'য়েও হয় না। ভাল জ্বালা।—

সুহা। প্রভু! তোমায় আর কি ব'ল্‌ব? একদিন দাসীকে মনে ক'র্ব্বে। একদিন দরকার হবে। চিরদিন এমনটী থাকৃবে না। এ সতীর কথা মিথ্যা হবে না। সেই আশায় প্রাণ রাখ্‌বো। বেঁচে থাকৃবো।—

(নেপথ্যে)———ইন্দ্রনাথ।

ইন্দ্র। (চঞ্চল হইয়া) তুমি এখন ব'ক্‌তে থাক আমি এখন চ'ল্‌লেম।

সুহা। যাবেই তো! বিশেষ যখন বন্ধুরা ডাক্‌ছে, তা আমি কি আর তোমায় ধ'রে রাখ্‌তে পার্ব্বো? যাবেই যদি দয়া ক'রে একটু দাঁড়াও! যাবার সময় এক্‌টা অনুরোধ রাখ? (অগ্রসর হইয়া) একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যাও।

ইন্দ্র। ভাল বিপদেই প'ড়েছি।

সুহা। (প্রণাম করা ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরবে ক্রন্দন)।

(সহসা অমিয়ার প্রবেশ)

অমি। বৌ দিদি! বৌ দিদি!

সুহা। কেন ঠাকুর ঝি?

অমি। একি! তুমি কাঁদছ? কি হ'য়েছ বৌ দিদি? দাদা বুঝি তোমায় ব'কেছে।

ইন্দ্র। আবার আর এক আপদ। (অমিয়ার প্রতি) তুই এখানে কেন? চ'লে যা ব'ল্‌ছি।—

অমি। দাদা, দাদা, তোমায় কি হ'ল বল দেখি? নিজে তো যা ইচ্ছা তাই ক'চ্ছ। আমাদের কথা তো শুনবেই না। বৌ দিদিকে

কাঁদাচ্ছ কেন বল দেখি? দাদা! ওকে কিছু ব'লো না, ও বড় দুঃখিনী।

সুহা। ঠাকুর ঝি! তুমি ক্ষেপেছ? আমি কাঁদ্‌ছি কে ব'ল্লে?

ইন্দ্র। অমিয়া! তোর বড় বেশী বাড়াবাড়ি হ'য়েছে। ভাল হবে না কিন্তু। উনি তো বাপের বাড়ী যাচ্ছেন! তোকেও ব'ল্‌ছি, তুই ও কোন চুলো দেখে নে? যা, তোরা সবাই যা! আমার অম্‌নিই চল্‌বে? আমার কারো দরকার নেই। দেখি কে কোথায় কয়দিন থাকতে পারে, আমি দেখ্‌ব। আবার ঘুড়ে ফিরে পেটের দায় এখানেই আস্‌তে হবে।

অমি। দাদা, তুমি আমায় যা ইচ্ছা বল মার, কাট, দুঃখ্‌ নেই। তুমি আমার ভাই, আমি তোমার ছোট বোন। যা ক'র্ব্বে তাই সবে। কিন্তু দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, আমার বৌ দিদিকে কিছু ব'লো না। ও পরের মেয়ে।

ইন্দ্র। নে, নে, আর বেশী ব'ল্‌তে হবে না। কি উপদেশই দিতে এসেছেন।

অমি। বৌ দিদি, তুমি কি সত্যিই বাপের বাড়ী যাচ্ছ? তুমি বুদ্ধিমতী! তোমার কি দাদার কথায় রাগ করা ভাল দেখায়? দাদা না হয় রাগ ক'রে দুটো কটু কথা ব'লেছে, তাই কি তোমার নিজের বাড়ী ফেলে যাওয়া ভাল।

সুহা। না, আমি তো সেজন্য যাচ্ছি না। আর ওঁর উপরেই বা রাগ কিসের? তবে আমার মা'র অসুখ, চিঠি পেয়েছি, তাই যাব।

ইন্দ্র। বলি যাওনা? তার অত ভূমিকা কেন? (অমিয়ার প্রতি) আর অমিয়া!—

অমি। দাদা!

ইন্দ্র। (স্বগত) এ্যাঁ! একি! প্রাণমাতান সেই স্নেহের দাদা ডাক। আঃ কি মধুর! আমি কি পাষাণ? এমন স্নেহের প্রতিমাকে কটু কথা ব'ল্‌তে যাচ্ছি। সেই মধুমাখা ডাক্ দা—দা। (বিলম্বে) না! না! না! কিছু নয়! কিছু নয়! সে একদিন ছিল যে দিন দাদা ডাক মধুর লাগ্‌তো। যে দিন অমিয়ার বিসর্জ্জন হ'য়েছিল না; সেই দিন ঐ ডাকের মূল্য ছিল বটে। এখন কিছু নয়। বিষ! বিষ! বিষ! (প্রকাশ্যে) অমিয়া! তুইও যা! যেখানে খুসী চ'লে যা। শ্বশুর বাড়ী খুসী, যেখানে খুসী যা। আমায় জ্বালাস্ নি ব'ল্‌ছি। সব চ'লে যাও। আমার কারও দরকার নেই।

(সবেগে প্রস্থান)

অমি। ভগবান! কি ক'ল্লে? আমার সোনার ভাইকে কি ক'ল্লে? আমার প্রাণের ভাই, যে ভাইএর তুলনা নাই, যে ভাই আমা বই জানতো না, তার মুখে এই কথা শুনলুম। বৌ দিদি! আর কি ভাবছ! আমাদের বাড়ীতে অলক্ষ্মী ঢুকেছে। বাবার যাবার পর থেকেই সুখ শান্তি সব গেছে। বৌ দিদি! না! আর তোমায় থাকতে ব'ল্‌বো না। বাপের বাড়ী যাবে, ভালই। তোমার মা'র যদি ব্যারাম নাও হ'ত, তবু আমি তোমায় সেখানে যেতে ব'ল্‌তুম। আমিও এখানে আর থাকবো না। আমিও যাব। আর দাদাকে বিরক্ত ক'ত্তে আস্‌বো না। যার মুখ পানে তাঁকিয়ে আছি, তার যখন বিষ নয়নে প'ড়েছি তখন আর কেন থাক্‌বো? কি আশায় থাক্‌বো? বৌ দিদি! বৌ দিদি! আমাদের কি হ'ল? কে আমার দয়ার সাগর দাদাকে বিষ ক'রে দিলে? হায়! হায়! কে আমাদের এমন সর্ব্বনাশ ক'ল্লে! ভগবান! তোমার ম'নে কি এই ছিল?

সুহা। ঠাকুর ঝি! কেন বৃথা ভাবছ? কার জন্য ভাবছ? চল যাই! একবার মনের দুঃখ মন খুলে ব'লিগে! আর একবার প্রাণ ভ'রে কাঁদিগে। আর সেই নির্দ্দয় ঈশ্বরকে ডাকিগে, তাঁকে ব'লিগে, তুমি আমাদের একি ক'ল্লে? আর কি ক'র্ব্ব? অবলা স্ত্রীলোকের আর কি গতি আছে?

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

(অন্দর বাটী। গৌরীশঙ্কর ও সত্যপ্রিয়)

গৌরী। সত্যপ্রিয় ;——

সত্য। বাবা।

গৌরী। তুমি এখন তোমার সংসার বুঝে প'ড়েনেও আমায় এখন খালাস দেও। আর না। ঢের হ'য়েছে।

সত্য। বাবা, একি কথা ব'লছেন ? আমার যে সংসার বিষয়ে মোটেই ধারনা নেই।

গৌরী। কেন নেই বাবা ? এখনও কি আমিই ক'র্ব্ব ? তোমার ক'ত্তে হবে না ? এখন তুমি উপযুক্ত হ'য়েছ ছেলে মানুষটী নও। তোমার এই ডাক্তারী পাশের প্রতীক্ষায় আমি ছিলেম সেই জন্য এতদিন কিছু বলিনি। তা যখন পাশ ক'রেছ তখন আর আমার কোন বাঁধাই নেই। এখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাশীবাস ক'ত্তে পার্ব্বো। তবে একটা দুঃখ, একটী আশা র'য়ে গেল, ন'ইলে সংসারের সব সুখই পূর্ণ হ'য়েছে থাক্ সে সাধ আর পূর্ণ হবার আশা নেই। তোমার মায়ের জীবদ্দশায় সে আশা যখন পূর্ণ হয়নি আমারও হবে না।

সত্য। বাবা ! বাবা ! একি কথা ব'লছেন ? মা'ও আমদের

মায়া ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন। আপ্‌নিও কাশী বাসী হবেন তা,হলে আমাদের কি উপায় হবে? আমাদের আর কে আছে বাবা?

গৌরী। কেন বাবা নিরূপায় কি? তুমি এখন বড় হ'য়েছ, মানুষ হ'য়েছ। দেখে শুনে সংসার কর। তবে এক' কথা ইন্দুর বিয়ে দিয়ে যেতে পার্ব্বোনা বোধ হয়। তার বিয়ের বয়েস ও হ'য়েছে। এখন ওর সময়টা বড্ড খারাপ। যাক্ তুমি এখন দেখে শুনে ওর একটা বিয়ে দিও।

সত্য। কাশী যাবেনই যদি, এখনই না গেলে নয়?

গৌরী। না, যাব ব'লে আজই যাচ্ছিনে। আমার উপর যে কর্ত্তব্যের ভার আছে তা একবার দেখে যাব ইচ্ছা আছে। হতভাগাটাকে আর একবার বুঝাব ইচ্ছা আছে।

সত্য। কোন্ হতভাগা! ইন্দ্রবাবু? ওর কাছে আর যাবেন না ওকি মানুষ?

গৌরী। হাঃ হাঃ (হাস্য) তুমি বোঝ না। তুমি জান না ওর জন্য আমার কত কষ্ট হয়। শত হ'লেও তো ও ছেলে মানুষ, যৌবনে প্রচুর পিতৃধনের অধিকারী হ'য়েছে, তার পর পাপ সহচর সব এসে জুটেছে, তার উপর আবার অভিভাবক নেই, যা খুসী তাই ক'চ্ছে ন'ইলে প্রজাগুলো সব বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে, বিশৃঙ্খল পদে পদে ঘটছে। তার পর তো ঐ মহাবিপদ, দত্ত পাড়ার চৌধুরী বাবুদের সঙ্গে জমী নিয়ে যে বিবাদ বেঁধেছে তা শীঘ্র মিট্‌ছে না। মোকদ্দমা লাগাই আছে। ওর তো তা ব'লে দৃক্ পাতই নেই, ও ব'লছে যত টাকা লাগে ঢাল; আমি দেখ্‌ছি এতে এক সর্ব্বনাশ হবে। এ মোকদ্দমা কি শীঘ্র মিট্‌বে? এ High Court অবধি না গিয়ে ক্ষান্ত হবে না। আমার ওর পরিণাম ভাবতে হৃদকম্প হয়। কি ছিল কি হ'য়েছে। সম্পত্তির আয় অর্দ্ধেক

ক'মে গেছে। (বিলম্বে) বেহাই তুমি কোথায়? হায়! তোমার মত বেহাই পাবো না। আমার এমনই কপাল তোমায় অকালে হারালেম। শেষ সংসারের এক মাত্র বন্ধন স্ত্রী তাকেও হারিয়েছি। সব কষ্ট সইতে আমি আজও বেঁচে আছি। মা কালী যে কেন স্মরণ করেন না তা তিনিই জানেন।

সত্য। বাবা, সে ক্ষোভ ক'রে আর কি হবে? আপনি কি তবে ইন্দ্রবাবুর ওখানে যাবেন স্থির ক'রেছেন?

গৌরী। হুঁ, যাব বৈকি। কালই সকালে যাব?

সত্য। কেন যাবেন?

গৌরী। কেন যাবো তুমি জান না? বেহাই যাবার সময় তাঁর ইন্দ্রকে আমার হাতে হাতে দিয়ে যান তা'কি তুমি জান না? আমি কি বেহাইর কথা ভুলতে পারি। দেবতার কথা কি ভোলা যায়? সত্য বটে হতভাগা মানুষ নয়। সে তোমায় অবশেষে আমায় পর্য্যন্ত অপমান ক'রেছে বৌমাকে ছেড়ে দেয়নি। যা তা ব'লে মুখ খারাপ ক'রেছে; কিন্তু তা'তে কি হ'য়েছে বাবা? তুমি যদি ওরই মত হ'তে তা'কি আমি সইতেম না। আর তোমার যে আমি আছি, ওর যে কেউ নেই; ও যে একেবারে অনাথ বাবা। আর আমি ছাড়াও তোমার ভাল বাসবার স্নেহ ক'র্ব্বার লোক ঢের আছে। ওর যে তাও নাই। ওর স্বভাবের জন্য কেউ যে ওকে ভাল বাসে না। ও আমায় যতই অপমান করুক তা'তে তে আমার শরীর পচে যাবে না। আমি হিত ক'র্ত্তে ছাড়বো কেন? বহু ক'রে আসছি বাধা পাচ্ছি তবুও ক'চ্ছি। আর আমি কি হিত ক'চ্ছি ওর? তা নয় ওর পিতার। পুত্র তো তাঁর? ঐশ্বর্য্য তো তাঁর? তাই রক্ষা ক'চ্ছি। আর বাবা, তোমরাও ওকে রক্ষা ক'র্ত্তে থাক, কিন্তু ও যেন তা বুঝতে না পায়। আমি বামাচরণকেও লিখে হ

যদি High Court এ মোকদ্দমা যায় সে যেন যথা সাধ্য চেষ্টা করে। যদিও ইন্দ্রনাথ মানুষ নয় একথা ঠিক, কিন্তু আমাদের কাজ তো আমরা করি। যদি ওর কোন দিন সুমতি হয়, যদি ও মানুষ হয় তখন তোমাদের চিন্তে পার্ব্বে, আর নাই বা চিন্‌লো তাঁতে ক্ষতি কি? বাবা এই বেলা কয়টী কথা ব'লে রাখি শোন; শত্রু হোক্ মিত্র হোক্ সে বুঝুক চাই না বুঝুক প্রাণপণে তার উপকার কত্তে ভুলবে না। তার পর আর এক কথা; অতিথ যেন বাড়ী থেকে কোন দিন না ফেরে। আর বাড়ীর শালগ্রামটীর যেন রোজ পূজো হয়। বুঝ্‌লে এই কয়েকটী কথা যেন মনে থাকে। (বিলম্বে) হাঁ তার পর কি ব'ল্‌ছিলেম না ও ইন্দ্রনাথের কথা; দেখ ও আমাদের যতই পর জ্ঞান করুক; ও তো আমাদের আপ্‌নার; সেই ভেবে ওর উপকার ক'ত্তে থাক; কিন্তু তোম্‌রা যে তার উপকার ক'চ্ছ তা যেন সে জান্‌তে বা বুঝতে না, পারে তা হ'লে হিতে বিপরীত হতে পারে। বুঝলে তো?———

সত্য। (নিরুত্তর)

গৌরী। কি! কথা কচ্ছ না যে? ওঃ বুঝেছি বার বার ঘাত প্রতিঘাতে তোমার মন্ ক্ষুব্ধ হ'য়েছে। বাবা, এতেই এত চঞ্চল হ'লে চ'লবে কি করে? তোমার অনেক সইতে হবে, আমরা অনেক স'য়েছি, এই সংসারের গুরুভার তোমার উপর, সবাইর মন যোগিয়ে থাকতে হবে। আর দেখ; তোমার কষ্ট হ'য়েছে আমার হয়নি? আমার রক্ত মাংসের শরীর নয়? বৌমাকে ছেড়ে দেয়নি ব'লে আমার কষ্ট হয়নি। সত্য! তোমার চেয়ে আমার কষ্ট কম হ'য়েছে ভাবছ? তোমার গর্ভ ধারিণী এত আশা করে তোমার বিয়ে দিলে, এত চেষ্টা করে শেষ তোমায় পাঠিয়ে পর্য্যন্ত একবার বৌমার মুখ খানি দেখ্‌তে পেলে না; এতে আমার কষ্ট হয়নি? এ কষ্ট কি আমার যাবে? আমি কি তা

ভুলেছি ভাবছ? তা কি ভুলবার। ওহো! বড় সাধ ক'রে বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেম! আমার কোন সাধই পূর্ণ হ'লো না। এবিয়ে দিয়ে তোমায় সুখী ক'ত্তে পাল্লেম না। তোমার মাকে সুখী ক'ত্তে পাল্লেম না। নিজেও সুখী হতে পাল্লেম না। জানি, বড় লোকের সঙ্গে কাজ করে গরিবের সুখ হয় না। জেনে শুনে কি মাটীই খেয়েছি। (অদূরে অমিয়াকে আসিতে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত সতোর প্রতি) সত্য! দেখতো ওকে? বৌমা আসছে নয়?—

(সত্যপ্রিয়ের প্রস্থান)

(অমিয়ার প্রবেশ)

অমি। (গৌরীশঙ্করের পদতলে পড়িয়া) বাবা! বাবা! কেন নিজকে ধিক্কার দিচ্ছেন? কেন অভাগিনীকে ভুলে যাচ্ছেন? (প্রণাম করা)

গৌরী। কে!—বৌমা!—মা তুমি এখানে? এখানে তুমি হটাৎ কেমন ক'রে এলে? একি স্বপ্ন!——

অমি। বাবা, স্বপ্ন নয়। সব সত্য। আমি আমার দাসীকে নিয়ে পাল্কী ক'রে এসেছি।

গৌরী। তোমার দাদা তোমার বারণ ক'ল্লেন না?

অমি। আমি তাকে ব'লে আসিনি।

গৌরী। মা, তবে ভাল করনি। এ'তে তোমার দাদা ভারি রাগ ক'র্বে। একেই তো সে আমাদের দেখতে পারে না। আবার একথা শুনলে আমাদের সবাইকে অপমান ক'র্বে।

অমি। বাবা, কেন সে অপমান ক'র্বে? আর করেই যদি অপমান, আপনাদের কেন ক'র্বে? বরং আমায় ক'ত্তে পারে। আর বাবা,

আমি তো কোন অন্যায় কাজ করিনি। আমি কি চিরদিন ঐ বাড়ীতেই বন্দিনী থাক্‌ব। আমার কি শ্বশুর বাড়ী আস্‌তে নেই?

গৌরী। মা জানি তুমি লক্ষ্মী; তা ভালই ক'রেছ। এখন শেষ রক্ষা হ'লে বাঁচি। তবে আর বেশী দেরি ক'রোনা মা, চল আমি তোমায় রেখে আসি।

অমি। বাবা! আমায় কোথায় যেতে বল্‌ছেন? বাড়ীতে? আমি সেখানে জন্মের মত প্রণাম ক'রে এসেছি। আর সে মুখো হ'বো না। কেন সেখানে যাব? কি সুখে যাব? আমি আর সেখানে যাব না, এখানেই থাক্‌বো।

(নীরবে ক্রন্দন)

গৌরী। একি! মা তুমি কাঁদ্‌ছ? (চক্ষু মুছাইয়া) কেঁদনা মা! আমি তোমায় না বুঝে ব'লেছিলেম, মা! এ তোমারই বাড়ী, তোমারই ঘর। তুমিই সংসারের কর্ত্রী। তোমার বাড়ীতে তুমি থাক্‌বে সেত সুখেরই বিষয়; তবে ঐ তোমার দাদার জন্য যা চিন্তা; তা বেশ! তুমি থাক্‌বে সে তো আমাদের সৌভাগ্য।

(নেপথ্যে) কর্ত্তাবাবু বাড়ী আছেন?

গৌরী। কে! শিবনাথ বাবু?

নে। আজ্ঞে হাঁ।

গৌরী। আস্‌ছি; বসুন। (সত্যের উদ্দেশ্যে) ওহে সত্য!

সত্য। (নেপথ্য হইতে) আজ্ঞে।

(অমিয়ার অবগুণ্ঠিত হওয়া)

গৌরী। এদিকে এস!

(সত্যের প্রবেশ)

গৌরী। তুমি বৌমাকে নিয়ে ও ঘড়ে যাও। আমি যাই, ইন্দ্র-

নাথের নায়েব বোস মশায় এসেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে এখনই আসছি।

(প্রস্থান)

(অমিয়ার সত্যপ্রিয়কে প্রণাম করা)

সত্য। তুমি এখানে এসে ভাল করনি।

অমি। তুমিও ঐ কথা ব'লছ ?

সত্য। না ব'লে কি করি ? সাধে তো আর ব'লি না।

অমি। তোমরা যাইবল, আমি এখান থেকে যাব না।

সত্য। থাক্‌বে থাক। কে তোমায় বারন ক'চ্ছে, কিন্তু শেষে আবার বিপদে প'ড়তে না হয়।

অমি। কেন বিপদে প'ড়বে ? আমি তো পরের বাড়ী আসিনি। আমি আমার স্বামীর বাড়ীতে, নিজের বাড়ীতে এসেছি।

সত্য। তা তো বুঝলুম, কিন্তু কাজটা ভাল করেছ ব'লে মনে হয় না !

অমি। তা তুমি ব'ল্লে আর কি ক'র্ব্ব ; কিন্তু বল দেখি কি ক'ত্তে আর সেখানে থাক্‌ব ? এক দাদার মুখের দিকে চেয়েছিলাম, সে ও যখন ব'ল্লে, বাড়ী থেকে চ'লে যাও ; তখন আর কেন থাক্‌বো ? কি সুখে থাক্‌বো।

সত্য। কি ! এতদুর হ'য়েছে ?

অমি। শুধু কি তাই ? আচ্ছা আমি না হয় তার বোন্, যা ব'লবে তাই স'বে। বৌদিদি, সে পরের মেয়ে, তাকে যা ইচ্ছা তাই ব'লে অপমান ক'রেছে।— ব'কেছে।

সত্য। আহা ! তাঁর বড় কষ্টই হ'য়েছে। আচ্ছা তিনি কোথায় আছেন ? তাঁকে কি তুমি একা ফেলে রেখে এসেছ ?

অমি। না, সে মনের কষ্টে কাঁদতে কাঁদতে বাপের বাড়ী চ'লে গেছে। দাদার এ অত্যাচারে কে থাক্‌তে পারে বল?

সত্য। বটে! ব'লেছি তো তোমার পতন নিশ্চয়। তুমি যখন ঘড়ের কুলনারীদের বের ক'রে দিতে শিখেছ, তখন আর তোমার বেশী দেরি নাই।

(নেপথ্যে) সত্য!

সত্য। ঐ বুঝি বাবা আসছে। আজ্ঞে!

(গৌরীশঙ্করের প্রবেশ)

গৌরী। ওঃ, তোম্‌রা এখনও এ ঘড়েই র'য়েছ?

(অমিয়ার অবগুণ্ঠিত হওন)

সত্য। বোস্ মশাই এসেছিলেন কেন?

গৌরী। ঐ প্রহ্লাদের বাড়ী গিয়েছিলেন, তাই আমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেন। ব'ল্লেন কাল একবার ইন্দ্রনাথের ওখানে যেতে, অনেক কথা আছে। বিষয়ের একটা ব্যবস্থা করাও হবে। (বিলম্বে) হাঁ রে সত্য, তোর বন্ধু যতীন না এখানে থেকে practice ক'র্বে তুই একদিন ব'ল্‌ছিলি? কৈ? সে তো এ'ল না।

সত্য। হাঁ, সে শীঘ্রই আস্‌ছে। বাড়ীতে গেছে, বাড়ীতে ব'লে ক'য়ে তারপর আস্‌বে।

গৌরী। ওর বাড়ী দেখ্‌তে হবে না?

সত্য। না। ওর না দেখ্‌লেও চ'ল্‌বে। ওর বড় দুই ভাই আছে, খুড়োরা সব আছে, বাপ আছে।

গৌরী। তা বেশ! তোমরা দুজনে মিলে থেকে practice কর; বেশ সুখের বিষয়। যতীন ছেলেটী খাসা ছেলে, আমায় পিতার মত ভক্তি করে। আমার ইচ্ছা ইন্দুর বিয়ে ওর

সঙ্গেই দি। তোমারও সে বিষয় মত আছে। ছেলেটী বংশেও বেশ ভাল; তবে ওর বিয়ে বোধ হয় আমার দেওয়া হবে না, কারণ খুকির সময়টা এখন ভাল নয়, খারাপ সময়টা কেটে গেলে সে দেখা যাবে।

সত্য। তা হ'লে বড় সুখের বিষয়ই হবে।

গৌরী। হাঁ; তবে (অদূরে ইন্দুমতীকে আসিতে দেখিয়া সত্যের প্রতি) আরে চুপ—চুপ—ঐ যে ইন্দু আসছে।

(সত্যের উঠিয়া ধীরে ধীরে গমনোদ্যত)

গৌরী। কোথা যাচ্ছ?

সত্য। যাব না। এখনই আস্‌ছি।

গৌরী। শীঘ্র এস, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

সত্য। যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান)

(ইন্দুমতীর প্রবেশ)

ইন্দু। বাবা! বাবা! তুমি নাকি কাশী যাবে?

গৌরী। কে ব'ল্লে রে পাগ্‌লি আমি কাশী যাব।

ইন্দু। কেউ বলেনি, আমি শুনেছি।

গৌরী। ও কিছু নয়, মিথ্যা কথা।

ইন্দু। হাঁ। মিথ্যা কথা! (ক্রন্দনের সুরে) মা'ও গেছে, তুমি ও যাবে? আমরা কার কাছে থাকৃবো?

গৌরী। মা, আমি কি চিরদিনই থাক্‌বো। আমি কি অমর হ'য়ে এসেছি। কেন? তোর দাদা রইলো, ঐ দেখ্‌ তোর বৌদিদি এসেছে; তারাই তোকে দেখ্‌বে।

ইন্দু। (অমিয়াকে দেখিয়া) ও, কে বাবা?

গৌরী। ঐ তো তোর বৌদিদি।

ইন্দু। (অমিয়ার নিকট যাইয়া) এঁ্যা! বৌদিদি! বৌদিদি! আমাদের কথা তোমার মনে প'ড়েছে?

অমি। কেন বোন্! এই যে আমি এসেছি।

(উভয়ের আলিঙ্গন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(Dispensary যতীন্দ্র ও সত্যপ্রিয়)

যতী। দেখ্ সত্য, তোমাদের জায়গাটা মন্দনয়, তবে দোষ এই বড্ড জলের অভাব, আর ম্যালেরিয়া টার প্রাধান্য বেশী। আর কি আশ্চর্য্য! এতবড় গ্রাম এখানে একটা ডাক্তার নেই। আমাদের practice এখানে সুবিধার হবে বোধ হয়।

সত্য। তা, যা বুঝেছ তাই।

যতী। না, তামাসা নয়। আর সত্য, দেখ্ দেখি আমাদের কি ব্যাপার? কোথায় তোর বাড়ী হ'চ্ছে Jessore District এ আর আমার বাড়ী কোথায় Midnapore District এ; ভাবতে গেলে আশ্চর্য্য বোধ হয়, কি ভগবানের লীলা। তুই হতভাগা কেমন মিলেছি দেখ্ দেখি? সেই Student Life মনে করে দেখ্ দেখি, যখন College এ প'ড়েছি, তারপর এই কয় বৎসর কর্ম্মভোগ Medical College এ, আঃ কি দিনই গেছে, ইচ্ছা হয় সারাজীবন পড়ে পড়ে কাটিয়েদি; তারপর দেখ তোর আর আমার কথা, কি আর বলবো, শোওয়ায়, খাওয়ায়, নাওয়ায়, বেড়াবার বেলায়,

গল্পে, আমোদে, যেখানে কেন হোক না আমরা যেন এক। এক কি রকম ঠিক যেন দুটী কপোত কপোতি,———

সত্য। (বাঁধা দিয়া ও হাসিয়া) কি রকম যেমন আমি ছিলাম কপোত আর তুই ছিলি-তাঁই না?———

যতী। (হাসিয়া বিলম্বে) তার পর আবার দেখ্ ডাক্তারী পাশ কল্লুম বাড়ী গিয়ে বসব তা নয় কোথায় সেই তোর পিছু পিছুই আছি।

সত্য। তা যা বলেছিস ঠিক, কিন্তু যতীন তুই সবই বলেছিস কিন্তু কলকাতার মেসে যে দুটী মূল্যবান সময় আছে তা তো বল্লিনে।

যতী। কি?———

সত্য। কেন খাবার যখন ডাক পড়ে তখন আর যখন চিঠি আসে তখন। এই দুইটী সময় মেসের কত মূল্যবান দেখ দেখি, যে যে ভাবে থাকুক ব'সে হোক, শুয়ে হোক, বা দাঁড়িয়ে হোক ঐ খবর দুটী আসবা মাত্রই কেমন একটা ছুটো ছুটী পড়ে যায়।

যতী। (হাসিয়া) বাস্তবিক।

সত্য। হাঁরে যতীন দেখ, তোতে আমাতে যে এত ভাব এর শেষটা দেখ্‌ছি ভাল হবে না।

যতী। কেন রে?

সত্য। কোনদিন বা কে ম'রে যাব শেষ কালে যে বেচে থাক্‌বে তার ও তার জন্য ম'ত্তে হবে।

যতী। তা তোর সখ হ'য়ে থাকে তুই মর। আমি মত্তে যাবো কেন?

সত্য। আচ্ছা দেখ, আমি যদি মরি তুই কাঁদবি না।

যতী। মোটেই না। একদম না। হ্যাঁ আমি, আমার ছোট ভাই ম'রলো তাই কাঁদলুম না। ভারি ওর জন্য কাদ্‌তে যাবে।

সত্য। হাঃ হাঃ (হাস্য) আচ্ছা বেশ যাক্ ওসব কথা এখন একটু কাজের কথা হোক কেমন?

যতী। তোমার তো কাজের কথা ঐ মোকদ্দমা। তুমি তো আর কিছু ব'লছ না? Stupid!

সত্য। আচ্ছা এখন নেকামো রেখেদেও। দেখ High court এ মোকদ্দমা—

যতী। (বাধাদিয়া ও ঈষৎ হাসিয়া) ঐ—ঐ—আমি ব'লেছি তো।

সত্য। আরে শোন না পাজি। মোকদ্দমার কথা বুঝি শুনতে নেই। তুমি আছ তোমার ভাবে।

যতী। আর তুমি আছ তোমার ভাবে। আচ্ছা বল্ কি বল্‌বি।

সত্য। High court এ মোকদ্দমা পৌছেছে অবধি আমাদের তো পরাভোগের সীমা নেই। ক'লকাতা ঘন ঘন যাওয়াআসার তো অবধিই নেই। তা ছাড়া সময়ে খাওয়া ঘুমোন তাও নেই ব'ল্লে হয়, তবে আজ কয়েক দিন হয় মুখুয্যে মহশয়ের চিঠি পেয়ে অবধি ক'লকাতা যাওয়া বন্ধ হয়েছে। তিনি লিখেছেন আর আমাদের যেতে হবে না। তাই যা, কিন্তু দেখ যতিন কেন এই গাধার খাটুনি খাট্‌ছি। যার জন্যকরে ম'চ্ছি সে তো জিজ্ঞাসাও করে না। আমাদের জিজ্ঞাসা না করুক ক্ষতি নাই কিন্তু দেখ দেখি ওর আক্কেল? বাবা ওর জন্য কি, না ক'রেছেন? ওর জন্য তার সময়ে খাওয়া ঘুম তো ছিলই না, তাছাড়া তিনি সব সময়েই ওর ভাবনাই ভাবতেন। তার পর তো জানই চৌধুরীদের কাছে ওর জন্য কতদূর করে এসেছেন, হতভাগা তাকেই চিন্‌লে না! যাক বাবা তো কাশী চ'লে গেছেন, আর তো দেখতে আসবেন না। আমার সময় সময় মনে হয় কার জন্য এত কচ্ছি।

যতী। ভাই, ও মনে ক'রে দুঃখ ক'ল্লে আর কি হবে বল? ও

আমাদের বুঝুক আর নাই বুঝুক, আমাদের কর্ত্তব্য আমরা ক'রে যাচ্ছি তোমার পিতার আজ্ঞা পালন ক'চ্ছি। তিনি শুধু তোমার পিতা নয়, আমারও পিতার তুল্য। (বিলম্বে) হাঁ হে সত্য! তোমার বাবা চৌধুরীদেরর ওখানে গিয়েছিলেন, কৈ? সে কথা তো আমায় বলনি? হাঁ,—তারা কি বল্লে?———

সত্য। ও, তোকে বুঝি সে কথা ব'লিনি। তুই তখন বাড়ী ছিলি। বাবা তো প্রথমে তাদের ঐ রকম ব'ল্লেন, তারা সে কথা প্রথম কানেই তুল্লো না। বাবা ক্রমে ছয়দিন ওখানে যান, ক্রমে ক্রমে তাদের বশে আনেন; পরে তারা ধীর ভাবেই ব'ল্লে এখন High court এ মোকদ্দমা উঠবে, এখন কি ক'রে কি হয়। তার পর ব'ল্লে, তবে যাতে আর বিশেষ কোন গোল না হয় তার চেষ্টা ক'র্ব্বে।

যতী। তার পর।———

সত্য। তার পর তো বাবা কয়েক দিন পর ৺কাশীধামে চ'লে যান। আমিই তাঁকে গিয়ে রেখে আসি। পথে ক'লকাতায় দুদিন মুখুয্যে মহাশয়ের বাসায় থেকে যান।

যতী। কেন?———

সত্য। ঐ দিদির সঙ্গে দেখা ক'ত্তে, আর মুখুয্যে মহাশয়কে মোকদ্দমার বিষয় একটু ব'লে যান, যদি High court এ মোকদ্দমা উঠে. তবে একটু চেষ্টা ক'ত্তে। তা, এখন তো দেখতেই পাচ্ছ, বাবার যাওয়ার পরেই High coart এর সঙ্গে কেমন লড়াই চ'লছে।

যতী। হাঁ, তা তোমার ভগ্নীপতি কি ব'ল্লেন?

সত্য। কি আর ব'লবেন! তাইতো তিনি অত ক'রে গেলেন। ইহাঁ দেখ! মুখুয্যে মশায় কাল যে চিঠি লিখেছেন তা'তে বেশ বুঝা যায়, মোকদ্দমায় আমরাই জিতবো। তিনি বেশ একটু আশা দিয়েছ

লিখেছেন তবে এক দুঃখ, কতগুলি টাকার শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেল।

যতী। না। তার কোন মানে নেই। জিতবো তোমায় কে ব'ল্লে?

সত্য। কেউ বলেনি, তবে ঐ চিঠিতে বুঝা যায়।

যতী। কিচ্ছু বুঝা যায় না। আচ্ছা বেশ এখন তোমার বক্তব্য তো শেষ হ'য়েছে। এখন একবার আমার বক্তব্য শোন।

সত্য। বল।——

যতী। বাল তোমার Wife এরসঙ্গে তোমার ব'নে না কেন বল দেখি?

সত্য। আবার সেই কথা তুললে!

যতী। তুলবো নাতো কি? তোমায় ঠিক না ক'রে ছাড়বো ভাবছো? তা হ'চ্ছে না। এখনও ব,লছি মান থাকৃতে গিয়ে তার স্মরণ নেও, ন'ইলে কিন্তু ভাল হবে না (লাঠিদেখাইয়া) দেখছ ই তো এই লাঠি। আচ্ছা, তুমি এমন গর্দ্দভ চন্দ্র কেন বল দেখি? বৌদি কুরূপাও নয়, অতি সুন্দরী; আর সে তোকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, ভক্তিকরে। এমন স্ত্রীকে তুমি হেলায় হারাচ্ছ? কি ব'লব, তুমি হতভাগা।

সত্য। কি বলবো ভাই, প্রকৃত তার কোন ক্রটী আমিও দেখিনে। তবু যেন আমার কেমন কেমন বোধ হয়। সে আমায় ভাল বাসে, ভক্তি করে একথাও ঠিক। তবু কেন যে আমি তার মনের মত হ'তে পাচ্ছিনে, তা ব'লতে পারিনে। আমার এক ধারনা ছিল, বড় লোকের মেয়ে হ'তে real love পাওয়া যায় না। তারা নিজের সুখে, নিজের অহঙ্কারেই মত্ত থাকে, কিন্তু ভাই! সত্য কথা ব'লতে কি, এ'কে পেয়েছি অবধি আমার সে ধারণা দূর হ'য়েছে। কি ব'লব, তুমিও তো দেখছ? ওর চাল চলন দেখে বড় বড়ের মেয়ে ব'লে বোধ হয়? কেমন নিজের বাড়ীর মত কাজ করে, একটু অহঙ্কার নেই, হিংসা নেই,

কাউকে কোন কাজ কত্তে দেয় না ; কিন্তু ভাই, তবু কেন যে আমি তার মনের মতন হ’তে পাচ্ছি না তা বুঝি না।

যতী।—আবার বলি তুমি হতভাগা। (বিলম্বে) যাক, দেখ ;—আজ আর তোমায় ছাড়্‌ছি নে, শোন ;—আমি তোমার Intimate friend তুমি প্রাণের মত আমায় ভালবেসে থাক, আজ তোমার ভালবাসা বুঝ্‌বো, আজ তোমায় আমার কাছে promise কত্তে হবে।

সত্য।—কি, আদেশ কর—

যতী। তুমি promise কর যে আজ থেকে, তুমি তাঁর প্রতি ভাল ব্যবহার কর্ব্বে, তাঁকে ভাল বাস্‌বে, কটু কথাটী বলবে না, সে যা বলবে তাই ক’র্ব্বে, তাঁকে সবরকমে সুখী ক’র্ব্বে—বল,—শীঘ্র বল ;—নইলে কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি কথা বল্‌বো না ;—বল ?—

সত্য। তুমি দেখ্‌ছি ছাড়্‌বে না। বল কি বলতে হবে ?

যতী। কেন, এই যে বল্লুম কানে গেল না বুঝি ?

সত্য। আচ্ছা বল্লুম তোমার কথা মত কাজ ক’ত্তে চেষ্টা ক’র্ব্ব। এখন হলো তো ?

যতী। না, অমনি ব’ল্লে হবে না। promise ক’ত্তে হবে।

সত্য। আচ্ছা কল্লুম ;

যতী। আরে বল্‌ না, আমি যা বল্লুম তাই কার্ব্বি।

সত্য। আবার কি! (হাসিয়া) আপনি যা বল্লেন তা যথাসাধ্য পালন কর্ব্ব।

যতী। (কৃত্রিম রাগের সহিত) আবার ব’লে যথাসাধ্য! ভাল জ্বালা! বল্‌না যে, যা ব’ল্লে তাই কর্ব্ব,—

সত্য। (হাসিয়া) যা ব’ল্লে, তাই ক’র্ব্ব—ক’র্ব্ব—ক’র্ব্ব—

যতী। আমিও কিন্তু দেখে নেবো—নেবো—নেবো—

সত্য। যে আজ্ঞে (সহসা বিস্মিত হইয়া যতীন্দ্রের প্রতি) ওকি ! তুই অ'মার পানে হা ক'রে তাঁকিয়ে রয়েছিস্ যে ? কি ভাবছিস্ ?

যতী। ভাবছি কি শুন্‌বি ? ভাব্‌ছি তুই একটি হতভাগা।

তৃতীয় দৃশ্য।

(কক্ষ—শিবনাথ ও ইন্দ্রনাথ আসীন)

শিব। বাবু, ভগবানের ইচ্ছায় বুঝি আমাদের আর তেমন বিপদের আশা নেই। বামাচরণ বাবু যে রকম লিখেছেন তাতে বেশ আশা পেয়েছি।

ইন্দ্র। বামাচরণ ! সে আবার কে ?

শিব। কেন, সেই যে জামাই বাবুর ভগ্নীপতি—

ইন্দ্র। ও চিনেছি—চিনেছি। (আবেগভরে) বোস মশায় ! বোস মশায় !—বলুন তো আমার কি হয়েছে ? আমি কে ?

শিব। কেন, আপনি আমাদের বাবু !

ইন্দ্র। তাই কি ?—না, না বোস মশায় ; আপনার ভুল হয়েছে। আমি—বোধ হয়—বোধ হয় কি—আমি নিশ্চয়ই প্রেত। আমার কি আর চৈতন্য হবে না ? আমি কি আর মানুষ হব না বোস মশায় ?

শিব। বাবু, আপনার কথায় বড়ই সুখী হলাম। আপনার মতি গতি যে ফিরেছে এতে আমার আনন্দের সীমা নাই।

ইন্দ্র। আনন্দ ! কিসের আনন্দ বোস মশায় ? আমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করুন। আমি যে মহাপাপ করেছি। নিজেতো জাহান্নামে গিয়েছি, কিন্তু দেখুন দেখি আমি কি করেছি ;—আমার পিতা, দেবোপম দয়াময় পিতা, যার তুলনা এ জগতে নেই, যার স্নেহ অগাধ, যার জন্য আমি

সংসার দেখতে পেয়েছি, যার স্নেহের ক্রোড়ে আমি আবাল্য বর্দ্ধিত, যিনি আমার ইহকালের প্রত্যক্ষ ঈশ্বর, যাঁর জন্য আমি মাতৃবিয়োগ ভুলে ছিলাম ;—ওঃ তাঁর সঙ্গে কি পাপাচরন করিছি। তিনি অবশেষে আমার ব্যবহারে সংসারে বিতৃষ্ণ হ'য়ে দেশত্যাগী হ'য়ে চ'লে গেছেন। এ জীবনে কি আর তাঁকে পাবো? আর কি তাঁর শ্রীচরণ দর্শন ক'রে জীবন ধন্য ক'ত্তে পার্ব্বো? তারপর দেখুন আমার পিতার মত পূজ্য তাঐ মশায়, তার সঙ্গে কি দুর্ব্ব্যবহার ক'রেছি, বাবা যাবার সময় তাঁর হাতে হাতে আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন, তার বেশ প্রতিদান দিয়েছি। আর তিনি এমন দয়াল, এত অপমানিত হ'য়েও আমার উপকার কত্তে বিস্মৃত হন নি, তাঁর জন্যই আজ মোকদ্দমার ফল শুভ হয়েছে, আমি অজ্ঞান এতদিন তা বুঝ্‌তে পারিনি। ওঃ আমি কি করেছি। এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে বোস মশায়?

শিব। আপনি ওসব কি বলছেন?

ইন্দ্র। কি বল্‌ছি! তবে শুনবেন কি বল্‌ছি? শুনুন তবে। শুনতে শুন্‌তে আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি হবে না তো? শুনুন, আমার পাপ কাহিণী আমার নিজমুখে ব্যক্ত হচ্ছে।

শিব। বাবু আপনি তো চিরদিন এমন ছিলেন না। সঙ্গদোষে আপনাকে নষ্ট করেছে।

ইন্দ্র। শুনুন, কথা বলবেন না। তারপর আমার বড় আদরের ভগ্নী-পতি সত্যপ্রিয় ;—ভাই তোমায় কত কটু কথা বলেছি, কত অপমান করেছি, অবশেষে তোমায় দেশ ছাড়া কর্ব্ব ব'লে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেম। তারপর পাপ করালীর পরামর্শে,—কি বল্‌ব, বল্‌তে হৃদকম্প হয় ; অমিয়া আমারই আদেশে আমারই উৎপীড়নে বাধ্য হয়ে তোমাদের বাড়ীতে গে'ছে বলে তোমাদের বাড়ী পুড়িয়ে দিতে প্রতিশ্রুত হয়ে

ছিলেম। ওঃ দেখুন তো আমি কি করেছি? এ-কি মানুষে ক'ত্তে পারে! বোশ মশায়—বল্‌তে পারেন?

শিব। আপনি ক্ষেপলেন নাকি?

ইন্দ্র। না ক্ষেপিনি, বোধ হয় এখনও ক্ষেপিনি, তবে ক্ষেপ্‌বো। (বিলম্বে) হাঁ, আবার দেখুন, আপনিও একজন পিতার তুল্য ব্যক্তি, পিতার সময়ের পুরাতন কর্ম্মচারী, আমি আপনাকে কি না ব'লেছি? কিনা করেছি? আপনি কি তা মনে ক'রে রেখেছেন? আপনি আমাকে সেই ছোটবেলায় যেমন ভাল বাসতেন, তেমনি করে আজও আপনি আমাকে পদে পদে অম্লান বদনে রক্ষা ক'রে আসছেন। (দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করতঃ) হায় তাই ভাবি কি করেছি। (বিলম্বে) আবার তারপর দেখুন, যাদের আমি কোনদিন চিনি না, সত্যপ্রিয়ের বন্ধু, তারপর তার ভগ্নীপতি, এদের কোনদিন আমি কিছুই করিনি, তারা দেখুন বিনা-স্বার্থে আমার জন্য কিনা কচ্ছে। আর আমি এমনই নবাব, অহঙ্কারে তাদের ঘৃণা কচ্ছি। আমি ভগবানের তৈরি এমনই শ্রেষ্ঠজীব; আর তারা কিছুই নয়। বাবা মিথ্যা বলতেন না,—যাক সে কথা; তারপর,—

শিব। থাক্, আর বলতে হবে না।

ইন্দ্র। (শুষ্ক হাসি হাসিয়া) কেমন! আমার কথা ঠিক হ'লো তো? আমি বলেছি না আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি হবে, হ'লো তো? না, তা হবে না, আপনাকে আর শুনতে হবে। হাঁ তারপর, তারপর ভাবুন তো আমি কি করেছি,—নিজে তো ম'চ্ছি, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষীদের অপমান করেছি, তাদের শত্রু ভেবেছি। আবার দেখুন স্নেহের প্রতিমা অমিয়াকে বাড়ী থেকে যেতে বলেছি, সে অভিমান ক'রে আমায় ছেড়ে গেছে। তারপর বিনাদোষে অভাগিনী স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ী দূর ক'রে দিয়েছি, সে নিত্য নিত্য মৃত্যু কামনা কচ্ছে,—আর আমি

কি কচ্ছি? আমি প্রমোদকাননে পাপ চাটুকার বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে আমোদে মেতে আছি, তারা আমার বুকে ব'সে বুকের রক্ত পান কচ্ছে, আর আমি হাস্‌তে হাস্‌তে তাদের উৎসাহিত কচ্ছি। চমৎকার! বলিহারি বাপের বেটা! (বিলম্বে) ভাই সত্যপ্রিয়! তোমার পায় ধরে ক্ষমা চাইলে তুমি কি আমায় ক্ষমা ক'র্ব্বে না? আর অমিয়া! স্নেহের অমিয়া! তুইও কি তোর দাদাকে ক্ষমা কর্ব্বি না? আমি তোর দুটি হাতে ধরে সাধবো, জ্ঞানহীন আমি, দুটী কটু কথা ব'লেছি ব'লে অভিমান ক'রে তুই আমায় ত্যাগ করেছিস? অমিয়া! আমি যে তোরই মত পিতৃমাতৃহীন অনাথ, আমার আর কে আছে বোন? তুই আমায় ত্যাগ কল্লে আমি কার কাছে যাবো? আমায় আর কে দাদা ব'লে ডেকে প্রাণ জুড়াবে বোন? আর সুহাসিনি! তুমি! তোমায় কি বলবো? তোমার কাছে ক্ষমা চাইতেও আমার সাহস হচ্ছে না। সত্যি! অভিমানিনি! দেখ এসে তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে, তুমি যাবার সময় ছল ছল নয়নে আমাকে যে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে গিয়েছিলে, দেখ এসে তা সত্য হয়েছে, তোমার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে।

শিব। বাবু, এখন থাক; চলুন এখন একটু বেড়িয়ে আসি, সন্ধ্যা ব'য়ে গেল।

ইন্দ্র। সন্ধ্যা ব'য়ে গেল! যাক না। ও নূতন কিছু নয় তো? ও নিত্যই যায়। আমার সন্ধ্যা আর প্রাতঃকাল কি? আমি যে অন্ধ, আমার দিন রাত সমান। আমার এখন চেঁচাতেই ভাল লাগে, আমি কোথাও যাবো না, আমায় প্রাণভরে চেঁচাতে দিন, প্রাণখুলে একবার প্রাণের কথা বল্‌তে দিন। ওঃ বুঝেছি, আপনার অসুবিধা হচ্ছে, হবার কথাও;—তা আপনি যেতে পারেন, আমি কোথাও যাবো না, আমি আপ্‌নি আপ্‌নি চেঁচাব, না হয় পাগল হব। (আবেগভরে)

সত্যপ্রিয়, ভাই! দেখ এসে আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটেছে, আমি এতদিন অজ্ঞান ছিলাম, দেখ এসে আমি আজ আর সে বড় লোক নেই, আমার সে অহঙ্কার ঘুচেছে, (সহসা বিচলিত হইয়া) ওঃ আমার মাথা ঘুরছে ভাল বোধ হচ্ছে না।

শিব। বাবু খুব হয়েছে, এখন ক্ষান্ত হোন।

ইন্দ্র। ভয়নেই বোস মশায়, মর্ব্ব না। আমার মত পাপীর প্রাণ অত শীঘ্র যাবে না। হ্যাঁ—কি বল্লেন? ক্ষান্ত হব, (উত্তেজিত হইয়া) আমি সেই বেটাকে একবার দেখ্‌বো, তাকে খুনকর্ব্ব; ফাঁসী যাব, তবু খুনকর্ব্ব। করালি! করালি! তোর রক্ষানেই। (হটাৎ অস্থির হইয়া) উঃ আমার যেন কেমন কচ্ছে, বড়ই মাথা ঘুড়ছে (মাথায় হাতদিয়া) বোস মশায়! আমার ভাল লাগ্‌ছে না—ওঃ—(পতন)

শিব। এঁ্যা! কি হ'ল—কি হ'ল! অত চেঁচালে অসুখ কর্ব্বে না? এখন একটু চুপ ক'রে থাকুন দেখি। ডাক্তার বাবুকে ডাকবো কি?

ইন্দ্র। ডাক্তার ডাকৃতে হবে না, আপনি চুপ করুন। ঐ দেরাজ থেকে একটু গোলাপজল আমার মাথায় দিন।

শিব। (তথাকরন)

(ইন্দ্রনাথের অল্পে অল্পে নিদ্রাবেশ)

(ধীরে ধীরে করালীর প্রবেশ)

করা। বোসমশায়! ও শুয়ে কে? ইন্দ্রনাথ নয়?

শিব। মশায়! বেশী গোল কর্ব্বেন না, অনুগ্রহ ক'রে একটু চুপ করুন।

করা। কি মশাই! অত চটে উঠ্‌লেন কেন? আমি তো কোন মন্দ কথা বলিনি, ধীর ভাবে কথাটা বল্লুম তাই এত রাগ?

শিব। মশায়, রাগের কথা কি বল্লেম? ওঁর শরীর অসুখ তাই গোল কত্তে নিষেধ কল্লেম। (ইন্দ্র নাথের প্রতি চাহিয়া ও দেখিয়া, ধীরে ধীরে) করালি বাবু! শুনুন এক কথা,

করা। বলুন না?—

শিব। মশাই, যদি প্রাণে বাঁচতে চান এই বেলা পালান;—নইলে বাবু উঠ্‌লে আপনার রক্ষা থাকৃবে না।

করা। মশায়, আপনি একি বল্‌ছেন? কিছু খেয়েছেন নাকি?

শিব। বন্ধুর মত বল্লেম এই বেলা পালান।

করা। বলি, আপ্‌নি ক্ষেপ্‌লেন নাকি? আমি কি করেছি যে পালাব।

শিব। কি বল্লেন! আপনি কি করেছেন। আপনি কি না করেছেন? আপ্‌নি সর্ব্বনাশ করেছেন। আপ্‌নি আমাদের বাবুকে নরকে ডুবিয়েছেন (দৃঢ়ভাবে) তোমার কীর্ত্তিগাথা কত বলব, তুমি পশু! যে সব নীচ প্রবৃত্তির লোক বাবুর কোনদিন দেখাটি পর্য্যন্ত কর্ব্বার আশা ক'ত্ত না, তারা, তোমার জন্য শুধু তোমারই কুমন্ত্রবলে তারা আজ কাল বাবুর পারিষদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তার মূলই তুমি। সে সব কুকুরকে তুমিই প্রশ্রয় দিয়েছ, তোমার পাপ কাহিনী বলতে গেলে দিনে কুলোবে না, তবু তুমি ব'ল্‌ছ কি করেছ! কি বল্‌বো তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে ঘৃণা বোধ হয়। এসংসারে তোমার বন্ধুবল্‌তে কেউ নেই, দুটী ভাল কথা বলে এমন লোক তোমার এ সংসারে নেই;—তবুও—বল্‌ছি এই অবস্থায় আমিই তোমার একমাত্র বন্ধু। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও—তবে এই বেলা পালাও।

করা। এ নিশ্চয় ক্ষেপেছে। ভাল—ভাল—সে দেখা যাবে।

শিব। তবে মর। আর কি কর্ব্ব;—এখনও বলছি ভাল চাও তো পালাও।

করা। দেখা যাবে—দেখা যাবে—

ইন্দ্র। (ধীরে ধীরে জাগরিত হইয়া) কি দেখা যাবে করালি ?

করা। না—কিছু নয়।

ইন্দ্র। কিছু—নয় কেন ? বলই না !

করা। না,—এই—বোস মশায় শুধু—শুধু আমার উপর ভারি চটে গেছেন, যা খুসী তাই বল্‌ছেন।

ইন্দ্র। হুঁ ! তা'তে তোমার মান গেছে, না ? তুই এত বড়ই মানী ! আচ্ছা মান বের কচ্ছি। বোস মশায় ! আপনার পায়ের জুতো খুলুন তো ? বেটাকে ঘা কতক লাগিয়ে দিন তো ?—তার পর আমি আছি।

শিব। ছি—ছি—বাবু, একি বলছেন ? উনি যে ব্রাহ্মণ।

ইন্দ্র। কে ব্রাহ্মণ ! ও যদি ব্রাহ্মণ তবে চামার কে ? ব্রাহ্মণের প্রবৃত্তি এমন চামারের মত হতে পারে ? কখনই না, (সক্রোধে) করালি !

করা। একি ! তুমিও ক্ষেপলে নাকি হে ? ওহে আমি যে করালী গো !

ইন্দ্র। (রহস্য করত) ওঃ তাই নাকি ? ব'ধু ! তোমায় আর চিনি নে। খুব চিনেছি। তুমি আমার হিতকারী বন্ধু, তা আর জানিনে। তা দূরে দাঁড়িয়ে কেন ? কাছে এস, ব'সো, গল্প সল্প করি,—কি জান এই ঘুমের ঘোরে যা তা একটা ব'লে ফেলেছি তা মনে কিছু ক'রো না।

করা। (অগ্রসর হইয়া উপবেশন) না—না, তাতে আর কি হয়েছে, (হাসিয়া) আজ বুঝি কিছু বেশী মাত্রায় খাওয়া হ'য়েছে, না ?

ইন্দ্র। হাঁ,—ঠিক অনুমান করেছ।

করা। তাই—তো বলি ইন্দ্র নাথ কি—

ইন্দ্র। (সহসা করালীর—চুল ধরিয়া) তবে রে শূয়ার,--বিশ্বাস ঘাতক—, এই বার তোমায় দেখাচ্ছি—কেমন?

করা। (চেঁচাইয়া) আরে গেলুম, গেলুম, বড় লাগে। ঠাট্টা রাখ। আমি তোমার কি করেছি যে অমন কচ্ছ?

ইন্দ্র। (বিদ্রূপের হাঁসি হাসিয়া সমধিক উচ্চকণ্ঠে) কি বল্‌লেন, আপ্‌নি আমার কি ক'রেছেন? হতভাগ্য! তুই জানিসনে আমার কি করেছিস? হারে পাজি! তুই আমার কি না করেছিস বল দেখি? আমার সোনার সংসার শ্মশান হওয়ার মূল তুই না কি? তোরই পাপ কুহকে আমার পাপ প্রবৃত্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, তোরই কুমন্ত্রনায় আমি পশু প্রকৃতি হয়েছি। কি বলব তোর জন্য আমি পরম পূজ্য দয়ার সাগর পিতার স্নেহে চির বঞ্চিত রয়েছি। নইলে আমার কিসের অভাব? আমি দেব দেবীর সহবাস ছেড়ে স্বর্গসুখ ছেড়ে তোর মত ছোটলোক ও বদমাইসদের সঙ্গে পূতিগন্ধময় নরকে পচে মচ্ছি। তোরই কুহকে ক্ষণস্থায়ী লালসাময়ী পার্থিব সুখকে চরম সুখ জ্ঞানে অপার্থিব অনির্ব্বচনীয় সুখকে জলাঞ্জলি দিতে বসেছি,—তুচ্ছ কাচখণ্ডের বিনিময়ে তোদের হাতে আমার অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে বসেছি; তোর জন্য আমার সুখ গেছে, শান্তি গেছে, আমি মানুষের বের হয়ে গেছি;—তবু বল্‌ছিস তুই আমার কি করেছিস? প্রথম প্রথম তোর বাহ্যিক বাক্যচ্ছটায় ভুলে, তোর বাহ্যিক সরল মুখখানি দেখে তোর মায়ায় প'ড়েছিলেম তোকে সৎ জেনে প্রশ্রয় দিয়েছিলেম; শেষ তার ফল হাতে হা'তে পেয়েছি, তার জন্য মজেছি;—নইলে যদি আগে জানতুম তোর ভিতরে এমন গুপ্ত ছুরিকা লুক্কায়িত আছে, তবে কি তোকে কাছে আসতে দিই; তা না হলে তুই পথের কুক্কুর, তোর সঙ্গে আমার কিসের প্রণয়?

কিসের ভালবাসা ?—কি ভাবছিস ? তোর আজ রক্ষা নেই,—আমার চক্ষু ফুটেছে, তোকে আজ খুন ক'রে ফেল্‌বো।

(লাথি ও চপটাঘাত)

করা। গেলুমরে—বাবারে—ইন্দ্রনাথ—ইন্দ্র—

ইন্দ্র। চোপরও। আজ বাবা কি মহাবাবা এলেও রক্ষানেই (দৃঢ় স্বরে) এই ! তুই যে আমার নাম ধরে ডাকছিস্‌ ? ছোটলোক কোথাকার। তোকে আজ দরোয়ান দিয়ে জুতো খাওয়াব তবে ছাড়বো, তুই যে মহাপাপ করেছিস তার যোগ্য দণ্ড হ'চ্ছে তোকে মেরে ফেলে দেওয়া, তা তোকে মার্ব্ব না ভয় নেই। তোকে মেরে পশুহত্যার পাতকী হব না (চেঁচাইয়া) এই ! পাহাড়ায় কে ?—

(নেপথ্যে) হুজুর—

(দৌবারিকের প্রবেশ)

ইন্দ্র। এই বেটাকে নিয়ে যাও। একে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ীর বের করে দেও। সাবধান ও যেন আমার বাড়ীর ত্রিসীমায় আসতে না পায়।

দৌবা। বহুত আচ্ছা। (করালীর প্রতি) এস বাবু—

করা। সাবধান।

ইন্দ্র। (সক্রোধে) আমিও বল্‌ছি সাবধান। (দৌবারিকের প্রতি) তুমি হা করে দাঁড়িয়ে রইলে যে ? যাও, শূয়ারকে গলাধাক্কা দিয়ে এখনি আমার বাড়ীথেকে বেরক'রে দেও।

দৌবা। (আপত্তির ভাব দেখাইয়া) হুজুর—

ইন্দ্র। (সক্রোধে) উল্লুক—

(দৌবারিকের করালীর গলায় হস্ত দ্বারায় আকর্ষন)

করা। (স্বগত) কি অপমান ! ওঃ, ভগবান তুমি কি নেই ॥

চতুর্থ দৃশ্য।

(অন্দরবাটী, খিড়কির পুকুর ঘাট। কলসি কক্ষে গীত গাইতে গাইতে অমিয়ার প্রবেশ)

গীত।

এস এস এস নাথ এস হৃদয়ে।
আমি দাসী তব এসেছি দেখ প্রভু চাহিয়ে।
আমি বহু সাধপ্রাণে পুরেছি,
আমি বহু আশা ক'রে এসেছি,
আমি বহু বাধাপেয়ে বহুব্যথা সয়ে
এসেছি তোমার লাগিয়ে।
চির দগ্ধ মরম ব্যথা,
আছে মোর হৃদয়ে গাথা,
তুমি দেখ যদি সখা দেখাতেও পারি
এখনি হৃদয় চিরিয়ে।
তুমি দেব দয়ার সাগর,
প্রেম পিরিতি নাগর,
আমি জানিনা ভকতি বুঝিনা স্তুতি
দেও হে আমারে বুঝায়ে।

(সহসা হাসিতে সাসিতে সত্যপ্রিয়ের প্রবেশ)

সত্য। আমি কিন্তু আড়াল থেকে সব শুনেছি।

অমি। (ঈষৎ হাসিয়া) সত্যি নাকি? মিছে কথা। বল সত্যি শুনেছ?

সত্য। হাঁ শুনেছি, তাতে কি হয়েছে? অমিয়! তুমি এত সুন্দর গাইতে পার।

অমি। কে বল্লে আমি গাইতে পারি? যাও!

সত্য। তা তো বুঝলেম, এখন আপন মনে গাইতে গাইতে কোথায় যাচ্ছ বল দেখি?

অমি। কেন বল দেখি?

সত্য। না, বলছিলেম কি, এই আর একটী গান গাইলে'হত না?

অমি। যাও তুমি ভারি দুষ্ট। আমার জল আনতে হবে, বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে।

সত্য। এখনই না গেলে হয় না? বলি তুমি এত কাজ কাজ করে ব্যস্ত হও কেন? তোমার কি এত কাজ করা ভাল দেখায়?

অমি। কেন দেখাবে না?

সত্য। তুমি বড় লোকের মেয়ে, অত কাজকর্ম্ম করা তোমার শোভা পায় না।

অমি। (হাসিয়া) কেন, বড় লোকের মেয়ের কাজ ক'ত্তে নিষেধ আছে নাকি?

সত্য। না, তোমার সঙ্গে আমি কথায় পার্ব্বোনা। আচ্ছা আগে তোমার চেহারা কি সুন্দর ছিল, এখন দেখতো কেমন খারাপ হয়ে গেছে।

অমি। তোমার কি এখন সে চেহারা আছে?

সত্য। হয়েছে,—আমায় ক্ষমা কর, তোমার সঙ্গে আমি কথায় পার্ব্বো না।

অমি। ক্ষমা কত্তে পারি, যদি বল যে আমার গান শোননি।

সত্য। যদি বলি শুনেছি—তবে—

অমি। না, তুমি থাক, আমি যাই। আবার কেউ দেখতে পাবে, বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে, ঢের কাজ কর্ব্বার আছে, যাই—

(প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

সত্য। আহা, যেন সরলতার আধার স্বর্ণপ্রতিমাখানি। হায় আমি অন্ধ। এতদিন এ রত্নকে চিনতে পারি নি। যতীন মিথ্যা বল্‌তো না, সত্যই আমি হতভাগা। আর যতীন! তুমিই এই শুভ ঘটনার মূল হেতু। তোমার ন্যা বন্ধু লোকে সাধনা করেও পায় না। তাই বলি এই দুঃখ অশান্তিময় সংসারে তোমার ন্যায় বন্ধু আর অমিয়ার মত স্ত্রী যার, তার কিসের দুঃখ! কিসের অভাব!

(প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন)

(মিলনমন্দির। সত্যপ্রিয়)

সত্য। (স্বগত) এখন আর চিন্তা করি না। যতীনকে আর ভয় নেই, ওকে দেখে আমার বাঘের মত ভয় ক'ত্ত। সে ভয় এখন ঘুচেছে। আমি অমিয়াকে এখন ভালবাসতে শিখেছি। তার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হ'তে শিখেছি। আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, স্ত্রীর কুহকে পল্লে মনুষ্যত্ব হীন হ'তে হবে, লোককে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পার্ব্ব না; সে ধারণা ভুল। স্ত্রী যদি স্ত্রীর মত হয়, সে যদি স্বামীর বশবর্ত্তিনী হয়, তার ঘাড়ে চ'ড়ে না বসে, স্বামী কুৎসিৎ বা দরিদ্র হ'লেও যে স্বামীকে স্বামী জ্ঞানেই ভক্তি করে, ভালবাসে, সেই তো প্রকৃত স্ত্রী। আর সেই

প্রকৃত স্বামী, যে স্ত্রীকে সুখী ক'ত্তে পারে, স্ত্রীকে সুশিক্ষা প্রদানে জ্ঞানালোকে নিয়ে যেতে পারে, তার অপরাধ ত্রুটী সাধ্যমত সংশোধন ক'ত্তে পারে ; তাহ'লে আর চাই কি ! তার সংসার সুখের নিকেতন, সে মর্ত্তে থেকেও স্বর্গীয় সুষমার পবিত্র মাধুরী লাভ করে। আমিও আজ সেই সুখের সাগরে ভাস্‌ছি। আমার স্ত্রীর আন্তরিকতায় ও সরলতায় আমার মনুষ্যত্ব ফিরে এসেছে, আমি মানুষ হয়েছি। তাই তো বলি স্ত্রী যদি স্ত্রীর মত হয় তবে আর দুঃখ কিসের।

(হাসিতে হাসিতে যতীন্দ্রের প্রবেশ)

সত্য। কিরে যতীন ! খবর কি ? হাসছিস যে ?

যতী। Telegram এসেছে, চৌধুরী বাবুরা জিতেছে, তাই হাস্‌ছি।

সত্য। (বিস্মিত হইয়া) চৌধুরী বাবুরা ! কি বল্‌ছিস তুই ! দেখি Telegram, তামাসা কচ্ছিস বুঝি ?

যতী। এই দেখ না ; (টেলিগ্রাম প্রদান)

সত্য। (পড়িয়া হাসিতে হাসিতে) কৈরে ! এই বুঝি চৌধুরী বাবুরা জিতেছে না ? লেখাপড়া শিখেছিলি কেন ?—

যতী। আরে না হয় ইন্দ্রনাথ বাবুই জিতেছে, ও একই কথা, না হয় একটা ভুলই হয়েছে।

সত্য। না, এসব মারাত্তক ভুল বড় খারাপ। যাক,—তারপর আর এক কথা শুনেছিস্ ?—

যতী। (সোৎসাহে) কি—কি ?—

সত্য। শুনিস্ নি ইন্দ্রনাথ বাবু মানুষ হয়েছেন, তাঁর ঘাড়ে যে দুর্ব্বদ্ধি চেপেছিল তা ছেড়ে গেছে, তাঁর ভ্রম সে এখন বুঝ্‌তে পেরেছে।

যতী। (হাসিয়া) সত্যি নাকি! তুই জান্‌লি কেমন করে?

সত্য। শিবনাথ বাবু আমায় ব'ল্লেন। হাঁ, তিনি আরও বল্লেন, তিনি নাকি আমাদের এখানেও আস্‌ছেন।

যতী। কে?

সত্য। ইন্দ্রনাথ বাবু।

যতী। অসম্ভব কথা। একথা আমার বিশ্বাস হয় না।

(সহসা ইন্দ্রনাথের প্রবেশ)

ইন্দ্র। কেন বিশ্বাস হবে না ভাই!

সত্য। (আশ্চর্য্য হইয়া) এঁ্যা। ইন্দ্রবাবু! আপ্‌নি এখানে?

ইন্দ্র। সত্যপ্রিয়? আমার কাছে এস না। দূরে দাঁড়িয়ে থাক। আমি পাপী। আমায় তোমরা স্পর্শ ক'রো না ভাই! আমায় দয়া ক'র্ব্বে? আমার প্রতি কি তোমাদের করুণা হবে? আমি নরাধম। আমি এতদিন মোহবশে, পাপসহচরের সঙ্গ দোষে তোমাদের চিন্‌তে পারিনি। এখন আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি, এখন আমি জ্বলে পুড়ে ম'চ্ছি, পাপ করালীকে তাড়িয়েছি। ওহো! আমার জ্ঞান চক্ষু এতদিনে ফুটেছে। আমি বুঝেছি তোমরাই আমার একমাত্র হিতাকাঙ্খী। আমি যে আজ মোকদ্দমায় জিতেছি তারও মূল তোমরা। ভাই! ভাই! (সত্যপ্রিয়ের হাত ধরিয়া) আমায় কি ক্ষমা ক'র্ব্বে?

সত্য। ছিঃ ছিঃ ইন্দ্রবাবু এ আপ্‌নি কি বল্‌ছেন?

ইন্দ্র। বল ভাই! আমায় ক্ষমা ক'র্ব্বে?

সত্য। আপ্‌নি কি ক'রেছেন যে ক্ষমা ক'র্ব্ব?

ইন্দ্র। সত্য? ভাই? তুমিও বল্‌ছ আমি কি ক'রেছি? কেন আমার পাপকাহিনী কি তুমি জান না? ভাই? তবে কেন ওকথা ব'লে আমায় আর লজ্জিত ক'চ্ছ?

সত্য। ইন্দ্রবাবু, আপনার মতি গতি ফিরেছে এতে বড় সুখী হ'লেম, ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা ক'চ্ছি তিনি আপ্নাকে সুখী করুন।

ইন্দ্র। ভাই! ওকি বল্ছ! আমার মত পাপীর প্রতি কি ঈশ্বরের করুণা হয়? তা হয় না। হ'তে পারে না। তোমাদের ক্ষমা তো আগে পেয়ে নি, তার পর দেখ্‌বো ঈশ্বর ক্ষমা করেন কি না! ঈশ্বর তো এখনও বহু দূরে। এখন তো কেবল মনাগুণে পুড়্‌তে আরম্ভ ক'রেছি। আগে পুড়ে শেষ হই, অঙ্গার হই, ভষ্ম হই; তার পর তো ঈশ্বর। সে এখনও অনেক দূরে। এখন তোমাদের করুণাই আমার ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের কাজ ক'র্ব্বে? (সত্য প্রিয়ের হাত ধরিয়া) বল ভাই! আমায় ক্ষমা ক'র্ব্বে।

সত্য। ইন্দ্র বাবু!

ইন্দ্র। ভাই! ভাই!

(উভয়ের আলিঙ্গন)

যতী। ইন্দ্র বাবু! আপ্নার ব্যবহারে বড় সন্তুষ্ট হইলেম। সেই আপ্নি এই হ'য়েছেন। আশ্চর্য্য! যাক্ আপ্নি যে আপ্নার হিতকারিদের চিন্‌তে পেরেছেন, তা'তে আরও সুখী হ'য়েছি।

ইন্দ্র। যতীন বাবু! আমার মনের ময়লা মুছে গেছে। আমি আর বড় লোক নই। সে গর্ব্ব ঘুচেছে। আমি এতদিন নরকে প'চে ম'চ্ছিলেম। এতদিনে নন্দনের অম্লান পারিজাতের সৌরভ পেয়েছি। এতদিনে আমার অজ্ঞান নয়ন ফুটেছে। এতদিনে জ্ঞানের আলো পেয়েছি। সত্যপ্রিয়! বল ভাই! আমায় ক্ষমা ক'র্ব্বে না?

সত্য। আমি ক্ষমা ক'ল্লে আপ্নি সুখী হন?

ইন্দ্র। শুধু সুখী নয় ধন্য হই; ঈশ্বরের ক্ষমা পাবার পথে দাঁড়াতে পারি।

সত্য। আমি আপ্নার কোন অপরাধ দেখি না তবু আপ্নি

রাজরাজেশ্বর হ'য়ে আমার বাড়ীতে দীন হীনের মত, আমার কাছে দাঁড়িয়ে ক্ষমা ভিক্ষা ক'চ্ছেন এ দৃশ্য আর দেখতে পারি না। কাজেই আমি নগণ্য ব্যক্তি হ'লেও আপনাকে ক্ষমা ক'ত্তে বাধ্য হ'লুম। আমি আপনাকে ক্ষমা ক'ল্লুম।

ইন্দ্র। আর যতীন বাবু! আপনি আমায় ক্ষমা ক'র্ব্বেন না?

যতী। বলেন কি! আমারও ক্ষমা ক'ত্তে হবে নাকি? জীবনে আমি কাউকে তো কোন দিন ক্ষমা ক'রিনি, তবে ক্ষমা চেয়েছি। ক্ষমা কেমন ক'রে করে তা তো আমি জানিনে।

সুতা। যতীন! আর মিছা মিছি বক'লে কি হবে? ক্ষমা না কল্লে উনি কি ছার্ব্বেন? ইন্দ্র বাবু আমাদের পরীক্ষা ক'ত্তে চান। আমি ক্ষমা করেছি, তুমি পার্ব্বেনা?

যতী। তুমি যখন ব'লছ, না ক'রে কি করি। ইন্দ্র বাবু ক্ষমা ক'র্ব্বেন,—আমি আপনাকে ক্ষমা ক'র্ব্বার সম্পূর্ণ অযোগ্য হলেও সত্য ভায়ার অনুরোধে ও আপনার আগ্রহে আমি ক্ষমা—

ইন্দ্র। ব'লুন—ক্ষমা কল্লুম।

যতী। ক্ষমা ক'ল্লুম।

ইন্দ্র। ওঃ! আজ কি আনন্দ! আমার পাপের বোঝা অনেক ক'মে গেছে। ভগবান! তুমি অনেক দূরে হ'লেও এখন তোমার করুণা পাবার আশা রাখি। সত্যপ্রিয় তোমরা থাক, আমি যাই। আর একজনের কাছে আমার ক্ষমা চাইতে হবে।

সত্য। (ইন্দ্রনাথকে ধরিয়া) ইন্দ্র বাবু! অমন ক'চ্ছেন কেন? আবার কোথায় যাচ্ছেন?

ইন্দ্র। ছাড়! ছাড়! ছেড়ে দেও। আমি একবার অমিয়ার কাছে যাব। তার হাতে ধ'রে ক্ষমা চাইব। ওঃ; তাকে বড় যন্ত্রনা

দিয়েছি, বড় মনকষ্ট দিয়েছি, সে তাই অভিমান ক'রে আমায় ছেড়ে পালিয়েছে। বহুদিন হয় তার হাসিমুখ দেখিনে, দাদা ডাক শুনিনে। আমায় ছেড়ে দেও ভাই আমি যাই—(প্রস্থানোদ্যত)—

(সহসা উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া করালীর প্রবেশ)

করা। ইন্দ্রনাথ—দাঁড়াও।

(সহসা সকলের চমকিত হওয়া)

ইন্দ্র। (আশ্চর্য্য হইয়া ঘৃণার ভাবে) একি! তুমি এসময় এখানে কেন?

সত্য। করালি বাবু!—এবেশে—এখানে কি উদ্দেশ্যে?—

করা। ইন্দ্রনাথ,—এসেছি কেন শুনতে চাও? তাই তো বলতে এসেছি—

ইন্দ্র। আমি তা শুনতে চাই না। তোমায় আমার বাড়ীর ত্রিসীমায় আসতে বারণ করেছি স্মরণ আছে?

করা। আছে।

ইন্দ্র। তবে—

করা। আমি তো তোমার বাড়ীর ত্রিসীমায় আসিনি। যাক্ এখন আমার কথা শুনবে কি?

ইন্দ্র। কোন দরকার নেই।

করা। কোন দরকার নেই!

ইন্দ্র। না।

করা। কেন?

ইন্দ্র। কেন তার কৈফিয়ৎ চাই নাকি?

করা। চাই বৈকি! কেন একদিন ছিল সেদিন তো আমার কথা শুনতে; তবে আজ শুনবে না কেন?

ইন্দ্র। সেদিন চলে গেছে। এখন সে নরক ভোগ আর নেই।

করা। বল কি! নরক তোমার সামনে থাকতে নরক ভোগ ঘুচেছে মনে করেছ? এ তোমার ভ্রান্তি! আগে নরক দূর কর তার পর বলো নরক ভোগ আর নেই।

ইন্দ্র। যাও আমি তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে ইচ্ছা করি না।

করা। তা কর্ব্বে কেন? এখন স্ত্রী পেয়েছ, বোন পেয়েছ, ভগ্নীপতি পেয়েছ, আপনার জন পেয়েছ এখন আর আমার সঙ্গে কথা কই'বে কেন? দেখ ইন্দ্রনাথ! শোন,—তোমার মত আমারও ভাই বোন মা বাপ স্ত্রী সবই আছে; আমারও একটা সংসার আছে আমিও মানুষ পশু নই।

ইন্দ্র। কে বল্লো তুমি মানুষ, তুমি মানুষ হ'লে আর পশু কে?

করা। তা বলতে পার বটে, আমি তোমায় দুশ্চরিত্র করেছি, কুসঙ্গে মজিয়েছি, কু পরামর্শ দিয়েছি এই বলতে চাও তো?

সত্য। উনি কি বলবেন? কেন আপ্‌নি তা নিজে বুঝতে পাচ্ছেন না?

করা। সত্যপ্রিয়—ভাই! তুমি চুপকর তোমরা কোন কথা ব'লো না আমার দুটী কথা বলবার আছে, তা বলেই আমি চলে যাব। তোমাদের সুখের ব্যাঘাত কর্ব্ব না। (বিলম্বে) ইন্দ্রনাথ! তুমি আজ যেমন জ্বলে পুড়ে মচ্ছ, আমরাও সেইরূপ দাহ উপস্থিত হয়েছে; তবে তোমার ক্ষণিক আর আমার জীবন ব্যাপী। তোমার এ পাপের সাজা অতি অল্প কাল ভোগ ক'ত্তে হবে, আর আমাকে অনন্ত কাল ভোগ ক'ত্তে হবে;—এই প্রভেদ। (বিলম্বে) সে একদিন ছিল, যেদিন আমার সংসার একদিকে ছিল, আর তুমি একদিকে ছিলে, তোমাকে আমি সত্যই প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতেম। আমার সংসার পুড়ে ভস্ম হ'য়ে গেলেও আমি তার দিকে একবারও ফিরে তাঁকাই নি; তোমার কাছে ছুটে এসেছি! আহা সে

ভালবাসায় যদি এই কু প্রবৃত্তি রূপ রিপু না থাকতো, তবে আজ আমারমত সৌভাগ্যশালী কে? (ক্ষণ বিলম্বে) দিনে দিনে অধঃপাতে গিয়েছি তাতে জ্ঞান ছিল না, দিন দিন লালসার তীব্র বিষে জর্জ্জরিত হয়েছি তোমাকেও জর্জ্জরিত করেছি। পূর্ব্বাপর ভাবি নাই, ভবিষ্যৎ ভাবি নাই, পরিণাম ভাবি নাই। নিত্য নূতন বিলাস তরঙ্গে গা ঢেলে দিয়েছি; ইন্দ্রনাথ! তোমার যেদিন থেকে জ্ঞান হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে, আমিও সেই দিন হ'তে একটু একটু জ্ঞান লাভ ক'ত্তে আরম্ভ ক'রেছি। যে-দিন তোমায় আমায় বিচ্ছেদ হল, যেদিন তুমি আমায় তাড়িয়ে দিলে, সেই দিন হতেই আমি সব বুঝতে পেরেছি। কোন দিন তোমার পিতার কটুবাক্যে যা বুঝি নাই, নিজের পিতা মাতার তিরস্কারে যা বুঝি নাই, লোক নিন্দায় যা কোন দিন বুঝি নাই বা তাতে গ্রাহ্য করি নাই,—সেই দিন দরোয়ানের গলাধাক্কা খেয়ে—তা বুঝেছি। এখন আমিও জ্বলে পুড়ে মচ্ছি। এ দাহের জ্বালা কাউকে বলবার নয়; বুঝাবার নয়; এ দাহ অন্তর্দাহ। তুমি একদিন বন্ধু ছিলে তাই বলতে ছুটে এসেছি। যেম্নি পূর্ব্বে ছুটে আসতুম।

ইন্দ্র। (শুষ্ক হাসি হাসিয়া) এ কথা তোমার মত চাটুকারের মুখেই শোভা পায়। একথা শুনলেও হাসি পায়।

করা। (আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে) ইন্দ্র নাথ! ইন্দ্র! এত নির্দ্দয় তুমি? তোমাকে মনের কথা বলতে আমি সংসার ফেলে পিতা মাতা স্ত্রী সব ফেলে ছুটে এলুম, আর তুমি বললে কিনা হাসি পায়! আচ্ছা কি কল্লে তোমার বিশ্বাস হয়? শপথ কল্লে বিশ্বাস হবে কি?

ইন্দ্র। না—কখনই না। শতবার শপথ কল্লেও তোমার কথা বিশ্বাস হয় না। একবার—তোমায় বিশ্বাস ক'রে তার বেশ ফল পেয়েছি, আর না। বরং ক্রূর সর্পকে বিশ্বাস কত্তে পারি, তবু তোমাকে নয়।

করা। বেশ! তুমি এখন তোমার স্ত্রী পরিজন নিয়ে সুখে সংসার কর। আমি যাই। তোমার মাত্র অনুশোচনায় তোমার পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হবে, আবার সব হবে, আবার চাঁদ হাসবে কমল ফুট্‌বে, কিন্তু আমার তো তা হবে না, আমার পাপ অনন্ত, অপরিমেয়, কাজেই তার বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন; সে প্রায়শ্চিত্ত সংসারে থেকে হবে না, স্ত্রী পুত্র পরিবারের মুখের পানে চেয়ে চেয়ে হবে না। সে অদৃষ্ট আমার নেই; তাই—ইন্দ্রনাথ, আজ সব থাকতে সব ছেড়ে চল্লুম, ভাল ক'রে প্রায়শ্চিত্ত ক'ত্তে হবে।

ইন্দ্র। (বিদ্রুপচ্ছলে) এ দিব্য জ্ঞান তোমায় কে দিলে?

করা। কে দিয়েছে শুনবে?—দিয়েছে তোমার সেই দরোয়ান,—আর তার গলাধাক্কা।

ইন্দ্র। বেশ,—তোমার বক্তব্য শেষ হয়েছে তো?—এখন তুমি যেতে পার।

করা। যাব—যাব,—আর তোমার বল্‌তে হবে না। আমি অমনিই যাব। এবার তোমায় দরোয়ান ডাক্‌তে হবে না। যাবো বলেই বাড়ী থেকে চির বিদায় নিয়ে এসেছি তোমার কাছেও তাই বিদায় নিতে এসেছিলেম, কিন্তু বড় দুঃখ রইল,—ইন্দ্রনাথ! বড় সাধে তোমার কাছে ছুটে এসেছিলেম, বড়ই ইচ্ছা ছিল তোমাকে একটু মনের কথা বলে যাব, আর ইচ্ছা ছিল তোমার কাছে একবার ক্ষমা—

ইন্দ্র। তোমায় ক্ষমা কর্ব্বার আমার অধিকার কি। পারতো ঈশ্বর চরণে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রো।

করা। উত্তম! তবে এই শেষ দেখা—।

(প্রস্থানোদ্যত)

ইন্দ্র। দাঁড়াও। একটা কথা?—

করা। বল।

ইন্দ্র। তুমি কি সত্যই বাড়ী থেকে চিরবিদায় নিয়ে এসেছ ?

করা। হা—এসেছি।

ইন্দ্র। কেন ?

করা। তা তো বলেছি, প্রায়শ্চিত্ত ক'ত্তে।

ইন্দ্র। শুধু কি তাই ?

করা। না।

ইন্দ্র। তবে কি ?

করা। এ পাপ মুখ আর পরিচিত লোক সমাজে দেখাব না ঐই উদ্দেশ্যে আর—এ অপমানিত কলঙ্কিত জীবনকে আজ নিজের জন্মভূমির নিজের দেশের নিকট হ'তে চির বিদায় নিব এই উদ্দেশ্যে।

ইন্দ্র। বিদায় নিয়ে কোথা যাবো ?

করা। (উচ্চকণ্ঠে) যেথানে জন্ম ভূমির কথা নাই, দেশের কথা নাই, যেথানে এথানকার লোক নাই, এথানকার কথা নাই; যেথানে এথানকার বাতাস, এথানকার জল, এথানকার চন্দ্র সূর্য্য নাই, যেথানে এথানকার নাই বলতে কিছু নাই, সেইথানে যাব।

ইন্দ্র। তোমার সংসার ?

করা। (উদাস ভাবে) ভেসে যাক।

ইন্দ্র। স্ত্রী পুত্র ?

করা। চুলোয় যাক।

ইন্দ্র। ভাই বোন ?

করা। তাদের পথ দেথবে।

ইন্দ্র। পিতামাতা ?

করা। কুপুত্রহীন হবে।

ইন্দ্র। করালি—এতদূর! সবেরই একটা ধৈর্য্য আছে।

করা। আমি ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করেছি।

ইন্দ্র। (উচ্চকণ্ঠে) করালি! আর তোমার উপর কোন সন্দেহ নেই, তুমি তিল তিল ক'রে আমার সন্দেহ ভঞ্জন ক'রেছ যাও এইবার আমি তোমায় ক্ষমা কল্লেম। যাও ভাই! তোমার গন্তব্য পথে,তুমি নির্ভয়ে চ'লে যাও, আমি তোমায় থাকৃতে অনুরোধ কর্ব্বনা। তোমায় আমায় আর দেখা না হওয়াই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। তুমি আমার কথা ভুলে যাও, আমিও তোমার কথা ভুল্‌বো। আর আজ হ'তে তোমার পরিবার বর্গ আমার পরিবারশ্রেনীভুক্ত, আজ হতে তাদের ভার আমি স্বয়ং গ্রহন ক'ল্লেম।

করা। সুখী হলুম। ঈশ্বর তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্ব্বেন। ভাই! এখন তবে বিদায় দেও। (উভয়ের আলিঙ্গন, তৎপর অশ্রু মুছিতে ২ উভয়ের বিপরিত দিকে প্রস্থান)

যতী। অবাক কল্লে বাবা।

সত্য। দেখছিস ভাই উভয়েরই কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যেন সে লোকই নয়!

যতী। ঐ তো যার হয় অমনিই হয়। তুই ও তো তাই। ও কিরে! তুই কি ভাব্‌ছিস?

সত্য। ভাব্‌ছি এদের কথা, আর কি ভাব্‌ব।

যতী। এতে আর ভাব্‌বার কি আছে। সংসারে কত রকম বৈচিত্র দেখা যায় এ তার একটী। তুই ও তো এক রকম তাই।

সত্য। সে কেমন।

যতী। ঐ যেমন ঠিক তেমিই। হ্যাঁ আবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, সে কেমন। তুইওতো আগে না কত সাধু ছিলি, কত বক্তৃতা করে ছিলি,

কৈ? সাধুগিরি তো বেশী দিন টিক্‌লো না। এখন আমার সেই কথা ঠিক হইলো তো?

সত্য। কোন কথা।

যতী। কেন, সেই 'যে তিমিরে সেই তিমিরে" তা যাক, দেখ সত্য! এ বিষয় তোর কিন্তু আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত, দেখ তো আমি তোকে কি করেছি, তুই কি এখন সে আগেকার মানুষ আছিস্? তুই যে এখন প্রেমতরঙ্গে হাবুডুবু খাচ্ছিস। কোন্ দিন বা আমার কথাও ভুলে যাবি, আমার শুক্‌নো মুখে বাড়ী ফিরে যেতে হবে। তুই যাই বলিস এর মূলই কিন্তু আমি। তোর জন্য কি আমার কম কষ্ট পেতে হয়েছে; আমায় তুই কটা বৎসর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিস, আর আজ সেই তুই! দশের মধ্যে একজন হয়েছিস। এখন তোর মুখে 'তার" কথা ধরেই না। কিন্তু দেখ সত্য, এ বিষয় কিন্তু আমি তোর কাছে পুরস্কারের আশা কত্তে পারি।

সত্য। তা, অবশ্যই পার, একবার কেন একশ বার চাইতে পার। আচ্ছা তুমি দাঁড়াও, আমি ইন্দ্রনাথ বাবুকে একবার দেখে আসছি।

(প্রস্থান)

যতী। (চেঁচাইয়া) আরে ভয় নেই, কোথা যাচ্ছ? তোমার স্ত্রীকে সে নিয়ে পালিয়ে যাবে না। (স্বগত) এ হতভাগাটা ঝাঁ করে গেল কোথায়? নিশ্চয় কোন মতলব আছে, আমায় তো শেষে আহাম্মক করে বসবে না? দেখা যাক কি হয়।

(পদচারনা করা)

(ক্ষণপরে ইন্দ্রনাথ এবং কিঞ্চিৎ অবগুণ্ঠিত হইয়া ইন্দু মতীও অমিয়ার প্রবেশ)

সত্য। (অমিয়ার নিকট যাইয়া) দাও তো ওকে আমার কাছে

দেও। (ইন্দুমতীকে লইয়া যতীন্দ্রের হস্তে দিয়া)

যতীন !—ভাই !—

যতী। বলি এসব হচ্ছে কি—এঁ্যা !

সত্য। এই নেও তোমার পুরস্কার। ভাই ! জানি এ পুরস্কার তোমার অযোগ্য, কি কর্ব্ব ভাই আমাদের আর কি আছে যে দিব। এ ধন অকিঞ্চিৎকর হ'লেও বড় যত্নের। এ রত্ন পিতার বড় আদরের ধন ছিল, স্বর্গীয়া মাতার বুকের ধন ছিল, এ ধন আমার ও বড় স্নেহের ধন ; সেই ধনকে আজ তোমার হাতে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হলেম। তুমি একে আদর করো, যত্ন করো, তুমি একে তোমার মনের মত করে নিয়ো। তুমি বুদ্ধিমান তোমায় আমি আর কি বলবো।

যতী। তুমি আমায় আচ্ছা জব্দ কল্লে দেখছ, আমিও কিন্তু আজ ছাড়বো না। তুমি আমায় এতদিন ভাবি জ্বালাতন করেছ, থাক মজাটা দেখাচ্ছি, যতীন শর্ম্মাকে বুঝি আজও চিন্তে পারনি ?

(অমিয়ার প্রতি) বৌদি, আগুন তো একবার (অমিয়াকে লইয়া রুমাল দ্বারায় সত্য প্রিয়ের হাতের সহিত একত্রে বাঁধা)

দেখ কেমন মজা। কি হাসছো যে বড় ? আচ্ছা হাসি টা বের কচ্ছি।

সত্য। তুমি যা করে সুখী হও কর।

আমি কোন বাঁধা দিব না।

যতী। এতে বাঁধা দিবার তোমার অধিকার কি।——

এ দাম্পত্য দণ্ডবিধির কত ধারা জান ?

সত্য। (হাসিয়া) না।

যতী। এইবার দেখতে পাবে কত ধারা।

যতী। (রহস্য সঙ্গীত)

গীত।

আজ নব ফুলে মালা গেথেছি
বড় যতনে, ব'সে আপন মনে
সাধের মালাটি গেথেছি।
মালা গাথা হয় কেমনে
ভু'ল ছিনু এত দিনে
আজ হঠাৎ পড়ে গেল মনে
তাই গেথে ফেলেছি।
কেউ আপনি শিখে
কেউ বা দেখে শিখে
আমি দাগা পেয়ে সাজা পেয়ে
আজ ঠেকে শিখেছি।
আজ প্রেমফুলে প্রেমহারে
বাঁধবো তোমায় প্রেম নিগড়ে
প্রেম ফাঁদে পড়েছ সখা
এবার শক্ত করে ধরেছি।
তুমি আচ্ছা সয়তান
তুমি আচ্ছা বেই মান
তুমি যে মান কুকুর
এ যে গো তেমনি মুগুর
দেখ তার ভাল সাজা দিয়েছি।

সত্য। (হাসিয়া) যতীন, আজকার ব্যাপারে তোরই সম্পূর্ণ জয়।

যতী। আর তোমার বুঝি পরাজয়?

ইন্দ্র। যতীন্ বাবু! আজকার আপনাদের এই প্রেমের অভিনয় দেখে বড়ই সুখী হলেম, আজ যে আমার কত আনন্দ হচ্ছে তা কি বলব।

(সহসা গৌরীশঙ্করের হাসিতে ২ প্রবেশ)

গৌরী। কর কর, সবাই খুব আনন্দ কর। আজ আনন্দেরই দিন। আর আমি তাই দেখে নয়নমন সার্থক করি।

সত্য। ওকে—বাবা—বাবা!

(প্রণাম)

(পরে সকলের প্রণাম)

গৌরী। তোরা সব ভাল আছিস্? ও কে? ইন্দ্রনাথ! তুমি চোরটীর মত অমন সঙ্কুচিত হয়ে রয়েছ যে?

ইন্দ্র। তাঐ মশায়, দেব! আমি নরাধম আমায় ক্ষমা—

(পদতলে পতন)

গৌরী। (ইন্দ্রনাথকে উঠাইয়া) আর বলতে হবে না। আমি সব শুনেছি। তোমার মতি গতি ফিরেছে শুনে বড় সুখী হয়েছি। আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হ'য়ে' বেঁচে থাক।

সত্য। বাবা, আমার Telegram পেয়ে ছিলেন?

গৌরী। না পেলে আস্‌লুম কি করে। (অমিয়া ও ইন্দুমতীর প্রতি) বৌমা! খুকি! তোমরা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন মা? আমার কাছে এস? (উভয়ের তথা করন) (বিলম্বে) ওহো আজ আমার দরিদ্রের কুটীর ধন্য! আজ আমার জন্ম সার্থক! এই বৃদ্ধ বয়সে ভগবান আমার অদৃষ্টে এত সুখ লিখেছেন জান্‌তুম না। আজ আমার চক্ষু জলে ভ'রে আস্‌ছে, আজ ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। বাবা যতীন! তুমি আমার সত্যের চেয়ে কোন অংশে কম নও, বাবা! আমার বড় আদরের ধন ইন্দুকে আমার আসবার পূর্ব্বেই সত্য তোমার করে অর্পণ

করেছে, বেশ করেছে। যতীন্দ্র তুমি লক্ষ্মী ছেলে, তোমাকে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। আশীর্ব্বাদ করি উভয়ে দীর্ঘজীবী হও। (বিলম্বে) (সত্যের প্রতি) বাবা, আজ এই আনন্দের দিনে একটী কাজ অসম্পূর্ণ রেখেছ কেন? ইন্দ্রনাথের স্ত্রীকে এখনও আন্‌তে পাঠাও নি কেন? তাকে শীঘ্র আন্‌তে পাঠাও, আমি সব সাধ পূর্ণ করি।

সত্য। আমি বৌদিদিকে আন্‌তে অনেক ক্ষণ লোক পাঠিয়েছি, এতক্ষণ এলেন ব'লে। (দূরে দেখিয়া) এ বুঝি দূরে তার পাল্কী দেখা কচ্ছে। (ইন্দুমতীর প্রতি) ইন্দু; যাতো, বৌদিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আয়। (ইন্দুমতীর প্রস্থান)

গৌরী। আহা! আজ সত্যই বড় আনন্দের দিন, তবে এক দুঃখ, এ আনন্দে আনন্দ কর্ব্বার লোক নেই। আজ আমার বেহাই থাকলে তিনি এ দেখে কত সুখী হ'তেন। আমার ভাগ্য দোষে বেহাই বেঁচেও মরা হ'য়ে রয়েছেন।

(সহসা হাসিতে ২ চন্দ্র মাধব বাবুর প্রবেশ)

চন্দ্র। কে বল্লো! এই যে বেহাই,—দেখ না, আমি সশরীরে হাজির হয়েছি।

গৌরী। (বিস্মিত হইয়া) একি!—বেহাই!—একি স্বপ্ন!

ইন্দ্র। একি!—বাবা,—বাবা,—এতদিন পরে অধম সন্তানকে মনে পড়েছে?

চন্দ্র। মনে বা পড়্‌লে আস্‌লেম কেমন করে। তুমি মানুষ হয়েছ শুনে কি না এসে পারি। (গৌরীশঙ্করের প্রতি) বেহাই; এস একবার বিজয়ায় কোলাকুলিটা হ'য়ে যাক।

(উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করা)

(পরে ইন্দ্রনাথ, সত্যপ্রিয়, অমিয়া ও যতীন্দ্রের প্রনাম করা)

চন্দ্র। কে? বাবা সত্য প্রিয়, ভাল আছে?

সত্য। আজ্ঞে হাঁ।

চন্দ্র। (অমিয়ার প্রতি) ও কে? অমিয়া! তুই অমন অবাক হ'য়ে রয়েছিস্ যে! ভাল আছিস তো? (পরে যতীন্দ্রকে দেখাইয়া গৌরীশঙ্করের প্রতি) আর এইটী বুঝি বেহাই তোমার ছোট জামাই, না?

গৌরী। হাঁ।

চন্দ্র। বেশ—বেশ—ভাল, ভাল, বেঁচে থাক।

গৌরী। বেহাই! এতদিন পরে বাড়ীর কথা যে মনে পড়্লো সেও ভাল। তাঁ আজ ইবা হটাং কেমন করে এসে উপস্থিত হ'লেন?

চন্দ্র। বেহাই! আজ কার এই আনন্দের দিনে কি কোথাও চুপ ক'রে বসে থাকবার জো আছে? এসেছি কি ইচ্ছায়? উৎসাহে টেনে এনেছে। তোমরা তো আমায় ফেলেই আনন্দ কচ্ছিলে, শিবনাথ না লিখ্লে তো আমি ঠকেই গিয়েছিলেম আরকি।

গৌরী। সে কি! কোন শিবনাথ?

চন্দ্র। কেন, আমাদের শিবনাথ বোস, আবার কোন্ শিবনাথ।

গৌরী। তিনি আপনার খোঁজ জানলেন কি ক'রে?

চন্দ্র। যখন আমি এই গুণধর ছেলের ব্যবহারে বিরক্ত হ'য়ে দেশত্যাগী হলেম তখন শিবনাথ বৈ আর কেউ জানতে পারে নি। যখন আমি যাব তখন শিবনাথ বল্লে "ফিরবেন কবে?" আমি বল্লেম "আর জীবনে ফিরবার আশা করি না" তখন শিবনাথ একেবারে কেঁদেফেল্লে। তখন আমি তাকে বুঝিয়ে বল্লেম, "আচ্ছা, আমি যেখানে থাক্‌বো তোমায় সব সময়ই চিঠি লিখে জানাব, তুমিও আমার কাছে লিখো, ও সংসারের যখন যে অবস্থা হয় লিখে জানিও" আর বলে ছিলাম, "সাবধান আমাদের

এই চিঠি লেখা লেখি যেন দ্বিতীয় ব্যক্তি জানতে না পায়” তারপর সে আমায় আবার বল্লে, “আপনি কি তবে দেশে একেবারেই ফির্‌বেন না” আমি ব’ল্লেম “সেই রকমই ইচ্ছা তবে যদি ইন্দ্রনাথের চরিত্রের সংশোধন হয় তবে আমায় লিখো ফিরতে চেষ্টা কর্ব্ব” এই তো হচ্ছে কথা এখন বুঝ্‌লে তো? এই বৈদ্য নাথ ধামে শিবনাথ বোসের আশানুরূপ চিঠি পেয়ে আজ এসেছি।

গৌরী। (পুলকিত হইয়া) এঁ্যা এতদূর! শিবনাথ বাবু তুমিই ধন্য। যে প্রভুভক্ত হ’তে চাও সে এসে এই ভক্তবীর শিবনাথের দৃষ্টান্ত দেখ।

ইন্দ্র। বাবা! একথা তো আমি এক দিনও জান্‌তে পারি নি। আমি সব সময়ই ভাবতুম আমি অনাথ পিতৃ হীন। কৈ? আপনিও তো আমায় কোন দিন চিঠি লিখেন নি।

চন্দ্র। কেন লিখ্‌বো বল তুমি কি এত দিন তুমি ছিলে কাজেই লিখি নাই। (হঠাৎ চঞ্চল হইয়া) ভাল কথা! সবাই কে দেখ্‌ছি, বৌমা কোথায়?

গৌরী। সে তো এসেছে। (সত্য প্রিয়ের প্রতি) সত্য, দেখ তো এত দেরী হচ্ছে কেন?

(সত্যপ্রিয়ের প্রস্থান)

গৌরী। (অদূরে দেখিয়া বিস্ময় সহকারে) ওকি! শিবনাথ বাবু দৌড়ে আসছেন নাকি?

চন্দ্র। হ্যাঁ, দৌড়ে আসবারই কথা। আমি তার বাড়ীতে সংবাদ পাঠিয়ে এসেছি।

(দ্রুতগতিতে শিবনাথের প্রবেশ)

শিব। (চন্দ্র মাধবের পদতলে পড়িয়া) কর্ত্তা বাবু! কর্ত্তা বাবু! আমাদের মনে প’ড়েছে?

চন্দ্র। তুমি পায়ের তলায় পড়ে কেন? আমার বক্ষে এস।

(আলিঙ্গন)

গৌরী। শিবনাথ বাবু! আপনি ধন্য। ধন্য আপনার প্রভুভক্তি। আপনি প্রকৃতই বক্ষে ধন। আসুন আপনাকে আলিঙ্গন করে জীবন ধন্য করি।

শিব। ছি ছি—একি বল্‌ছেন!

(গৌরীশঙ্করকে প্রণাম)

গৌরী। (শিবনাথকে উঠাইয়া) যাই বলি আপনাকে ছাড়্‌ছিনে।

(উভয়ের আলিঙ্গন)

ইন্দ্র। বোস মশায়! আমায় কেন ভুলে যাচ্ছেন আমার মন সাধ ও পূর্ণ করুণ।

(অগ্রসর হইয়া শিবনাথকে আলিঙ্গন করা)

বোসমশায়! আপনি মানুষ না দেবতা? মানুষে কি এরকম কত্তে পারে? কখনই না। আপনার জন্য আমি মাতৃ বিয়োগ ভুলে ছিলাম, পিতৃবিচ্ছেদ, ভগ্নীবিচ্ছেদ, স্ত্রীবিচ্ছেদ কিছুতেই আমাকে বিচলিত কত্তে পারে নি। তার পর যে পিতার দর্শন লাভ জীবনে পাওয়ার আশা ছিল না, যিনি চিরকালের তরে দেশ ত্যাগী হ'য়েছিলেন, আপনার কৃপায় আজ পিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি। তাই বলি বোসমশায় আপনি মানুষ না দেবতা?

শিব। আপ্‌নাদের যার যা খুসী খুব বলুন আমি কিছু বলবো না।

অমি। (অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া চন্দ্রমাধবের নিকট গমন করিয়া) বাবা——

চন্দ্র। কি মা!

অমি। (নীরবে ক্রন্দন)

চন্দ্র। এ কি রে। কাঁদছিস? কেন কাঁদবার কি হ'য়েছে? (অদূরেদেখাইয়া) চুপ্ কর, চুপ্ কর, ঐ দেখ ওরা সব আসছে।

(অমিয়ার পুন অবগুণ্ঠিত হওন)

(সত্য প্রিয় ও অবগুণ্ঠিত হইয়া সুহাসিনী ও ইন্দুমতীর প্রবেশ)

চন্দ্র। ওকে? বৌমা! বৌমা, অভাগিনী বৌমা, এস মা।

(সুহাসিনীর প্রণাম)

গৌরী। (ইন্দুমতীর প্রতি) খুকি তোর তাঐ মশায়কে চিনতে পারিস নি? প্রণাম কর।

(ইন্দুমতীর চন্দ্রমাধবকে প্রণাম করা)

চন্দ্র। বেঁচে থাক লক্ষ্মী মা আমার। স্বামী নিয়ে সুখী হও। (গৌরীশঙ্করের প্রতি) দেখ বেহাই! (হাসিয়া) ছোঁড়াদের সামনে কিবা বলবো;—সবাইর সব হচ্ছে, হবে হওয়ার আশা আছে, আমাদের আর ভাঙ্গা পাঁজরা জোরা লাগবার আশা নেই। বেহান্ ছিল সেও আমাদের ফাঁকি দিয়ে গেছে, এখন আমরা দুই বেহাইতে বেশ এক রকমই হ'য়েছি; তা ধরতে গেলে মন্দ নয়, ভালই। বেশ দুজনেই বিপত্নীক, দুজনেই বিরাগী। এখন ছেলেদের উপর সংসার চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে উভয়ে বেড়িয়ে বেড়াতে পার্ব্ব।

গৌরী। কেন বেহাই! আবার বিরাগী হওয়ার সখ চাপলো কেন? এতদিনত আর সুখের মুখ দেখেন নি? এখন একটু সুখ ভোগ করুন। (হাসিয়া) আমি বলি কি আবাব নূতন করে সংসার পাতালে হয় না?

চন্দ্র। (হাসিয়া বিস্ময়ে) সে কিগো বেহাই!

গৌরী। কেন এদের ঘড়ে দুএকটী নাত্‌নি হোক তার পর দুজনে দুটী গলায় পূর্ব্ব আর কি।

চন্দ্র। (হাসিয়া) তা যা বলেছ মন্দ বলনি।

গৌরী। বেহাই! এখন বলেন তো এদিককার শুভকাজটা শেষ ক'রে ফেলি, কেমন?

চন্দ্র। (সোৎসাহে) হাঁ—হাঁ তা আর বল্‌তে।

(সহসা বামাচরণের প্রবেশ)

গৌরী। কে! বামাচরণ এসেছ? কাল না তোমার আসবার কথা ছিল, আজ এলে যে?

বামা। (গৌরীশঙ্কর ও চন্দ্রমাধবকে প্রণাম করিয়া) একটা মোকদ্দমা ছিল, তাই আসতে পারি নি।

গৌরী। এ মোকদ্দমায় আমরা জিতেছি বটে, কিন্তু সে তোমারই চেষ্টায়, তোমার সবাইর আগে এসে খবর দেওয়া উচিত ছিল।

বামা। তা ঠিক, তবে আমি Telegram ক'রে দিয়েই রওনা হয়েছি বিশেষ দেরি করিনি।

চন্দ্র। বেহাই, তুমি যাই বল, দেখ,—এই মোকদ্দমাই আমাদের এই অপূর্ব্ব সমাবেশের মূল হেতু। এই সময়টাই যেন মাহেন্দ্র সময়, তা না হ'লে দেখ, এরই মধ্যে কতগুলি শুভ ঘটনা হ'য়ে গেল। এই দেখ এক নম্বর,—ইন্দ্রনাথ—যার স্বভাবের কোন দিন আমি পরিবর্ত্তনের আশা করিনি, তার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন; তারপর দেখ আমি দেশে ফিরবো এ স্বপ্নেও ভাবিনি, তাও তো হ'ল। আবার তুমি জন্মের মত কাশীবাসী হয়েছ তোমাকেও টেনে এনেছে; তারপর আবার তোমার মেয়ের সময়টা খারাপ ছিল, বিয়ে দিয়ে যেতে পারনি, তারও সে সময় কেটে গেছে, বিয়েও একরকম হয়েছে বল্লেই হয়। (বিলম্বে) হ্যাঁ ভাল কথা, এখানে আবার আর এক কথা শুনলুম, সে আবার সবের চেয়ে এক কাটি বেশী—

গৌরী। কি রকম!

চন্দ্র। কেন শোননি,—কবালী ছোড়াটা কোথায় উদাসী হ'য়ে চলে গেছে।

গৌরী। হাঁ—হাঁ—সে কথা শুনেছি, এই শিবনাথ বাবুই ব'লেছেন বেহাই! সবাইর চেয়ে কিন্তু ওরই বাহাদুরী বেশী। একেবারে অবাক ক'রেছে। অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন।

শিব। ওর যে এ রকম মতি হবে এ স্বপ্নের অতীত। বিড়াল মাছ ছেড়ে তপস্বী হয় এ গল্পে শুনেছি কিন্তু ওর এই দৃষ্টান্তে তাও বিশ্বাস হয়।

চন্দ্র। আমার বোধ হচ্ছিল, এখানে কোন মলয়ের হাওয়া টাওয়া এসে লেগেছিল, এখন দেখ্‌ছি এই মোকদ্দমাই সেই মলয়-সমীরণ, তারই ফলে আজ সব শুভ হয়ে উঠেছে। তাই তো বলি এ সময়টাই যেন মহেন্দ্র সময়, তার আর সন্দেহ নেই—

তা বেহাই আর দেরী কেন? এই মাহেন্দ্র ক্ষণ থাকৃতে থাকৃতে এস না, একবার মিলনের অভিনয়টা করি।

গৌরী। হাঁ, শুভকাজ যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।

চন্দ্র। (সুহাসিণীর প্রতি) এস এস লক্ষ্মী বৌ আমার!—

(সুহাসিণীকে লইয়া ইন্দ্রনাথের হস্ত দেওয়া)

গৌরী। (অমিয়ার প্রতি)

এস, মা আমার!—

বামা! (অমিয়াকে লইয়া সত্যপ্রিয়ের হস্তে দেওয়া)।

(ইন্দুমতীর প্রতি)

আর ঠাকুর ঝি, এস দেখি একবার কেমন মানায়।

(ইন্দুমতীকে লইয়া যতীন্দ্রের হস্তে দেওয়)।

চন্দ্র। (সোৎসাহে) বা রে বা! কি সুন্দর দেখা যাচ্ছে, যেন ভাগিরথীর তিনটী পবিত্র ধারা তিনটী সাগরের সঙ্গে এসে মিলেছে।

(গৌরীশঙ্করের প্রতি) বেহাই! এ দৃশ্য যে প্রাণভরে দেখ্‌তে পার্চ্ছিনা। চক্ষু যে জলে ভরে গেল।

গৌরী। (গদ্গদ হইয়া) আহাহা! মরি মরি আজ কি আনন্দের দিন। ওহো, আজ আমার জীবন সার্থক, আজ আমার সোনার সংসার ভরপুর। আমি আজ রাজরাজেশ্বর। আমার কিসের দুঃখ, আমি কিসের কাঙ্গাল। আজ আমি ধন্য। আজ এই সুখ দেখে আমার কাশীবাসে জলাঞ্জলি দিতে ইচ্ছা কচ্ছে, এর কাছে কাশী কোথায় লাগে। এই আমার কাশী। এই আমার স্বর্গ। এই আমার বৈকুণ্ঠ। সংসার চেয়ে দেখ আজ কি সুখের দিন! দেখ কি আনন্দ বাজার!! দেখ আজ কি মধুর মিলন!!!

(যবনিকা)